উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮১,৬৩৫.৯১ (+৩২৯.০৬)

নিফটি : ২৪,৯৬৭.৭৫ (+৯৭.৬৫)

প্রয়াত জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষপর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ
কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	৩৪°	২৭°	৩৪°	২৭	৩৩°	২৬°	৩৫°	২৭°

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল। » ১০

৯ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 26 August 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 99

বড় বৌকে কুপিয়ে শ্রীঘরে ছোট বৌ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সতিন তুকতাক করে তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। স্রেফ এই সন্দেহেই বড় বৌয়ের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর অভিযোগ উঠল ছোট বৌয়ের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত আনসারিপাড়া এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় জখম বধূ হাবিবা খাতুনকে প্রথমে ভাটোল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। মেডিকেলে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি মেডিকেলের সার্জিক্যাল বিভাগে চিকিৎসাধীন।

স্বামী আবদুল রশিদ আনসারির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত ছোট বৌ আঞ্জুয়ারা বেগমকে গ্রেপ্তার করেছে ভাটোল ফাঁড়ির পুলিশ। সোমবার তাঁকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের ১১৮(২)/১০৯ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক তাকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আবদুল রশিদ আনসারির প্রথম স্ত্রী হাবিবা খাতুনের কোনও সন্তান না হওয়ায় তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে আঞ্জুয়ারা বেগমকে বিয়ে করেন। সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে পড়েন আঞ্জুয়ারা। তাঁর সন্দেহ হয়, সতিন হাবিবা তুকতাক করে তাঁকে অসুস্থ এরপর আটের পাতায়

মণ্ডপের পথে গণেশমূর্তি। আলিপুরদুয়ারের কাছে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

প্রতিবাদে বিক্ষোভ ভূতনিতে

গঙ্গা গিলছে রিং বাঁধ

আজাদ ও কল্লোল মজুমদার

মানিকচক ও মালদা, ২৫ অগাস্ট : নতুন রিং বাঁধ আবারও গঙ্গার ভাঙনের কবলে পড়েছে। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সদ্যনির্মিত রিং বাঁধে বড়সড়ো ধস নেমেছে। গঙ্গার গ্রাসে নবনির্মিত ২৪০০ মিটার রিং বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ। লাগাতার ভাঙন রোধের কাজ চললেও বালির বস্তা গঙ্গার ভাঙনকে রুখতে পারেনি। বালির বস্তার মাধ্যমে ভাঙন রোধের কোটি কোটি টাকার কাজ চললেও ভূতনিতে ভাঙন অব্যাহত। ভাঙন রোধে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে বাসিন্দারা ব্যাপক ক্ষুব্ধ। এ কাজে কোটি কোটি টাকা লুঠ চলছে বলে অভিযোগ। এনিয়ে ভূতনির কেশরপুর ও কালুটোনটোলার বাসিন্দারা সোমবার বিক্ষোভ দেখান। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বিক্ষোভ চলে। সেই সময় ভাঙন রোধের কাজ বন্ধ থাকে। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, যেভাবে বাঁধের বিভিন্ন অংশ গঙ্গায় ধসে পড়ছে তাতে নদীর জলস্তর বাড়লেই পরিস্থিতি ভয়ানক হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে সেচ দপ্তরের দাবি।

এদিকে, গঙ্গা বাড়িঘর ছিনিয়ে নেওয়ায় রতুয়া, মানিকচকের বাসিন্দাদের অনেকেই এখন বিপাকে। অভিযোগ, সমস্যা মেটাতে দেওয়া প্রশাসনিক প্রতিশ্রুতির কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে স্থায়ী ভাঙন রোধের দাবি নিয়ে সিপিএমের মিছিলে নজরুল হক, সামশের শেখ, ভোলানাথ মণ্ডলরা পা মিলিয়েছিলেন। ওঁরা ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুরের বাসিন্দা। রতুয়া থেকে আসা সাব্বির আলি, রুহুল মোমিন, জাব্বার আলিরা তাতে শামিল হন। মালদার বানভাসিদের একগুচ্ছ দাবি নিয়ে মালদা জেলা বামফ্রন্ট সোমবার সেচ দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল। ওঁরা সেই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। দপ্তরের সামনে বাঁশের বিশাল ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু বানভাসিদের ক্রোধে তা ভেঙে যায়। কর্মসূচিতে বামফ্রন্টের জেলা নেতারা ছাড়াও রাজ্যের প্রাক্তন সেচমন্ত্রী জামিল মোল্লা, সিপিএম নেতা সুভাষ নস্কর ও শতরূপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

দুই মাসের বেশি সময় ধরে ভূতনির কেশরপুর, কালুটোনটোলা ও রতুয়ায় পশ্চিম রতনপুরে বালির বস্তার মাধ্যমে ভাঙন রোধে সেচ দপ্তর কাজ করছে। ইতিমধ্যে পশ্চিম রতনপুর গ্রামের বিস্তীর্ণ অংশ, কালুটোনটোলার সাধারণ মানুষের ভিটেমাটি, বিদ্যালয় ভবন সমস্তটাই গঙ্গা গ্রাস করেছে। গত দুই মাস আগে, গঙ্গা নদী থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে নতুন রিং বাঁধ নির্মাণের কাজ দপ্তর শুরু করে। ইতিমধ্যেই গঙ্গা সমস্ত কিছু গ্রাস করতে করতে একেবারে রিং বাঁধের ধারে এসে পৌঁছেছে। এবার নতুন বাঁধকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে। ২৪০০ মিটার বাঁধের জায়গায় ধস নেমেছে। গঙ্গার ভাঙন রোধে নদীর পাড়ে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বালির বস্তা ফেলা হচ্ছে। তারপরও অব্যাহত ভাঙন। এদিন পশ্চিম রতনপুরে বাঁধের প্রায় ২০ মিটার অংশ কয়েক মিনিটের মধ্যে গঙ্গায় তলিয়ে যায়। এরপর আটের পাতায়

ভাঙছে বাঁধ। ভূতনিতে।

বিক্ষোভে বামেরা

- কোটি কোটি টাকার কাজ চললেও ভূতনিতে ভাঙন অব্যাহত
- ভূতনির কেশরপুর ও কালুটোনটোলার বাসিন্দারা সোমবার বিক্ষোভ দেখান
- প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে বিক্ষোভ চলায় ভাঙন রোধের কাজ বন্ধ থাকে, পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়
- বানভাসিদের একগুচ্ছ দাবি নিয়ে মালদা জেলা বামফ্রন্ট এদিন সেচ দপ্তর ঘেরাও অভিযানে শামিল হয়

মা আসছেন
৩৩
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের
» দশের পাতায়

ইডি হেপাজতে জীবনকৃষ্ণ

নর্দমার কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

রিমি শীল ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও বহরমপুর, ২৫ অগাস্ট : নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে সুবিধা হল না। সোম-সকালে যেন 'শনি' নাচল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার কপালে। সিবিআইয়ের জালে পড়ে ১৩ মাস বন্দি ছিলেন তিনি। ১৫ মাসের মাথায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। এবার ইডি'র হাতে। সোমবারই আদালত তাঁকে ছয়দিনের জন্য ইডি'র হেপাজতে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। ওই সময় তাঁর মোবাইল দুটি নর্দমায় ফেলে দেন। নিজেও ঝাঁপ দেন নর্দমায়। পিছন পিছন তাড়া করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রায় ১৫ মিনিট ছোটাছুটি ও কাদায় মাখামাখি হওয়ার পর ধরা পড়েন তিনি। ততক্ষণে ভয়ে, আতঙ্কে তাঁর করুণদশা। বারবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মারবেন না, মারবেন না, দাঁড়ান আমি উঠছি।'

পরনের গেঞ্জি, প্যান্ট তখন জলে-কাদায় ভিজে গিয়েছে। ইডি আধিকারিকরা ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ার সময় ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এই তৃণমূল বিধায়ক। তখনও মোবাইল বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। সেবার পুকুরে জাল ফেলে মোবাইল উদ্ধার করেছিল সিবিআই। সোমবার নর্দমার কাদা ঘেঁটে মোবাইল তুলে আনে ইডি।

ভেজা পোশাক পরিবর্তন করিয়ে বীরভূমের দেবগ্রাম হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক জীবনকৃষ্ণকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। তাঁর গাড়ির চালক রাজেশ ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেনে নজর ছিল ইডি'র। অভিযোগ, চাকরির নাম করে বেআইনিভাবে টাকা তুলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। আদালতে সেই যুক্তি দেখিয়েছেন তদন্তকারীরা।

বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কের এরপর আটের পাতায়

গ্রেপ্তারির সময় ও পরে। ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বিধায়ক।

পরিকাঠামো সত্ত্বেও কাজে আসছে না ল্যাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভাইরাস ঘটিত রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতেই তা কাজে লাগছে না। ফলে রোগ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক চিকিৎসা, সতর্কতা এবং সচেতনতার ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের বড় একটা অংশ। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের লেপ্টোস্পাইরোসিসের বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনছেন অনেক চিকিৎসক। তাঁদের বক্তব্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস থেকে লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রমণ উত্তরবঙ্গজুড়েই রয়েছে। প্রচুর রোগী বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা না হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে রোগীদের উপসর্গ জেনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে সব জেলাতেই টেস্ট করা হবে। আপাতত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ল্যাবেই নমুনা পাঠানো হচ্ছে।' যদিও হেপাটাইটিস-এ'র টিকাকরণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যন্ত্র পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরিগুলিতে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে লেপ্টোস্পাইরোসিসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ, প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে গ্রামের পর গ্রামে এই রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ। মাসের শেষে এসেও প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শুধু লেপ্টোস্পাইরোসিস নয়, এরপর আটের পাতায়

ফের হোম থেকে পালাল তিন কিশোর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : চারদিকে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি, উঁচু প্রাচীরের ঘেরাটোপ। তার পরেও শেষ রক্ষা হল না। বালুরঘাটের সরকারি শুভায়ন হোমের নিরাপত্তাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পালাল তিন কিশোর। গাছ বেয়ে উঠে উঁচু প্রাচীরের কাঁটাতার টপকে ফিল্মি কায়দায় চম্পট দিল ওই তিন কিশোর। রবিবার গভীর রাতে পালায় তারা। ওই কিশোরদের দুজনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে। একজনের বাড়ি মালদায়। একটি ছোট চুরির ঘটনায় ওই অনাথ তিন কিশোরকে হোমে পাঠানো হয়েছিল। তাদের পালানোর ঘটনায় সোমবার বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে শুভায়ন হোম কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক হারিস রশিদ বলেন, 'হোম থেকে তিনজন কিশোর পালিয়েছে। হোমের তরফে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। জেলাজুড়ে শুরু হয়েছে তল্লাশি। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায় জানিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত ওই নাবালকদের কোনও হদিস মেলেনি। বালুরঘাট সদর ডিএসপি হেডকোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'ওই কিশোরদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

শুভায়ন হোম থেকে বিচারাধীন শিশু ও কিশোর বন্দি পালানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। বছর কয়েক আগেও এই হোম থেকে কিশোর পালানোর ঘটনা ছিল জলভাত। ওই সময় হোম থেকে একসঙ্গে ৭ জন, দশজন তো বটেই, একবারে ৩২ জন পালানোরও নজির রয়েছে। তবে পরে এদের অনেকেই ধরাও পড়েছে। প্রতিবারই ঘটনার পর প্রশাসনের তরফে হোমে নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও পরিকাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়। ২০১৯ সালে শেষবার একসঙ্গে ৮ জন বাংলাদেশি বন্দি কিশোর পালিয়েছিল। যদিও তাদের অধিকাংশকেই হোমে ফেরানো যায়নি।

বালুরঘাট শুভায়ন হোমে ৪১ জন আবাসিক বর্তমানে রয়েছে। যার মধ্যে পলাতক ওই তিন কিশোরও রয়েছে। এরপর আটের পাতায়

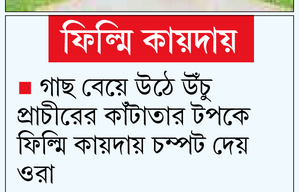

ফিল্মি কায়দায়

- গাছ বেয়ে উঠে উঁচু প্রাচীরের কাঁটাতার টপকে ফিল্মি কায়দায় চম্পট দেয় ওরা
- ছোট চুরির ঘটনায় ওই অনাথ তিন কিশোরকে হোমে পাঠানো হয়েছিল
- সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি, উঁচু প্রাচীরের ঘেরাটোপ থাকা, নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কিশোরদের পালানো নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
- সরকারি হোমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

সেপ্টেম্বরেই অবসর নিচ্ছে মিগ-২১। তার আগে আরও একবার ভারতের আকাশে উড়ল যুদ্ধবিমান। চালকের আসনে দেখা গেল বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংকে। রাজস্থানের বিকানেরে। -পিটিআই

কথায় কথায়

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর বাস্তব কথা

আশিস ঘোষ

বিভুরঞ্জন সরকার। এপারে একেবারেই অচেনা একটা নাম। ওপারে তিনি পরিচিত সাংবাদিক হিসেবে। বয়স ৭১। দীর্ঘদিন, প্রায় পাঁচ দশক বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। ২১ অগাস্ট ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন বিকেলে ফিরে আসবেন জানিয়ে। আর ফেরেননি। পরদিন বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে একজনের দেহ ভাসতে দেখে পুলিশ। তাঁর ছেলে ঋত দেহটি তাঁর বাবার বলে শনাক্ত করেছেন।

এমনিতে আত্মহত্যা এখন এপারে-ওপারে বিরল নয়। এক সাংবাদিকের আত্মহনন বিরাট কোনও খবরও নয়। নানা কারণে মানুষ নিজেকে শেষ করে দেয়। এটা তেমন কিছু হলে বড়জোর সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় তিন সেন্টিমিটারের খবর হত। তা নিয়ে লেখালেখি হত না। লোকের চর্চাতেও আসত না। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে চোখে পড়ার তো কথাই নয়।

কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে বিভুরঞ্জন যে দীর্ঘ চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি খোলাখুলি লিখে গিয়েছেন, তাঁর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি কী কী। এবং কী আশ্চর্য, দুই দেশের মধ্যে নানা আকচা-আকচি সত্ত্বেও এক প্রবীণ সাংবাদিকের যন্ত্রণার সঙ্গে দু'পারের কত মিল!

বিভুরঞ্জন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য এরপর আটের পাতায়

আরও ৩ জয়রাইড, পুজো এবার জমজমাট

দিনভর খেলনা গাড়িতে বসে বসে দার্জিলিং যাওয়া আপনার পক্ষে দুঃসাধ্য? তবে আর চিন্তা নেই। এবার স্বল্প দূরত্বেও মজা নিতে পারবেন খেলনা গাড়ির। সঙ্গে থাকছে পাহাড় এমনকি চা বাগান ঘুরে দেখার সুবর্ণ সুযোগও।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : মিঠে রোদ এসে পড়েছে গায়ে। জানলার ধারে সিটে বসে আপনি আপন খেয়ালে গুনগুনিয়ে যাচ্ছেন, 'আমার মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে...'। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেলনাগাড়ি এগিয়ে চলেছে ঢিমেতালে। কিছুক্ষণ পর গন্তব্য এল। আপনি নামলেন রংটংয়ে। চার ঘণ্টা স্টেশনে থাকবে টয়ট্রেনটি। এই সময়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন আশপাশে। ঢুকতে পারেন চা ফ্যাক্টরিতে কিংবা সবুজ বাগিচার মাঝে দাঁড়িয়ে তুলতে পারেন ছবি। চেখে দেখার সুযোগ রয়েছে পাহাড়ের স্থানীয় খাবার।

এ তো গেল মাত্র একটি জয়রাইডের সুবিধা। আরও দুটো ভিন্ন স্বাদের জয়রাইড পর্যটকদের জন্য আনতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাহাড়প্রেমীদের জন্য পুজোর উপহার। রেলের এই উদ্যোগ পর্যটনশিল্পের জন্য 'মাস্টারস্ট্রোক' মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করছি। সবক'টির ভাড়া কম রাখা হচ্ছে। তিনটি রাইডের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আশা করছি, পর্যটকদের পছন্দ হবে।'

২৩ অগাস্ট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ওইদিন প্রথম শিলিগুড়ি জংশন থেকে কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল টয়ট্রেন। দিনটিকে স্মরণে রেখে ডিএইচআরের তরফে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত টয়ট্রেনের রাইড হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নতুন জয়রাইড চালু করা হবে। একটি দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং, দ্বিতীয়টি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রংটং এবং তৃতীয়টি কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত।

প্রথম জয়রাইডের নাম দেওয়া হয়েছে 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল'। ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন- শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে। বেলা ১২টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে রংটং পৌঁছাবে দেড়টায়। চার ঘণ্টা রংটংয়ে দাঁড়াবে খেলনাগাড়ি। সেই সময়টুকু পর্যটকরা নিজেদের মতো করে কাটাতে পারবেন।

দ্বিতীয় জয়রাইডের নাম রাখা হয়েছে, 'দার্জিলিং-কার্সিয়াং স্টিম স্পেশাল'। এরপর আটের পাতায়

ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়পথে ছুটছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারির জের

হাটে উধাও হাতুড়েরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : সম্প্রতি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাটে হাতুড়েদের পসরা সাজিয়ে বসার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সোমবার বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাট এলাকায় দেখা মিলল না সেই সব হাতুড়েদের।

হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে সমস্ত স্তরে বিভিন্ন রকম অপারেশনের সুযোগসুবিধা রয়েছে। কিন্তু মানুষ সচেতন না হওয়ার ফলে এই সমস্ত হাতুড়েদের রমরমা বাড়ছে। এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ অনেক সময় থাকে না। তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে সমস্যা তৈরি হয়।'

এদিন দুপুরে হাটে গিয়ে দেখা গেল জমজমাট হাট বসে গিয়েছে।

গোবরাহাটে দেখা মিলল না হাতুড়েদের। সোমবার। -সংবাদচিত্র

বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলা-বিহার সীমানার এলাকার দুই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছেন এই হাটে। কয়েকদিন আগেও হাতুড়েরা হাটের মধ্যে বসে দাঁত তোলা থেকে শুরু করে অপরিপক্কভাবে পাইলস, ফিসচুলা অপারেশন পর্যন্ত করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এদিন কাউকে দেখা যায়নি।

এদিন বিহারের আমদাবাদ থানা এলাকায় বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের প্রবীণ জামাল শেখের সঙ্গে দেখা হল। তিনি হাটে এসেছিলেন দাঁত তোলানোর জন্য। তিনি বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে তো হাটে আসি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পাশাপাশি হাটের চিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে যাই। বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। চিকিৎসকদের কাছে দেখানোর সামর্থ্য নেই। দাঁতে অনেকদিন থেকেই সমস্যা হচ্ছিল। ভাবলাম আজকে তুলিয়ে নেব। কিন্তু গত সপ্তাহ থেকেই দেখছি, চিকিৎসকদের রমরমা হাটে নেই।'

গত ১৩ অগাস্ট হাতুড়েদের নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মালদা জেলা শাসকের অধীনে থাকা নজরদারি টিম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে। হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মহকুমার বিভিন্ন হাটে নজরদারি শুরু হয় এই সমস্ত ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। এরপর থেকেই এলাকার বিভিন্ন হাটে প্রকাশ্যে ছুরি, কাঁচি সাজিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্রোপচারের ছবিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কয়েকদিন আগেও হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে পাইলসের অপারেশন হাতুড়ের হাত দিয়ে করানোর পর চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ উঠেছিল।

জেকে মশলার নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সইফ

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : প্রখ্যাত বলিউড তারকা সইফ আলি খানকে জেকে মশলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করা হল। জেকে মশলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অশোক জৈন জানিয়েছেন, বিখ্যাত পতৌদি নবাব পরিবারের সদস্য সইফ আলি খান হলেন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, আধুনিকতা এবং আকর্ষণের প্রতীক। এ সম্পর্কে জেকে মশলার মুখপাত্র বলেন, 'সইফ আলি খানের মধ্যে আমরা নিজেদের পথ চলার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সইফের রাজকীয় উত্তরাধিকার, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁকে আমাদের মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। এটি এক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, যেখানে আজ থেকে পুরোনো আর আধুনিক স্বাদ একসঙ্গে পথ চলবে।'

জেকে মশলার পথ চলা শুরু ১৯৫৭ সালে, শ্রী ধন্নালাল জৈনের হাত ধরে, যিনি সারাদেশে 'জিরা সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। আজ গোটা দেশে ক্রেতাদের কাছে জেকে মশলা একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাম।

অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে একটি অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। হুগলির আদিসপ্তগ্রাম ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ,

শিল্পপতি, ফ্যাকাল্টি সহ পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের কো-ফাউন্ডার তথা চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোনো স্মৃতি এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

বোমা উদ্ধার

কালিয়াচক, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কালিয়াচকের ধুরিটোলা গ্রামে বোমা উদ্ধার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে ৩ জার ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। এদিন সকালে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা রয়েছে। পুলিশ গিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলে, খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। বিকেল নাগাদ দমকলের একটি ইঞ্জিন, মেডিকেল টিম ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি বাগানের মধ্যে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

আগে ক্লিনচিট, পরে পদক্ষেপ পুলিশের

সুকান্তর পোস্টের পর গ্রেপ্তার রাজ্জাক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পোস্টের পরেই কি পুলিশ চাপে পড়ে রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করল? এই প্রশ্নই এখন দক্ষিণ দিনাজপুরে। শনিবার বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কুমারগঞ্জ সমজিয়ার উত্তরপাড়ার রাজ্জাকের দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন এবং ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি দাবি করে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। যাকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এবং এসআইআর ইস্যু নতুন মাত্রা পায়। ওই পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবারই রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে কুমারগঞ্জ পুলিশ। সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রাজ্জাকের বাবা বাম জমানায় দীর্ঘ ১৫ বছর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তাছাড়া প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাককে ক্লিনচিট দিয়েছিল পুলিশই। যে কারণে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই পরিচয়পত্রে তাঁর নাম রয়েছে মহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ওরফে রাজ্জাক সরকার। বাবার নাম আফতাব উদ্দিন এবং ঠিকানা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি। প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে যখন পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে তাকে ক্লিনচিট দিয়েছিল, তার ভিত্তি কী ছিল?। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাজ্জাক পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়। পরে স্বীকার করে, কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ এবং জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার কথা। তার বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সমজিয়ার পঞ্চায়েত সদস্যা নীলিমা ভুঁইমালি বলেন, 'রাজ্জাকের বাবা বহু বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের পরিচয়পত্রের ছবির সঙ্গে গ্রামের রাজ্জাকের মিল নেই।' বিজেপি নেতা কমলকুমার রায়ের অভিযোগ, 'রাজ্জাক বাংলাদেশের ভোটার। তিনি কীভাবে ভারতের নাগরিক দাবি করেন?' শনিবার সমাজমাধ্যমে সুকান্ত প্রশ্ন তোলেন, সমজিয়ার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রাজ্জাক কি আসলে বাংলাদেশের নাগরিক? তিনি কি জাল নথি ব্যবহার করে ভারতে বসবাস করছেন? সোমবার বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক মাফিজুর রহমান বর্তমানে সাফানগর এলেন্দারিতে বসবাস করছে। প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কমলপুরে হলেও ভারতে থাকার জন্য ভুয়ো নথি তৈরি করেছে।' মাফিজুর রহমানের ছেলে মাসুম রহমানও একই কৌশলে ভারতীয় নথি তৈরি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। যদিও পুলিশের দাবি, এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পরিচয় বিভ্রাট

- সুকান্তের পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে
- পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে
- সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক

ডুয়ার্সে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ অগাস্ট : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার। সোমবার ওই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে খবরটি জানান মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এদিন ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জয়প্রকাশ। প্রতিভা বিকাশের সুযোগের অভাবে ডুয়ার্সের চা বাগানের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রা এগোতে পারছে না বলে বৈঠকে আক্ষেপ করেন জয়প্রকাশ। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'ডুয়ার্সে প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি শীঘ্রই ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

গত বছর বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে অনুরাগ এক্কা গোথিয়া কাপ ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মাদারিহাট থানার মুজনাই চা বাগানের অন্তেশিয়া ওরাওঁ ইস্টবেঙ্গল দলে খেলছে, অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা (সিনিয়ার) দলে খেলছেন। ওই উদাহরণগুলি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন জয়প্রকাশ। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, তপশিলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন অনেকেই ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জোগাড় করছে। ভুয়ো সার্টিফিকেট দিতে চক্র তৈরি হয়েছে। ফলে ভূমিপুত্র আদিবাসীরা চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ আদিবাসীদের সুযোগে ভাগ বসাচ্ছে ভুয়ো এসটিরা। পরে জয়প্রকাশ বলেন, 'ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেটের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের এনিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি।'

আজ টিভিতে

কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.১৫ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ জোর, সন্ধে ৭.৩০ বরবাদ, রাত ১০.১৫ রংবাজ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শিমুল পারুল, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ লোফার, রাত ১১.০০ বাজি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বেহুলা লখিন্দর, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৪৫ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৪৫ নাগপঞ্চমী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মর্জিনা আবদাল্লা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৪ সিম্বা, দুপুর ২.৪৮ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ খিলাড়ি

জি অ্যাকশন : দুপুর ২.১০ শূরবীর, বিকেল ৪.৪৮ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৯.৫১ ভজে বায়ু বেগম

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৩ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৩.১৫ চক্র কা রক্ষক, ৫.৪২ রাবণাসুরা, রাত ৮.০০ মেগা ক্রোকোডাইল, ৯.৩৮ ড্রিম গার্ল

মর্জিনা আবদাল্লা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ড্রিম গার্ল রাত ৯.৩৮ অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩১ সলাম ভেঙ্কি, বিকেল ৩.৫১ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩৩ গুড বাই, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ

স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ফাইন্ডিং নিমো, ১.৪৫ দ্য প্রপোজাল , বিকেল ৫.০০ প্রিডেটর্স, সন্ধে ৬.৪৫ কিংসম্যান : দ্য গোল্ডেন সার্কল, রাত ৯.০০ স্পিড

মাশরুম কোফতাকারি রান্না শেখাবেন মধুশ্রী সাঁতরা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Corrigendum Notice

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-24/2025-26, Memo No.: 1757/JM, Dated: 04/08/2025. Tender ID : 2025_MAD_887021_1
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(Seven) days. Bid submission closing date : 01/09/2025 at 6.55 P.M. Bid opening date : 04/09/2025 at 11.30 A.M.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/645 Dated 25.08.2025 in connection with the supply of laboratory equipments at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 16/09/2025 upto 04.00 P.M. For details please communicate Office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary
DH&FWS, SMP

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২, তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২; কাজের নামঃ** "মালদা টাউন ডিভিসনে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবেল দ্বারা বিদ্যমান ৩৩কেভি ওভারহেড পাওয়ার লাইন ক্রশিং-এর আধুনিকীকরণের কাজ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,০৪,৪১০.৭৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১,৯০,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in** এবং নোটিসবোর্ড ঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-152/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উদ্বোধন

আনন্দের সংবাদ, আগামী ২৭ অগাস্ট, বুধবার বেলাকোবা নহবত ভবন সংলগ্ন নতুন ঔষধের দোকান, নাম 'কেয়ার মেডিকেল স্টোরস'-এর শুভ উদ্বোধন সকাল ১১.৪৫টায় অনুষ্ঠিত হইবে। এর উদ্বোধন করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তী (এমবিবিএস, এমডি, ডায়াবিটিক), আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। প্রযত্নে- শুভেন্দু জোয়ারদার। (C/118005)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Ashita Xaxa, পিতা - Suman Xaxa, ঠিকানা : তালতলা কলোনি, পো: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No: WB2001ST2022035922) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 7063284631. (C-117066)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Chandradeep থেকে Chandradwip Saha হল। (C-117068)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2013 0912981 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-8-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mehabub Alam এবং Mahbub Alam, পিতা Anoyar Hossain এবং Anowar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি চাই, আমার প্রকৃত নাম Mehabub Alam, পিতার প্রকৃত নাম Anoyar Hossain প্রতিষ্ঠিত হোক। পানিশালা, ছাট বড়ো চৌকি, কোচবিহার। পিন- 736156। (C/117171)

•

I, Chhanda Dutta, Age 40 years, W/o- Amrita Dutta, resident of Vill- Purba Kathalbari, P.O- Silbarihat, P.S. & Dist- Alipurduar, Pin. 736204 declare that in my husband's passport no. N1930122, my name is erroneously recorded as Chanda Dutta, instead of my actual name Chhanda Dutta, according to my Aadhaar Card (8695 5583 4098) & Voter Id RIY1060151. As per affidavit no. 62 before notary public at Alipurduar on 15/08/25, Chhanda Dutta and Chanda Dutta is same and one identical person. (C/118007)

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি
ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

পত্রাঙ্ক নং : 2770/1(4)
তারিখ : 25/08/2025

জলপাইগুড়ি সদর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একজন (1) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিক চার মাসের (August to November) জন্য ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগ করা হবে। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস অথবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,
সদর, জলপাইগুড়ি

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড- এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং। (M) 8927299546. (C/118001)

•

জলপাইগুড়িতে টেলিকম মার্কেটিং-এ কাজের জন্য M/F প্রার্থী চাই। MP/H.S., বেতন 8K-10K. Ph: 9932451676. (C/117453)

•

রেস্টুরেন্টের জন্য মোগলাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। থাকা+খাওয়া ফ্রি। বেতন: ১০,০০০/- - ১৫,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559 (C/117926)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ পুরুষ লেবার চাই। M : 9641618231. (C/117928)

•

Staff for Book sampling in english medium school with two wheeler salary 14000 and incentives for Alipurduar and Siliguri. Contact 7318899878 also female computer known Telecaller. (C/117928)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing Company, Contact mobile No : 9593739822, 9641732263, email Id- guptajifoodpark@gmail.com (C-117927)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sutapa Dutta থেকে Sutapa Datta ও পিতা Subhas Chandra Datta হল। (C-117069)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর ঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

I, Sanchita Das Sarkar, W/o- Dipak Kumar Sarkar, residing at Vill. & P.O.- Daspara, P.S.- Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur, PIN- 733207, (W.B.) shall henceforth be known as Sanchita Sarkar as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Islampur, U/Dinajpur vide affidavit No.- 3425, Dated- 22/08/2025. Sanchita Das Sarkar & Sanchita Sarkar both are same and identical person. (S/N)

•

আমি Mayedul Islam আমার মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে (Reg No R-1110051062, Roll- R00853, No 0094) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19.8.2025-এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Moyedul Islam, S/o- Saidur Sk. Mayedul Islam S/o Saidul Sekh করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118003)

•

বাবার ভোটার ID কার্ড নং WB/01/008/021093 এবং আমার বিদ্যালয় ত্যাগের Index নং 01-022 (কাটামারী হাইস্কুল), বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30-07-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Late Gyan Chandra Sarkar এবং Late Gyan Charan Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/117170)

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-7/APD/WBSRDA/PHEDM/2025-26 (2nd Call), dated-25/08/2025 Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ আরও সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। প্রবাসী কোনও অত্মীয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। বৃষ : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিদ্যায় শুভ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আইনি সমস্যা নিতে হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। নতুন জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। সিংহ : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার দিন। আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : শারীরিক কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত রাখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় লাভবান হবেন। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। ধনু : হারানো সম্পদ কেনাবেচায় লাভবান হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে একটু পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : স্ত্রীর জন্য কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। কাউকে কোনও কিছু দান করে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৪ ভাদ্র, ২৬ অগাস্ট ২০২৫, ৯ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। সাধ্যযোগ দিবা ১।৩৩। গরকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৫৩ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি- ৬।৫৫ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৫৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাদার টেরেজার জন্ম দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ৩।১৪ গতে ৪।৫২ এবং রাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।৯ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

From campus to career, success speaks here

ACADEMY OF TECHNOLOGY

An AICTE approved Engineering College affiliated to MAKAUT, WB — Founded by Prof. Jagannath Banerjee, distinguished alumnus of IIT Kharagpur and IIM Kolkata

Placement Offers 2024-25 @ AOT

ACCENTURE SOLUTIONS
1 Sajili Chakraborty (CSBS)
2 Shatanira Roy (CSBS)
3 Diya Biswas (CSE)
4 Pubali Kar (CSE)
5 Riya Raj (CSE)
6 Aman Shrivastav (ECE)

ANALYZE SYSTEM
7 Supriyo Bose (CSE)

APONIAR SOLUTIONS
8 Md Hasnain Reza (CSE)
9 Samannway Sil (CSE)

CAPGEMINI
10 Mousina Yasmin (EEE)

CEASEFIRE INDUSTRIES
11 Subhodip Roy (ME)

CLOOUDKAPTAN
12 Monomoy Chowdhury (CSBS)
13 Shruti Tamakhuwala (CSE)
14 Suchetana Mukherjee (CSE)
15 Camellia Ghosh (ECE)
16 Shristy Kumari (ECE)

COGNIZANT
17 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
18 Neha Kumari (CSBS)
19 Poushali Ghosh (CSBS)
20 Somnath Bhakta (CSBS)
21 Sutanu Maity (CSBS)
22 Adarsh Kumar Singh (CSE)
23 Adarsh Tiwari (CSE)
24 Anurag Tiwari (CSE)
25 Aritra De (CSE)
26 Arnab Basak (CSE)
27 Arnab Mondal (CSE)
28 Avik Banerjee (CSE)
29 Avik Sarkar (CSE)
30 Chirantan Mazumdar (CSE)
31 Debarghya Chakravarty (CSE)
32 Diptamoy Mitra (CSE)
33 Diya Biswas (CSE)
34 Hritwick Ghosh (CSE)
35 Ishita Roy (CSE)
36 Joydeep Roy (CSE)
37 Krishnendu Ghosh (CSE)
38 Manjistha Ghosal (CSE)
39 Nilayan Samanta (CSE)
40 Nirvik Garai (CSE)
41 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
42 Onkita Bhattacharyya (CSE)
43 Palak Biswas (CSE)
44 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
45 Priyanka Kothari (CSE)
46 Pubali Kar (CSE)
47 Rajdeep Karmakar (CSE)
48 Raktim Bar (CSE)
49 Ratul Biswas (CSE)
50 Rishu (CSE)
51 Ronit Dutta (CSE)
52 Samannway Sil (CSE)
53 Sayan Khanra (CSE)
54 Sayani Ganguly (CSE)
55 Shivani Kumari (CSE)
56 Shubham Mishra (CSE)
57 Souradeep Dey (CSE)
58 Sourav Chowdhury (CSE)
59 Souvik Chakraborty (CSE)
60 Srija Ghose (CSE)
61 Subhashish Dutta (CSE)
62 Swagata Karmakar (CSE)
63 Tunir Chakraborty (CSE)
64 Amartya Chatterjee (EEE)
65 Anushka Samanta (ECE)
66 Arigna Biswas (EEE)
67 Ariha Khan (ECE)
68 Ayush Chattopadhyay (ECE)
69 Indranil De (ECE)
70 Koustav Maji (ECE)
71 Prakash Biswas (ECE)
72 Priyam Chattoraj (ECE)
73 Priyas Santra (ECE)
74 Sandhya Kumari Chouhan (ECE)
75 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
76 Sayan Pachhal (ECE)
77 Sayantika Chakraborty (ECE)
78 Shekhar Kumar (ECE)
79 Sougata Bhattacharjee (ECE)
80 Srijit Bera (ECE)
81 Subhadeep Dutta (ECE)
82 Suman Bhattacharjee (ECE)

CORELYNX SOLUTIONS
83 Adarsh Kumar Singh (CSE)
84 Chirantan Mazumdar (CSE)
85 Srinjoy Chakravarty (CSE)

DELOITTE
86 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
87 Ananya Das (CSE)
88 Joydeb Kamila (ECE)

ESS DEE ALUMINIUM
89 Anit Kumar (ECE)
90 Anubhab Dey (ECE)
91 Bidisha Ghosh (ECE)
92 Riya Pal (ECE)
93 Tamojit Halder (EE)
94 Tathagata Sarkar (EE)
95 Dipayan Shown(Lateral) (ME)
96 Sk Sahil Ahamed (ME)
97 Supreme Mondal (ME)

GODREJ AND BOYCE
98 Anubhab Dey (ECE)

IBS SOFTWARE
99 Abhrajit Ghosh (CSBS)
100 Diganta Dutta (CSBS)
101 Jayanta Mohapatra (CSBS)
102 Ratul Sur (CSBS)
103 Soumik Samanta (CSBS)
104 Sushmita Paul (CSBS)
105 Sutanu Maity (CSBS)
106 Abeera Malakar (CSE)
107 Angana Das (CSE)
108 Ankita Mukherjee (CSE)
109 Aritrya Senapati (CSE)
110 Avik Sarkar (CSE)
111 Bidisha Chakraborty (CSE)
112 Bishakh Neogi (CSE)
113 Debarun Roy (CSE)
114 Dhrupad Chakraborty (CSE)
115 Ishita Roy (CSE)
116 Jishan Bhattacharya (CSE)
117 Laboni Kundu (CSE)
118 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
119 Onkita Bhattacharyya (CSE)
120 Piyasa Bera (CSE)
121 Prahlad Mondal (CSE)
122 Prateev Bardhan (CSE)
123 Pritha Mukherjee (CSE)
124 Prithwish Kundu (CSE)
125 Priyanka Gupta (CSE)
126 Priyanka Kothari (CSE)
127 Rishu (CSE)
128 Rohit Prasad (CSE)
129 Sayan Bhattacharjee (CSE)
130 Sayan Kundu (CSE)
131 Shibashis Raha (CSE)
132 Shreyasi Chowdhury (CSE)
133 Soumyadeep Das (CSE)
134 Souradeep Dey (CSE)
135 Souvik Chakraborty (CSE)
136 Subhashish Dutta (CSE)
137 Swayamdeepta Das (CSE)
138 Abhigan Banerjee (ECE)
139 Aman Shrivastav (ECE)
140 Ankita Rai (ECE)
141 Ariha Khan (ECE)
142 Biswajit Chakraborty (ECE)
143 Dipam Dey (ECE)
144 Divyansh Pandey (ECE)
145 Jit Ghosh (ECE)
146 Koustav Maji (ECE)
147 Raunak Goswami (ECE)
148 Samrat Mondal (ECE)
149 Sayantika Chakraborty (ECE)
150 Subharghya Manna (ECE)

INDORAMA INDIA
151 Rupsa Sardar (EE)

INFOSYS
152 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)

IPSEN TECHNOLOGIES
153 Debprasad Das (ME)

JYOTI CNC AUTOMATION
154 Asad Ansari (ME)
155 Deep Samanta (ME)
156 Lakhi Roy (ME)
157 Rohit Shaw (ME)
158 Sayan Sinha (ME)
159 Sayantan Sarkar (ME)
160 Shubha Biswas (ME)
161 Shubhrajit Dey (ME)
162 Supratim Halder (ME)

KOVAIR SOFTWARE
163 Harsh Raj (CSE)
164 Palak Biswas (CSE)

KPIT
165 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
166 Abhrajit Ghosh (CSBS)
167 Aditya Prakash (CSBS)
168 Ankit Raj (CSBS)
169 Soumik Samanta (CSBS)
170 Suman Das (CSBS)
171 Sushmita Paul (CSBS)
172 Adarsh Tiwari (CSE)
173 Ananya Das (CSE)
174 Arnab Basak (CSE)
175 Avik Sarkar (CSE)
176 Debarun Roy (CSE)
177 Gaurav Raj (CSE)
178 Ishita Roy (CSE)
179 Jishan Bhattacharya (CSE)
180 Joydeep Roy (CSE)
181 Manjistha Ghosal (CSE)
182 Md Ehtamamul Haque (CSE)
183 Onkita Bhattacharyya (CSE)
184 Pritha Mukherjee (CSE)
185 Priyanka Gupta (CSE)
186 Priyanka Kothari (CSE)
187 Rahul Ghosh (CSE)
188 Ratul Biswas (CSE)
189 Ritwick Ghosh (CSE)
190 Rwitesh Bera (CSE)
191 Sanjana Singh (CSE)
192 Sanjeev Kumar (CSE)
193 Sayan Kundu (CSE)
194 Sayandeep Ghatak (CSE)
195 Sneha Sasmal (CSE)
196 Soham Pal (CSE)
197 Soulina Mondal (CSE)
198 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
199 Sourav Chowdhury (CSE)
200 Souvik Chakraborty (CSE)
201 Srija Ghose (CSE)
202 Srijana Pramanick (CSE)
203 Subhajit Guha (CSE)
204 Subhashish Dutta (CSE)
205 Suvam Sarma (CSE)
206 Swagata Karmakar (CSE)
207 Swayamdeepta Das (CSE)
208 Vishal Kumar Sinha (CSE)
209 Abhigan Banerjee (ECE)
210 Ariha Khan (ECE)
211 Ayantika Dey (ECE)
212 Debangana Mitra (ECE)
213 Debjani Kangsa Banik (ECE)
214 Gairick Majumdar (ECE)
215 Jit Ghosh (ECE)
216 Joy Deb (ECE)
217 Joydeb Kamila (ECE)
218 Kamalika Saha (ECE)
219 Koustav Maji (ECE)
220 Kumar Kashyap (ECE)
221 Megha Ghosh (ECE)
222 Niladri De (ECE)
223 Oindrila Mukherjee (ECE)
224 Partha Das (ECE)
225 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
226 Priyam Chattoraj (ECE)
227 Ritik Raj (ECE)
228 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
229 Sayan Pachhal (ECE)
230 Sayan Sasmal (ECE)
231 Shekhar Kumar (ECE)
232 Shibaji Chattopadhyay (ECE)
233 Shreyasi Chakraborty (ECE)
234 Soujash Biswas (ECE)
235 Subhadip Ghosh Mondal (ECE)
236 Subham Pramanik (ECE)
237 Subharghya Manna (ECE)
238 Subrata Som (ECE)
239 Suman Bhattacharjee (ECE)
240 Sumit Dutta (ECE)
241 Mousina Yasmin (EEE)
242 Someshwar Srimany (EEE)

M.N. DASTUR & COMPANY
243 Abhisek Sen (EE)
244 Animesh Ghosh (ME)
245 Ayan Kumar Mal (ME)

MAXOP ENGG
246 Souradeep Das (ME)

PERSISTENT
247 Rayoti Kar (CSE)
248 Sayani Ganguly (CSE)

ROTODYNE ENGINEERING
249 Debprasad Das (ME)
250 Namala Bhaskar Rao (ME)
251 Pranabesh Dey (ME)

SANMAR GROUP
252 Debojyoti Dutta (ME)
253 Ujjwal Das (ME)

SCS
254 Bidipta Das (CSE)
255 Aditi Das (MCA)
256 Deep Kumar Patra (MCA)

SONODYNE TECHNOLOGIES
257 Anirban Dutta (ECE)
258 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
259 Saswata Biswas (ECE)

TCG DIGITAL SOLUTIONS
260 Ankita Pal (CSBS)
261 Pubali Kar (CSE)
262 Rishav Sarkar (CSE)
263 Tridib Dalui (CSE)

TCS
264 Abeera Malakar (CSE)
265 Abhay Kumar (ECE)
266 Abhigan Banerjee (ECE)
267 Abhishek Anand (CSBS)
268 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
269 Adarsh Kumar Singh (CSE)
270 Adarsh Tiwari (CSE)
271 Aditya Prakash (CSBS)
272 Aditya Prakash (CSE)
273 Angana Das (CSE)
274 Anurag Tiwari (CSE)
275 Arigna Biswas (EEE)
276 Arnab Basak (CSE)
277 Avik Banerjee (CSE)
278 Ayushi Yadav (CSE)
279 Bidipta Das (CSE)
280 Debajyoti Roy (CSE)
281 Debarun Roy (CSE)
282 Dhrupad Chakraborty (CSE)
283 Dibyatanu Das (CSE)
284 Diganta Dutta (CSBS)
285 Dipam Dey (ECE)
286 Divyanshu Prasad (CSE)
287 Gaurav Raj (CSE)
288 Ishita Roy (CSE)
289 Jit Ghosh (ECE)
290 Jitesh Yadav (CSE)
291 Joydeep Roy (CSE)
292 Kamalika Saha (ECE)
293 Kaushik Samanta (CSE)
294 Koustav Maji (ECE)
295 Mayukh Ghosh (CSE)
296 Md Asif Iqbal (CSBS)
297 Md Ehtamamul Haque (CSE)
298 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
299 Onkita Bhattacharyya (CSE)
300 Palak Biswas (CSE)
301 Pallabi Acharyya (CSE)
302 Partha Das (ECE)
303 Piyasa Bera (CSE)
304 Prateev Bardhan (CSE)
305 Pratyay Mondal (CSBS)
306 Rahul Das (CSBS)
307 Rajdeep Chowdhury (EEE)
308 Rajdeep Karmakar (CSE)
309 Raktim Bar (CSE)
310 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
311 Ratul Sur (CSBS)
312 Rishav Kumar Roy (CSBS)
313 Rohit Prasad (CSE)
314 Romit Malakar (CSBS)
315 Sachin Jaiswal (CSBS)
316 Samannway Sil (CSE)
317 Samrat Rakshit (CSE)
318 Sanjana Singh (CSE)
319 Saptarshi Das (CSE)
320 Sayan Kundu (CSE)
321 Sayandeep Ghatak (CSE)
322 Shekhar Kumar (ECE)
323 Shibangshu Ghosh (EEE)
324 Shreyasi Chakraborty (ECE)
325 Sohani Chakraborty (CSBS)
326 Somnath Bhakta (CSBS)
327 Soumyadeep Das (CSE)
328 Souradeep Dey (CSE)
329 Souvik Nath (CSBS)
330 Srijana Pramanic (CSE)
331 Srijit Bera (ECE)
332 Subhadip Layek (CSE)
333 Subhajit Sen (MCA)
334 Subham Kumar Sadhukhan (MCA)
335 Subharghya Manna (ECE)
336 Subhra Bandyopadhyay (ECE)
337 Suman Ghosh (CSBS)
338 Suraj Kumar (ECE)
339 Susmita Saha (CSE)
340 Swagata Bhowmick (MCA)
341 Tushita Naha (CSBS)
342 Ujjwal Kumar (CSBS)
343 Abir Bhowmick (ECE)
344 Abir Mukherjee (ECE)
345 Aditya Kumar Singh (CSBS)
346 Aditya Shrivastava (ECE)
347 Aditya Singh (ECE)
348 Ananna Das (ECE)
349 Ananya Das (CSE)
350 Anirban Dutta (ECE)
351 Anit Kumar (ECE)
352 Ankit Bhattacharjee (ECE)
353 Ankit Kumar (EE)
354 Ankit Manna (CSE)
355 Ankit Raj (CSBS)
356 Ankita Mukherjee (CSE)
357 Ankita Rai (ECE)
358 Anubhab Chattopadhyay (CSE)
359 Anubhab Dey (ECE)
360 Anushka Paul (CSE)
361 Ariha Khan (ECE)
362 Arijit Banerjee (CSE)
363 Aritrya Senapati (CSE)
364 Arkaprava Ghosh (CSE)
365 Avik Banerjee (CSE)
366 Ayandip Saha (ECE)
367 Basudha Das (CSBS)
368 Chirantan Mazumdar (CSE)
369 Debangana Mitra (ECE)
370 Debangshu Biswas (ECE)
371 Debarghya Chakravarty (CSE)
372 Debashis Ghosh (EE)
373 Debasmita Aditya (ECE)
374 Debisha Halder (CSE)
375 Debojyoti Dutta (ME)
376 Debojyoti Ghosh (ECE)
377 Deep Mondal (CSE)
378 Diya Biswas (CSE)
379 Gangitala Pranoy (CSE)
380 Gaurav Kumar (CSE)
381 Gourab Ghosh (ECE)
382 Hrishav Chatterjee (CSE)
383 Indranil De (ECE)
384 Ishita Nandi (MCA)
385 Jayanta Mohapatra (CSBS)
386 Joydeb Kamila (ECE)
387 Jyoti Yadav (ECE)
388 Komal Prasad (ECE)
389 Krishnendu Ghosh (CSE)
390 Laboni Kundu (CSE)
391 Manjistha Ghosal (CSE)
392 Mayukh Roy (CSE)
393 Md Hasnain Reza (CSE)
394 Mehnaj Chowdhury (EEE)
395 Mousina Yasmin (EEE)
396 Namala Bhaskar Rao (ME)
397 Niladri De (ECE)
398 Nilayan Samanta (CSE)
399 Nirjan Pal (ECE)
400 Nirvik Garai (CSE)
401 Oindrila Mukherjee (ECE)
402 Oyshi Roy (MCA)
403 Parijat Samanta (ECE)
404 Partha Pratim Goswami (ECE)
405 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
406 Poulami Mondal (ECE)
407 Poushali Ghosh (CSBS)
408 Prabhat Jha (EEE)
409 Prahlad Mondal (CSE)
410 Pramit Mondal (CSE)
411 Prasun Kr Mondal (CSE)
412 Prit Agarwal (CSE)
413 Pritam Ghosh (EE)
414 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
415 Priyanka Kothari (CSE)
416 Pubali Kar (CSE)
417 Purba Das (ECE)
418 Rahul Ghosh (CSE)
419 Raj Kumar Verma (CSE)
420 Raj Prasad (ECE)
421 Rajopriyo Chanda (CSBS)
422 Ratul Biswas (CSE)
423 Raunak Goswami (ECE)
424 Rayoti Kar (CSE)
425 Riddhiman Ghosh (CSE)
426 Rishav Banerjee (MCA)
427 Rishu (CSE)
428 Riya Pal (ECE)
429 Riya Raj (CSE)
430 Rohit Chakraborty (EEE)
431 Rohit Pandit (CSE)
432 Sagnik Roy (CSE)
433 Sajili Chakraborty (CSBS)
434 Samrat Mondal (ECE)
435 Sanchary Dey (ECE)
436 Santosh Sharma (EE)
437 Saptarshi Ghosh (ECE)
438 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
439 Saswata Biswas (ECE)
440 Saunak Sinha (CSE)
441 Sayan Khanra (CSE)
442 Sayan Pachhal (ECE)
443 Sayan Sasmal (ECE)
444 Sayandev Santra (CSE)
445 Sayantan Ghosh (CSE)
446 Sayantika Chakraborty (ECE)
447 Shamir Uddin (ECE)
448 Shatanira Roy (CSBS)
449 Shivani Kumari (CSE)
450 Shouvik Mondal (EEE)
451 Shrestha Bhar (EEE)
452 Shreya Dhar (CSE)
453 Shreyanka Dan (CSE)
454 Shreyasi Chowdhury (CSE)
455 Shriya Chanda (ECE)
456 Soham Pal (CSE)
457 Soujash Biswas (ECE)
458 Soumadeep Chakraborty (CSE)
459 Soumik Chatterjee (ECE)
460 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
461 Soumyadeep Ghosh (ECE)
462 Soumyadeep Kumar (CSE)
463 Sourav Chowdhury (CSE)
464 Souvik Kundu (EE)
465 Souvik Kundu (EE)
466 Souvik Patra (MCA)
467 Srija Ghose (CSE)
468 Srinjoy Chakravarty (CSE)
469 Subha Kangsabanik (ECE)
470 Subho Roy (CSE)
471 Subrata Chattopadhyay (CSE)
472 Suman Bhowmick (EEE)
473 Sumit Dutta (ECE)
474 Sunayan Kundu (ECE)
475 Sunita Das (ECE)
476 Supriyo Ghosh (ECE)
477 Sushil Kumar Pramanik (CSBS)
478 Sushmita Paul (CSBS)
479 Suvam Sarma (CSE)
480 Swagata Karmakar (CSE)
481 Swastika Kundu (CSE)
482 Swathik Majumder (CSE)
483 Swayamdeepta Das (CSE)
484 Tarique Zafar (CSE)
485 Tripti Bhattacharyya (CSBS)
486 Trisha Ghosh (CSE)
487 Aritra Dutta (ECE)
488 Abhijit Shaw (CSBS)
489 Anirban Jash (CSBS)
490 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)
491 Avik Sarkar (CSE)
492 Bishakh Neogi (CSE)
493 Harsh Raj (CSE)
494 Jishan Bhattacharya (CSE)
495 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
496 Ritwick Ghosh (CSE)
497 Ronit Dutta (CSE)
498 Sayan Bhattacharjee (CSE)
499 Sayani Ganguly (CSE)
500 Sayantan Kuily (CSE)
501 Soham Das (CSE)
502 Someshwar Srimany (EEE)
503 Soulina Mondal (CSE)
504 Soumik Samanta (CSBS)
505 Souvik Chakraborty (CSE)
506 Subhadip Ghosh (MCA)

TPIC
507 Debajyoti Banerjee (CSBS)

TISMO TECHNOLOGY
508 Anirban Ghosh (CSE)
509 Chirantan Mazumdar (CSE)
510 Prit Agarwal (CSE)
511 Shibashis Raha (CSE)
512 Soulina Mondal (CSE)
513 Souradeep Dey (CSE)
514 Souvik Chakraborty (CSE)
515 Subharghya Manna (ECE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
516 Drishita Dutta (EE)
517 Ayush Tiwari (ME)
518 Subhodip Roy (ME)

WIPRO
519 Sweta Saha (CSBS)
520 Anushka Paul (CSE)
521 Supriyo Bose (CSE)
522 Promit Banerjee (ECE)

ZENSAR TECHNOLOGIES
523 Sayan Chatterjee (CSBS)
524 Shreya Das (CSBS)
525 Somindra Narayan Bhaduri (CSE)
526 Srabani Paul (CSE)

Placement Offers 2025-26 @ AOT

ASAHI INDIA GLASS
1 Aniruddha Upadhyay (EEE)
2 Debarghya Debnath (EEE)
3 Subhasish De (ME)

AURANGABAD AUTRO ANCILLARY
4 Alapan Biswas (ME)
5 Amitayu Ghosh (ME)
6 Ankan Sil (ME)
7 Arnab Bairagi (ME)
8 Ashish Mandal (ME)
9 Avishek Pandit (ME)
10 Hritam Das (ME)
11 Koustav Mukherjee (ME)
12 Pradipta Ghosh (ME)
13 Soumyadeep Koley (ME)

BTL EPC LTD
14 Animesh Pal (EE)

CINEVERSE INDIA
15 Ayon Roy (CSBS)
16 Debanwesa Bandhu (CSE)
17 Mayukh Chakraborty (CSE)
18 Munmun Bhuin (CSE)
19 Nikita Shaw (CSE)
20 Prashant Kumar (CSE)
21 Rohit Banik Mazumder (CSE)
22 S.Khushbu (CSE)
23 Soumili Basu (CSE)
24 Supratik Dey (CSE)

CLOUDKAPTAN
25 Harshit Kumar Das (CSE)
26 Ritankar Jana (CSE)
27 Tiyas Biswas (CSE)
28 Debabrata Mukherjee (ECE)
29 Debanjan Muhuri (ECE)
30 Soumyadip Ganguly (ECE)
31 Suman Pal (ECE)
32 Swarnab Banerjee (ECE)
33 Swarupa Das (ECE)

COGNIZENT
34 Akash Das (CSBS)
35 Ashmita Dutta (CSBS)
36 Ayon Roy (CSBS)
37 Ishita Sadhukhan (CSBS)
38 Kuheli Biswas (CSBS)
39 Pritika Bhar (CSBS)
40 Saswata Sinha (CSBS)
41 Sinjini Ghosh (CSBS)
42 Snehadrita Seth (CSBS)
43 Soumabha Dey (CSBS)
44 Souvik Mazumder (CSBS)
45 Subhamoy Sarkar (CSBS)
46 Subhasish Das (CSBS)
47 Swarnadeep Roy (CSBS)
48 Abhijan Majee (CSE)
49 Adrita Chatterjee (CSE)
50 Agniv Ghosh (CSE)
51 Akash Roy (CSE)
52 Amit Karmakar (CSE)
53 Ananya Sadhukhan (CSE)
54 Aniket Raj (CSE)
55 Animesh Gandhi (CSE)
56 Animesh Sarkar (CSE)
57 Ankur Gattani (CSE)
58 Anshu Das (CSE)
59 Anurupa Roy (CSE)
60 Arnab Charit (CSE)
61 Arnab Nandi (CSE)
62 Arpan De (CSE)
63 Ashar Imam (CSE)
64 Atreyee Bose (CSE)
65 Bibhab Mukhopadhyay (CSE)
66 Bineet Chattopadhyay (CSE)
67 Bishal Karmakar (CSE)
68 Debanjana Jha (CSE)
69 Debasmita Goswami (CSE)
70 Dhiraj Singh (CSE)
71 Dipankar Garu (CSE)
72 Dipanwita Biswas (CSE)
73 Diptanshu Mahish (CSE)
74 Diti Banerjee (CSE)
75 Esa Sarkar (CSE)
76 Harshit Kumar Das (CSE)
77 Jyotirmoy Baidya (CSE)
78 Madhusree Dhar (CSE)
79 Mohammad Adnan (CSE)
80 Moitreyo Chakraborty (CSE)
81 Mriganka Patra (CSE)
82 Nirmalya Dhara (CSE)
83 Oindrila Sur (CSE)
84 Om Chatterjee (CSE)
85 Pradyumna Ghoshal (CSE)
86 Pratyush Mahapatra (CSE)
87 Priti Karmakar (CSE)
88 Rajdeep Maulik (CSE)
89 Ravish Thakur (CSE)
90 Riddhika Chowdhury (CSE)
91 Ridhi Singh (CSE)
92 Ridhika Joshi (CSE)
93 Rima Saha (CSE)
94 Ritam Bhattacharya (CSE)
95 Ritushree Das (CSE)
96 Riyanko Mondal (CSE)
97 Sagar Kumar Choudhary (CSE)
98 Sampurna Dan (CSE)
99 Sandhita Roy (CSE)
100 Sanga Pal (CSE)
101 Saptak Samaddar (CSE)
102 Sayan Mukherjee (CSE)
103 Sejadri Banik (CSE)
104 Shinjini Bose (CSE)
105 Shruti Jha (CSE)
106 Soham Bhowmick (CSE)
107 Soham Patra (CSE)
108 Soumen Dey (CSE)
109 Soumit Srimany (CSE)
110 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
111 Sourya Saha (CSE)
112 Souvic Bera (CSE)
113 Souvik Ray (CSE)
114 Souvik Roy (CSE)
115 Subha Nayak (CSE)
116 Subhrodeep Kar (CSE)
117 Subhronil Saha (CSE)
118 Sulagna Hore (CSE)
119 Supratik De (CSE)
120 Supratik Dey (CSE)
121 Swastik Sanyal (CSE)
122 Titli Basu (CSE)
123 Akash Mondal (ECE)
124 Alok Mishra (ECE)
125 Aniket Singh (ECE)
126 Aninda Banerjee (ECE)
127 Ankit Swain (ECE)
128 Ankita Banerjee (ECE)
129 Ankita Kar (ECE)
130 Aritra Chakraborty (ECE)
131 Asmita Roy (ECE)
132 Avantika Hatai (ECE)
133 Barsha Thakur (ECE)
134 Debajyoti Bandyopadhyay (ECE)
135 Debjyoti Karmakar (ECE)
136 Dipanjana Mukherjee (ECE)
137 Diya Chattopadhyay (ECE)
138 Jayantika Deb (ECE)
139 Krishanu Bandyopadhyay (ECE)
140 Nilesh Kumar (ECE)
141 Partha Basak (ECE)
142 Rahul Paul (ECE)
143 Sabreen (ECE)
144 Sagnik Ray (ECE)
145 Senjuti Das (ECE)
146 Soham Sarkar (ECE)
147 Souhardya Bhattacharyya (ECE)
148 Soumyadip Saha (ECE)
149 Sourish Dey (ECE)
150 Sreoshi Mukherjee (ECE)
151 Sreyosi Majumdar (ECE)
152 Sudeshna Kundu (ECE)
153 Sudipta Das (ECE)
154 Suman Pal (ECE)
155 Suparna Mukhopadhyay (ECE)
156 Tushti Chakraborty (ECE)
157 Kishalaya Kundu (EE)
158 Sourav Manna (EE)
159 Vishal Agarwal (EE)
160 Abhishek Singh (EEE)
161 Annayasha Sil (EEE)
162 Aranya Banerjee (EEE)
163 Moupriya Sadhukhan (EEE)
164 Pradipta Chakraborty (EEE)
165 Sahil Kumar Singh (EEE)
166 Sahil Tiwari (EEE)
167 Samayita Chatterjee (EEE)
168 Sk Sweta (EEE)
169 Niladri Chakraborty (MCA)

CORELYNX TECHNOLOGIES
170 Sejadri Banik (CSE)
171 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
172 Supratik De (CSE)

ECODEA PROJECTS & CONTROL
173 Arit Mitra (EE)
174 Rupam Dutta (EE)
175 Tamal Das (EE)
176 Surajit Mondal (ME)

GE
177 Avik Sen (ECE)

GODREJ ENTERPRISES GROUP
178 Aditya Raj (ECE)
179 Joydip Saw (ECE)
180 Mehar Zeya (EEE)
181 Soumyajeet Dutta (ECE)
182 Abir Saha (CSE)
183 Trisha Ghosh (CSE)
184 Dipayan Chatterjee (ECE)
185 Oitree Deb (ECE)
186 Shibadri Sarkar (ECE)

GRINDWELL NORTON LTD.
187 Saransh Rathore (ME)

HALDIA PETROCHEMICALS
188 Anurupa Roy (CSE)

HCLTech
189 Biman Kumar Das (CSE)
190 Debojyoti Bhattacherjee (CSE)
191 Deep Bhattacharyya (CSE)
192 Sayak Nandy (CSE)
193 Abir Kumar Nandi (ECE)
194 Debapriya Banerjee (ECE)
195 Neeharika Saha (ECE)
196 Tanisha Saha (ECE)

INDORAMA INDIA
197 Jayanta Kumar Bag (ME)
198 Pritam Kundu (EE)

KEROSS
199 Ankit Paul (CSE)
200 Arpan Seal (CSE)
201 Diti Banerjee (CSE)
202 Sarbik Mal (CSE)

KREETI TECHNOLOGIES
203 Sejadri Banik (CSE)

MINDTECK
204 Krishnendu Dey (CSE)
205 Nabakumar Banerjee (CSE)
206 Ritankar Jana (CSE)
207 Sanjukta Mandal (CSE)
208 Titli Basu (CSE)
209 Souvik Dutta (ECE)
210 Swarupa Das (ECE)

POLYCAB INDIA
211 Ayan Chatterjee (EE)
212 Rahul Baneerjee (EEE)
213 Sudip Halder (EEE)

SKIPPER
214 Aninda Kumar Biswas (EE)
215 Krishanu Sarkar (EE)
216 Rohan Kumar Mandal (EE)
217 Souradip Das (EE)

SMARTRECON TECHNOLOGIES
218 Arka Kundu (CSE)
219 Shreya Bhattacharya (CSE)
220 Namrata Biswas (ECE)

TCS
221 Akash Das (CSBS)
222 Ankit Kumar (CSBS)
223 Anmol Shukla (CSBS)
224 Anubhav Mandal (CSBS)
225 Anurag De (CSBS)
226 Ashmita Dutta (CSBS)
227 Ayishik Das (CSBS)
228 Debjit Mukhopadhyay (CSBS)
229 Diptangshu Chowdhury (CSBS)
230 Gautam Nag (CSBS)
231 Ishani Roy (CSBS)
232 Kuheli Biswas (CSBS)
233 Palak Jha (CSBS)
234 Pritika Bhar (CSBS)
235 Rajpratim Dey (CSBS)
236 Rishika Neogi (CSBS)
237 Rounak Sen (CSBS)
238 Saswata Sinha (CSBS)
239 Sinjini Ghosh (CSBS)
240 Snehadrita Seth (CSBS)
241 Soumabha Dey (CSBS)
242 Soumyajit Mondal (CSBS)
243 Subhamoy Sarkar (CSBS)
244 Swarnadeep Roy (CSBS)
245 Abhijan Majee (CSE)
246 Sachin Kumar Mahato (CSE)
247 Anish Prasad Sonar (ECE)

TEOCO CORPORATIONS
248 Ankita Pal (CSE)
249 Biman Kumar Das (CSE)
250 Dibyasree Das (CSE)
251 Koustav Chatterjee (CSE)
252 Mayukh Chakraborty (CSE)
253 Priti Karmakar (CSE)
254 Sayantan Manna (CSE)
255 Soumili Basu (CSE)
256 Souvik Ray (CSE)
257 Supratik Dey (CSE)
258 Suvoneel Basu Roy Chowdhury (CSE)
259 Prayas Samanta (ECE)
260 Rahul Shrivastava (ECE)

TISMO TECHNOLOGY SOLUTIONS
261 Soumabha Dey (CSBS)
262 Soumit Srimany (CSE)
263 Sourya Saha (CSE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
264 Prabuddha Bhattacharyya (EE)

More placement details are displayed on AOT website

RESPONSIVE GOVERNANCE

Dr. Dilip Bhattacharya
Former Professor, Dept. of E&EC Engg., IIT Kharagpur

Prof. Ravikumar Bhaskaran
Former Dean Continuing Education & Professor in Charge T&P, IIT Kharagpur

Mr. Sambuddha Deb
An Alumnus of IIT Kharagpur & IIM Ahmedabad, Strategic Adviser & Former Executive Vice-President, Wipro Technologies

Dr. Arun Kumar Majumdar
Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Anupam Basu
Former Director, National Institute of Technology, Durgapur & Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Dilip Kumar Pratihar
Professor, Dept. of Mechanical Engg. & Associate Dean (FoBTBS), IIT, Kharagpur

Dr. Partha Pratim Das
Professor, Department of Computer Science and Founding Director, Center for Data Science and Analytics Ashoka University & Former Professor, Department of Computer Science & Engineering, IIT Kharagpur

Prof. Anindita Banerjee
Co-founder & Chairman Trustee, Academy of Technology

www.aot.edu.in

Many more companies are yet to visit the campus for recruitment of 2025-26.
Keep visiting our website for latest updates.

Academic Programmes:
B. Tech (4 yrs) & B. Tech Lateral (3 yrs) in CSE (AI & ML), CSE, CSBS*(Computer Science & Business Systems), ECE, EE, EEE & ME / MCA (2 yrs)

*industry relevant computer science programme launched by TCS

Campus: G. T. Road, PO: Aedconagar, Adisaptagram, Hooghly-712121, West Bengal

Admission Enquiry Call: +91 98310 21706 / +91 98310 21641 / +91 98310 20853 / +91 98310 24851

বড়দের মতো পরীক্ষা দেবে ছোটরাও

হরষিত সিংহ

মালদা, ২৫ অগাস্ট : যেখানে ইচ্ছে বসে নয়, পরীক্ষা দিতে হল নির্দিষ্ট ঘরের নির্দিষ্ট আসনেই বসেই। প্রাথমিক স্কুলে এমনটা হয়তো এতদিন হয়নি। পরীক্ষার ভয়ভীতি দূর করতে ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে এবার জেলার ১০০টি স্কুলে অভিনব উদ্যোগ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের। পরীক্ষা শুরুর আগে স্কুল গেটের সামনে টাঙানো তালিকা দেখে ঘরে প্রবেশ পরীক্ষার্থীদের। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় কোথাও গোলাপ ফুল আবার কোথাও লাড্ডু দেওয়া হল পরীক্ষার্থীদের।

তারপর রুম নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরের নির্দিষ্ট আসনে বসে এই প্রথম পরীক্ষা দিল প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা। যদিও পড়ুয়াদের সহযোগিতার জন্য সঙ্গে ছিলেন অভিভাবকরা। ঠিক যেমনটা হয় মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়। আবার অভিভাবকদের বসার জন্য আলাদা কর্নার করা হয়েছিল। পরীক্ষা চলাকালীন ছেলেমেয়ের জন্য সেখানে বসে অপেক্ষা করছিলেন অভিভাবকরা।

মালদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারপার্সন বাসন্তী বর্মন বলেন, 'শিশুবান্ধব মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। পড়ুয়াদের মধ্যে পরীক্ষার ভয় দূর করতে এমন উদ্যোগ। জেলার ১০০টি স্কুলে এই এমন সুব্যবস্থা করা হয়েছে। আশা করছি অনেকটাই লাভবান হবে পড়ুয়ারা।'

এর আগে জেলার ১০টি স্কুলে এমন পরীক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ শিশুবান্ধব মূল্যায়ন কেন্দ্র করা হয়েছিল। এবার জেলার সমস্ত সার্কেলের ১০০টি স্কুলে করা হয়েছে। পরীক্ষা কনারগুলিকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। যা দেখে পড়ুয়াদের মনোবল বাড়বে। অভিভাবক সনেকা সরকার বলেন, 'ওরা পরীক্ষা যেন ভালোভাবে দিতে পারে তাই এমন উদ্যোগ। বেশ ভালো লাগছে। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে কোনও ভয় পাবে না আশা করছি।'

মালদা জেলায় মোট প্রাথমিক স্কুল ১৯৪২টি। প্রথম ধাপে সমস্ত স্কুলগুলিতে শিশুবান্ধব মূল্যায়ন কেন্দ্র তৈরি সম্ভব নয়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের তরফে ধাপে ধাপে এমন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনাল প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বপন সরকারের কথায়, 'খুদে পড়ুয়াদের নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। উঁচু ক্লাসের অনুকরণে প্রাথমিকের পরীক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বোর্ডের পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের রুম নম্বর খুঁজে তারপর আসন নম্বর খুঁজে পরীক্ষায় বসতে হয়। এমন ব্যবস্থা হঠাৎ করে শুরু হওয়ায় বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরে পড়ুয়ারা অনেক সময় ভয় পেয়ে যায়। তাই এই ভয় আগে থেকেই দূর করতেই অভিনব উদ্যোগ। এই উদ্যোগ এখনও পর্যন্ত জেলায় সফল। প্রথম পর্যায়ে দশটি স্কুলে করা হয়েছিল। এবার ১০০টি স্কুলে করা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলের এক সহ শিক্ষিকা মিতালি সরকার বলেন, 'এটি একেবারেই অভিনব পদ্ধতি। এতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনেকটাই সুবিধা হবে।'

একশো স্কুলে

পরীক্ষার ভয়ভীতি দূর করতে ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে জেলার ১০০টি স্কুলে অভিনব উদ্যোগ

পরীক্ষা শুরুর আগে স্কুল গেটের সামনে টাঙানো তালিকা দেখে ঘরে প্রবেশ পরীক্ষার্থীদের

রুম নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঘরের নির্দিষ্ট আসনে বসে এই প্রথম পরীক্ষা দিল প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়ারা

একটি দুর্ঘটনা তিনটি পরিবারকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। ফুটবল প্রেম যে তিনটি প্রাণ কেড়ে নিতে পারে তা বিশ্বাস করতে পারছে না মাধাইপুর। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে এখনও পুলিশ স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে না পারলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকেই বাসের চালককে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে পুলিশের দেরি করে আসা ও আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি না পাওয়ায় তিনজনের মৃত্যু হয়। এদিকে দুর্ঘটনায় এতগুলো প্রাণ চলে গেলেও খেলা বন্ধ রাখেনি কর্তৃপক্ষ।

কাঠগড়ায় বাসচালক

অনুপ মণ্ডল ও সৌরভ রায়

বুনিয়াদপুর, ২৫ অগাস্ট : ২৪ ঘণ্টা পরেও অজানা দুর্ঘটনার কারণ। তেমনভাবেই অধরা দুই গাড়ির চালক। তবে অতিরিক্ত গতি এবং একটি গাড়ির সামনে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার মালদাগামী বাসটি চলে আসায় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। রবিবার সন্ধ্যায় বুনিয়াদপুর ও ঠেঙ্গাপাড়ার মাঝে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের জামবাগান এলাকায় সরকারি বাসের সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এবং ওই সময়ই দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ির সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষ ঘটায় মৃত্যু হয় মালদার মাধাইপুরের তিন ফুটবলপ্রেমীর। মৃতদের মধ্যে আশিক শেখ ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। বাকি দুজন হলেন এজাজুল হক (৩৫) ও আমির সোহেল (৩২)। ঘটনায় জখম আটজন চিকিৎসাধীন। প্রত্যেকেই ফুটবল খেলা দেখতে ঠেঙ্গাপাড়ায় যাচ্ছিলেন।

পথ দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যুর জেরে সোমবারও শোকস্তব্ধ মালদার মাধাইপুরের মতো দক্ষিণ দিনাজপুরের জামবাগান এলাকা। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছাতে না পারলেও, জামবাগান এলাকার অনেকেই প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর চালককে দায়ী করছেন। ঘটনার পর বাসের আহত যাত্রীরা আশ্রয় নিয়েছিলেন সুফিয়া খাতুনের বাড়িতে। তিনি বললেন, 'ওই যাত্রীরা বলছিলেন, তাঁদের বাসের চালক। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর পাশাপাশি নিষেধ করা সত্ত্বেও মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন।'

দুর্ঘটনাগ্রস্ত এনবিএসটিসির বাস। -সংবাদচিত্র

সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান এনবিএসটিসি'র বালুরঘাট ডিপো ইনচার্জ অশোক চক্রবর্তী। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, বুনিয়াদপুরের দিক থেকে একটি পিকআপ ও মাধাইপুরের গাড়িটি গঙ্গারামপুরের দিকে যাচ্ছিল। পিকআপটিকে পাশ কাটিয়ে মাধাইপুরের ফুটবলপ্রেমীদের গাড়িটি এগিয়ে যেতেই উল্টোদিক থেকে আসা মালদাগামী এনবিএসটিসি'র বাসটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছাতে দেরি করেছে বলেও অনেকের অভিযোগ। যার প্রতিবাদে রবিবার রাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, পুলিশ দেরিতে পৌঁছানোয় এবং হাত দেখানোর পরেও কোনও গাড়ি না দাঁড়ানোয় জখমদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে দেরি হয়। অন্যথায় তিনজনের মৃত্যু ঘটত না। তাঁরা জানান, অনেক চেষ্টার পর বহু কষ্টে আহতদের একটি গাড়িতে তুলে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একসঙ্গে ৯ জন রক্তাক্ত এবং দুটি মৃতদেহ হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার পর ফিরতি পথে সেই গাড়িটিও দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, দুর্ঘটনার কবলে পড়া তিনটি গাড়িকে বংশীহারী থানার পুলিশ আটক করেছে। তবে, এনবিএসটিসি'র বাসের চালক ও পিকআপের চালককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য। জখমদের একজনকে রাতেই কলকাতায় ও একজনকে শিলিগুড়ির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে দুজন, রায়গঞ্জ হাসপাতালে একজন এবং মালদা জেলা হাসপাতালে তিনজন চিকিৎসাধীন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মাধাইপুরের গাড়ির চালক কার্তিক ঘোষও।

এদিকে, ঠেঙ্গাপাড়া মাঠে খেলা চলাকালীন মালদা থেকে আসা ফুটবলপ্রেমীদের দুর্ঘটনার খবর মাঠে পৌঁছালেও কর্তৃপক্ষ খেলা বন্ধ রাখেননি। তবে ঠেঙ্গাপাড়া ফুটবল কমিটির সম্পাদক কুলদেব প্রামাণিক জানান, তাঁরা এক মিনিটের জন্য লাইট বন্ধ রেখে নীরবতা পালন করেন। জানা গিয়েছে, মালদা জেলার যাত্রাডাঙ্গা এসসি দলের খেলা দেখার জন্য মাধাইপুরের ফুটবলপ্রেমীরা ঠেঙ্গাপাড়া মাঠে আসছিলেন। যাত্রাডাঙ্গা দলের গোলরক্ষক শাহরুখ খান বলেন, 'প্রথম ম্যাচে আমরা জয়লাভ করলেও দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরে দ্বিতীয় ম্যাচ হেরে যাই। এরপর সারারাত হাসপাতালে থাকি। মন থেকে মেনে নিতে পারছি না ঘটনাটি।'

জমছে ক্ষোভ

তিনটি গাড়ি আটক করলেও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি দুই চালককে

পুলিশ আগে পৌঁছালে তিনজনের মৃত্যু হত না, দাবি জামবাগানের বাসিন্দাদের

জখমদের মধ্যে একজনকে শিলিগুড়িতে এবং আরও একজনকে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে

তিন ফুটবলপ্রেমীর মৃত্যুতেও খেলা চলেছে ঠেঙ্গাপাড়া মাঠে, জখমদের পাশে মালদার দল

আশিক নেই, বিশ্বাস হচ্ছে না মায়ের

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ২৫ অগাস্ট : তিনটি বাড়ির মধ্যে দূরত্ব কম নয়। কিন্তু একটি ঘটনা তিনটি পরিবারকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। প্রত্যেকটি বাড়িতেই স্বজন হারানোর শোক, সব হারানোর যন্ত্রণা আর্তনাদ। ফুটবল প্রেম এভাবে তিনটি প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, বিশ্বাসই করতে পারছে না মালদার মাধাইপুর। আরও কয়েকজনের সঙ্গে রবিবার ফুটবল খেলা দেখতে বংশীহারীতে যাচ্ছিল তিনজন। ঠেঙ্গাপাড়ার তিনটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আশিক শেখ, এজাজুল শেখ ও আমির সোহেলের। জখম আরও আটজন চিকিৎসাধীন।

নিজেকে ফুটবলার হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন সবসময় সযত্নে আগলে রাখত ১২ বছরের আশিক। তাই কোথাও ফুটবল খেলার কথা কানে এলেই ছুটে চলে যেত মাঠে। তবে পড়াশোনার সময় দূরে সরিয়ে রাখত ফুটবল ভাবনাকে। শিক্ষকদের কথায়, ফুটবল এবং পড়াশোনা, দুটি বিষয়ের প্রতি সমান যত্নবান ছিল ষষ্ঠ শ্রেণির আশিক। তার মৃত্যুতে স্কুল যাওয়ার পথে আশিকের বাড়িতে ভিড় জমান এঞ্জার হাইস্কুলের শিক্ষকরা। আশিকের বাবা কামাল শেখ পেশায় দিনমজুর। ছেলেকে হারিয়ে দিশেহারা। কোনওরকমে বললেন, 'ফুটবল খেলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। যেখানেই খেলা হত, বড়দের সঙ্গে দেখতে চলে যেত। আর্থিক অনটনের কারণে কোনও ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করতে পারিনি।' মা রোজিনা বিবি এবং দিদি আশিকা খাতুনের অসহায় দৃষ্টি আকাশের দিকে।

স্বজন হারানোর শোকে পরিবারের সদস্যারা। মাধাইপুরে।

> ফুটবল খেলার প্রতি দারুণ ঝোঁক ছিল। যেখানেই খেলা হত, বড়দের সঙ্গে দেখতে চলে যেত। আশিকের স্বপ্ন ছিল বড় ফুটবলার হবে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে কোনও ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করতে পারিনি।
>
> **কামাল শেখ,** মৃত আশিকের বাবা

ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে হতবাক মাধাইপুরেরই এজাজুল ও আমিরের পরিবারও। রবিবার পথ দুর্ঘটনায় আশিকের সঙ্গে প্রাণ গিয়েছে এই দুজনেরও। এজাজুল ও আমির, দুজনই পরিবারের আয়ের ভরসা। পেশায় দিনমজুর এজাজুলের পরিবারে মা ও স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে দুই সন্তান। পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান আমিরের পরিবারে রয়েছেন মা, স্ত্রী এবং দুই সন্তান। রোজগেরে ছেলে হারিয়ে দুটি পরিবারই আজ নিঃস্ব। ফুটবল প্রেম এভাবে জীবন কেড়ে নিতে পারে, বিশ্বাস হচ্ছে পরিবার দুটিরও।

স্থানীয় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জাকির হোসেনের বক্তব্য, 'এমন মৃত্যু শুধু তিনটি পরিবারের ক্ষতি নয়, একটি গ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি। তিনটি পরিবারকে সবধরনের সাহায্য করা হবে। সমস্ত গ্রামবাসী পরিবারগুলির পাশে রয়েছেন।' একই আশ্বাস দিয়েছেন আরও এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবদুল সালাম।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা।। বাগডোগরার কাছে সাইভিটা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অমিত সরকার।

ক্লাবের জন্য দোকান উচ্ছেদ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : রায়গঞ্জ থানার বড়ুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কানাইপুর এলাকায় অণিমা সাহা চায়ের দোকান চালান। তিনি ছাড়াও এলাকার আরও কিছু বাসিন্দার এখানে অস্থায়ী দোকান রয়েছে। তবে অণিমা বাদে বাকিদের দোকান পাকা। অণিমা দোকান পাকা করতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা তাতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। তাঁরা সেখানে একটি ক্লাব গড়তে সচেষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘাসফুল শিবির অভিযোগ মানতে চায়নি। গত রবিবার দোকান নির্মাণ ঘিরে গণ্ডগোল হয়। তারপর থেকে অণিমার দোকানটি বন্ধ রয়েছে। রায়গঞ্জ থানার পুলিশ সোমবার ঘটনাস্থলে গিয়ে দু'পক্ষের অভিযোগ শোনে। তবে পুলিশের তরফে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

অভিযুক্ত শাসকদল

অণিমা দেবীর মেয়ে মৌসুমি সাহার অভিযোগ, 'মা এখানে ৩০ বছর চায়ের দোকান করছেন। আমরা কাজ শুরু করতেই এলাকার চার-পাঁচজন তরুণ দোকান দখল করতে আসে। এখানে ক্লাব করা হবে বলে তারা জানায়। দাদা বাধা দিতে গেলে তাঁর গায়ে হাত তোলা হয়। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। কিন্তু তৃণমূল পুলিশ ও বাসিন্দাদের ভুল বুঝিয়েছে। মহিলাদের ডেকে আন্দোলন করাচ্ছে। এ নিয়ে আমরা খুবই আতঙ্কিত।'

তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ননীগোপাল বর্মন বলেন, 'দেবোত্তর জমির ওপর পাঁচটি অস্থায়ী দোকান রয়েছে। কিন্তু ওই মহিলা কাউকে কিছু না জানিয়েই নিজের দোকান পাকা করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাই ওই কাজে বাধা দিয়েছেন। ক্লাব করা হবে বলে দলের তরফে কেউ তাঁকে বাধা দেয়নি।' অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে ওই তৃণমূল নেতা জানিয়েছেন।

খাঁপুর মোড়ে বাড়িতে আগুন

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : নাজিরপুর পঞ্চায়েতের খাঁপুর মোড়ে সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ মঙ্গল সোরেন নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে আচমকাই আগুন লাগে। শর্টসার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান। মুহূর্তের মধ্যে ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আসবাবপত্র, টিভি সহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে পতিরাম ফায়ার ব্রিগেডের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলকর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি বলেই জানা গিয়েছে। কোনও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।

স্কুলে জেনারেটর

সামসী, ২৫ অগাস্ট : মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী তাঁর বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা অর্থ বরাদ্দে গোবিন্দপাড়া হাইস্কুলে সোমবার একটি জেনারেটর প্রদান করেন। চাঁচল-২'এর বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি মহম্মদ মোস্তফা, ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক রামরঞ্জন সরকার প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিধায়ক বলেন, 'বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে দেওয়া অর্থ ব্যয় করে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে জেনারেটর দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। এতে পঠনপাঠনে আরও গতি বাড়বে আশা করি। পরবর্তীতে এই স্কুল থেকে জেলা কিংবা রাজ্য স্তরে ছাত্রছাত্রীরা সুনাম অর্জন করবে বলে আশা করছি।'

মুসকানের মৃত্যুতে পরিবারে কান্নার রোল মালতীপুরে। -সংবাদচিত্র

বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৫ অগাস্ট : ভিনরাজ্যে বহুতল থেকে পড়ে মারা গেলেন বাংলার এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিক। মৃতার নাম মুসকান খাতুন (২০)। রবিবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ এমন ঘটনা হয়। সোমবার ময়নাতদন্তের পর দেহ নিয়ে পরিবারের সদস্যরা বুধবার বাড়িতে পৌঁছাবে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মুসকানের বাড়ি চাঁচল-২ ব্লকের মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাদেবী ফকিরপাড়া গ্রামে। সামসী ভাগডাঙ্গা গ্রামের সাজু শেখের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁদের ১ বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে।

দেড় মাস আগে মুসকান, তাঁর স্বামী সাজু শেখ, বাবা তৌহিদ শেখ (তোকরা), মা তনুজা খাতুন, ও মেয়েকে নিয়ে সকলে চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজে যান। শুধু মুসকানের ছোট বোন মুসকি খাতুন (১৫) বাড়িতে রয়েছে। সে জিএসএ হাই মাদ্রাসায় নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে।

স্বামী সাজু শেখের কথায়, 'চোখের সামনে আমার স্ত্রী মুসকান মারা গেল। অথচ আমি বাঁচাতে পারলাম না। মেয়ে আলিশাকে কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না।' রবিবারে বাবা, মা ও স্বামীর সঙ্গে একটি বহুতলে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন মুসকান। কাজের অবশিষ্ট কিছু নীচে ফেলতে গিয়ে ৮ তলা ওই বহুতল থেকে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। রক্তাক্ত অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসকরা মুসকানকে মৃত বলে জানান।

গ্রামের এক তরুণ রবিউল ইসলামের বক্তব্য, 'মুসকান গরিব ঘরের মেয়ে। মুসকানের বাবা, মা, স্বামী পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। পরিবারের অভাব কিছুটা হলেও মিটবে এই আশা নিয়ে মুসকানও দেড় মাস আগে স্বামীর সঙ্গে চেন্নাইয়ে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।'

মুসকানের বাবা তৌহিদ শেখ (তোকরা) এভাবে মেয়ের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন। তিনি জানালেন, মেয়েটা এভাবে চলে যাবে তা কল্পনাও করিনি।

চাঁচল-২ বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী বলেন, 'ওই এলাকার যে মহিলা পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সেই মুসকানের পরিবার যেন সরকারের পরিবার কল্যাণ সহায়তা প্রকল্পে আর্থিক অনুদান পায় সেটি দেখা হবে। তবে আপাতত ওই পরিবারকে ব্লক প্রশাসনের তরফে ত্রাণ দেওয়া হবে।'

মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী মুসকানের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি সমস্ত সরকারি সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিছু আর্থিক সাহায্য করবেন বলে জানালেন।'

অপরদিকে, মালতীপুর বিধানসভার মহারাজপুর অঞ্চলের রাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা দুলাল হক (৩৬) কেরলে শ্রমিকের কাজে গিয়ে গত বৃহস্পতিবার মারা যান।

রবিবার দুলালের মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। খবর পেয়ে সোমবার দুলালের বাড়িতে যান এলাকার বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। তিনি মৃত পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি আর্থিক সহায়তা করেন। এছাড়াও সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেন বিধায়ক।

দেহ উদ্ধার

কালিয়াগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল কালিয়াগঞ্জে। বিষয়টি বোচাডাঙ্গা পঞ্চায়েতের ফতেপুরের ধামঝা এলাকার। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম জয়দেব দেবশর্মা (৩২), বাড়ি ধামঝা গ্রামে। রবিবার রাতে বাড়িতে কীটনাশক খেয়ে জয়দেব আত্মঘাতী হয়েছেন বলে দাবি আত্মীয়দের।

সোমবার সকালে জয়দেবকে কালিয়াগঞ্জ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্মারকলিপি

গঙ্গারামপুর, ২৫ অগাস্ট : শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সমস্ত শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক, হেলিস্টিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড, পোশাক প্রদান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষা বহির্ভূত কাজে নিয়োগ বন্ধের দাবি সহ মোট ১৭ দফা দাবিতে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির গঙ্গারামপুরের নেতৃত্ব সোমবার গঙ্গারামপুর সদর চক্রের অফিসে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করে। সংগঠনের সম্পাদক অমল রায়, সভাপতি মফিজউদ্দিন মিয়াঁ, অমিতাভ ঘোষ প্রমুখ এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

সাফল্য

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : বালুরঘাট কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রী অন্বেষা সাহা জাতীয় স্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছে। অন্বেষা পতিরামের বাসিন্দা। সম্প্রতি হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত পিএমশ্রী তিরুমালগিরি কেভিএস ন্যাশনাল যোগাসন কম্পিটিশনে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে অল ইন্ডিয়া পর্যায়ে ১৩ নম্বর র‍্যাংক অর্জন করেছে অন্বেষা। অন্বেষার এমন কৃতিত্বে খুশির হাওয়া পরিবার, বিদ্যালয় সহ তার এলাকায়। মা সোমা সাহা জানালেন, মেয়ের সাফল্যে তিনি খুশি।

রক্তদান শিবির

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : জেলায় রক্তসংকট মোকাবিলা করতে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে এল। একমাত্র বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে থ্যালাসিমিয়া কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে। রক্তের অভাবে থ্যালাসিমিয়া রোগীদের বেগ পেতে হয়। তাই রবিবার শহরের প্রাচ্যভারতী এলাকায় ওই সংস্থার সদস্যরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন।

এদিন সেখানে বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০ জন রক্তদান করেছেন।

চিড়ি নদীতে আজও সেতু পেল না লালপুর

বিধান ঘোষ

হিলি, ২৫ অগাস্ট : হিলি থানার লালপুর গ্রামে চিড়ি নদীর ওপরে দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সেতু তৈরির দাবি করে আসছেন চারটি গ্রামের মানুষজন। প্রতিবার নির্বাচনের আগে সেতু তৈরির প্রতিশ্রুতিও পান এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু সেতু আর তৈরি হয় না। বাসিন্দাদের সেতুর আশা অধরাই থেকে যায়।

এদিকে সেতু না থাকায় বর্ষার সময় কয়েক মাস নৌকায় যাতায়াত করতে হয় মানুষজনকে। এমন সমস্যায় ভুগছেন লালপুর, ছাগলট্যাঙ্কি, উত্তর জামালপুর ও শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দারা।

ছাগলট্যাঙ্কি গ্রামের বাসিন্দা জয়মণি পাহান। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ নৌকা করে নদী পেরিয়ে ছাগলট্যাঙ্কি থেকে লালপুর এলাকায় যান। তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমি অসুস্থ। চিকিৎসা করাতে ত্রিমোহিনী যাচ্ছি। ৩০-৪০ বছর ধরে নৌকা করে এভাবেই যাতায়াত করছি। ব্রিজ হবে শুনছি। কিন্তু এখনও তা হয়নি। অবিলম্বে এখানে ব্রিজ চাই।'

লালপুর ও ছাগলট্যাঙ্কি দুটি গ্রামকে যুক্ত করেছে চিড়ি নদী।

সেতু না থাকায় এভাবে নৌকায় যাতায়াত। সোমবার।

লালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে নদী পেরোলেই ছাগলট্যাঙ্কি গ্রাম। এই গ্রাম দুটি ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণপুর, উত্তর জামালপুর গ্রামের মানুষজনও ওই এলাকাগুলিতে যাতায়াত করেন। সেতু না থাকায় যাতায়াতের জন্য ওই এলাকাগুলির বাসিন্দার নৌকাই একমাত্র ভরসা। আর না হলে ওই গ্রামগুলির আড়াই হাজার মানুষকে বিএসএফের শ্রীরামপুর এলাকার রাস্তা দিয়ে ঘুরে আসতে হয়। এতে মানুষের ৩ কিলোমিটার দূরত্ব বাড়ার পাশাপাশি সময়ও অপচয় হয়। পাশাপাশি ওই রাস্তায় বিএসএফের নতুন চৌকি হওয়ায় সন্ধ্যার পরে অনেক বিধিনিষেধও থাকে।

> বর্তমানে আমি অসুস্থ। চিকিৎসা করাতে ত্রিমোহিনী যাচ্ছি। ৩০-৪০ বছর ধরে নৌকা করে এভাবেই যাতায়াত করছি। ব্রিজ হবে শুনছি। কিন্তু এখনও তা হয়নি। অবিলম্বে এখানে ব্রিজ চাই।
>
> **জয়মণি পাহান** ছাগলট্যাঙ্কি গ্রামের বাসিন্দা

নদীর পাড়ে পায়চারি করছিলেন লালপুরের বাসিন্দা দীনেশ মাহাতো। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা দীর্ঘদিন থেকে এখানে সেতু তৈরির জন্য দাবি করে আসছি। জনপ্রতিনিধিরা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেতু তৈরি হয়নি। সেতু হলে ছাগলট্যাঙ্কি, শ্রীকৃষ্ণপুর, উত্তর জামালপুরের বাসিন্দা সহ বিএসএফেরও অনেক কাজের সুবিধা হবে।'

হিলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরস্বতী সরকার মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। মঙ্গলবার লালপুর এলাকায় 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিবির রয়েছে। শিবিরে এলাকার মানুষজনকে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য বলব। আর এভাবেও যদি সেতু তৈরি না হয় তাহলে অন্য কোনওভাবে কাজটি করা যায় কি না সেই বিষয়টি প্রশাসন খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করবে।'

মাছের আশায়।। সোমবার শুকদেবপুরে চয়ন হোড়ের ক্যামেরায়।

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকা

প্রতিবেশীর নামে পাঁচ মাস পর অভিযোগ

বিশ্বজিৎ সরকার

করণদিঘি, ২৫ অগাস্ট : তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। ঘটনায় অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নির্যাতিতা। পাঁচ মাস পর থানায় অভিযোগ দায়ের হল। অভিযুক্ত তরুণের নাম হৃদয় সিংহ। তাঁর বাড়ি ওই নাবালিকার গ্রামেই। যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। খোঁজ চলছে। এদিকে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ায় নির্যাতিতাকে সোমবার পুলিশি পাহারায় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়। করণদিঘি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। যত দ্রুত সম্ভব তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।'

চলতি বছর ১১ এপ্রিল বাড়ির পাশের মাঠে ওই নাবালিকা শৌচকর্ম করতে গেলে তাকে টেনেহিঁচড়ে ভুট্টাখেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত। এরপর দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেলেও মেয়ে বাড়ি ফিরছে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন মা। পরিবারের সদস্যরা খুঁজতে মাঠে যান। সেখানে তাঁরা নাবালিকার ওড়না ও জুতো আবিষ্কার করেন। কিছুটা এগোতেই শুনতে পান কান্নার আওয়াজ। অবশেষে ভুট্টাখেত থেকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় নির্যাতিতাকে উদ্ধার করা হয়।

নাবালিকাকে বাড়িতে নিয়ে এসে পরিবারের সদস্যরা ঘটনা জানতে চাইলে সে সবকিছু গুছিয়ে বলতেও পারেনি। তবে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় একথা বলেছিল। কিন্তু তারপর কী ঘটেছিল তা তার মনে ছিল না। এরপর এক গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়া হলে যৌন নিগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ঘটনার দু'দিন পর গ্রামের সালিশি সভায় অভিযুক্ত তরুণকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ও একাধিক শর্তও ধার্য করা হয়। কিন্তু হৃদয় এলাকায় প্রভাবশালী বলে পরিচিত। টাকা দেওয়া তো দূরের কথা, তিনি একটি শর্তও পূরণ করেননি বলে অভিযোগ।

ন্যক্কারজনক

- তেরো বছরের নাবালিকাকে ভুট্টাখেতে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে
- পাঁচ মাস আগের ওই ঘটনার জেরে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নির্যাতিতা
- এই মুহূর্তে সে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন
- পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে, খোঁজ চলছে অভিযুক্তর

ঘটনার পাঁচ মাস পর রবিবার রাত থেকে হঠাৎই ওই নাবালিকার শরীর খারাপ হতে শুরু করে। বারবার বমি হচ্ছিল। সঙ্গে পেটে তীব্র যন্ত্রণা। তড়িঘড়ি তাকে পরিবারের সদস্যরা করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। পরীক্ষানিরীক্ষার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, নাবালিকা অন্তঃসত্ত্বা। এরপর থানায় অভিযোগ জানানো হলে নাবালিকাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। আল্ট্রাসনোগ্রাফি সহ একাধিক পরীক্ষার পর স্ত্রীরোগ বিভাগের চিকিৎসক জানান, নাবালিকা পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এখন সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে।

গোটা ঘটনা প্রসঙ্গে নাবালিকার মা বলেন, 'আমার মেয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। প্রতিবেশী এক তরুণ ওকে ধর্ষণ করেছিল। মেয়েকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে আসি। মেয়ে সব কথা বলতে পারেনি। তাই আমরা গ্রামীণ চিকিৎসককে দেখিয়ে ওকে সুস্থ করে তুলি। বুঝতে পারিনি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়বে। আমরা অভিযুক্তর শাস্তির দাবি জানাই।' শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারাও।

কালা কারবারের ফাঁদ

বাজারে পাঁচশো টাকার জাল নোট

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৫ অগাস্ট : বাজারে ছড়িয়ে যাচ্ছে ৫০০ টাকার জাল নোটও। বাংলাদেশে ঘাঁটি গেড়ে মালদা করিডর হয়ে দেশজুড়ে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চক্র কাজ যে করছে, তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল। সোমবার কাকভোরে বৈষ্ণবনগর থানার ভগবানপুর দুবড়ি মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে বিপুল পরিমাণ জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সুরজিৎ ঘোষ নামে বছর চব্বিশের ওই তরুণের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকার জাল নোট পাওয়া গিয়েছে। ধৃতের বাড়ি বৈষ্ণবনগরের বীরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানাথটোলা এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুরজিৎ একটি স্কুটি নিয়ে ভোররাতে এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিলেন। তাঁকে পাকড়াও করে তল্লাশি চালাতেই প্রায় ৫০ হাজার টাকার জাল নোট পাওয়া যায়। সবক'টি পাঁচশো টাকার নোট। এত বিপুল পরিমাণ জাল নোট উদ্ধারের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। জেলার গোয়েন্দা শাখাও ঘটনার তদন্তে নামছে।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এই জাল নোটচক্রের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগ থাকতে পারে। তবে সুরজিৎ কোথা থেকে জাল নোটগুলি হাতে পেয়েছিল এবং কোথায় পাচার করত, জেরা করে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বৈষ্ণবনগর-কালিয়াচক সহ সীমান্তবর্তী এলাকায় জাল নোট পাচারের সিন্ডিকেট সক্রিয় রয়েছে। প্রতিদিন এই দালালচক্র নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে। পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে একাধিকবার জাল নোট সহ পাচারকারী ধরলেও মূল চক্রের হদিস এখনও অধরা। এর ফলে সীমান্ত ঘেঁষা ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। এব্যাপারে পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, ধৃতকে জেরা করে জাল নোট পাচারচক্রের রুট ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম বের করে খোঁজার চেষ্টা করা হবে।

মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় জাল টাকার চক্র পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশে দীর্ঘদিন ধরে ছড়িয়ে রয়েছে। মালদার ওপারেই বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ। সেখান থেকেই ভারতবিরোধী গোষ্ঠীর মদতে জাল নোটের কারবার চলে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেখান থেকেই সীমান্ত ও সীমান্ত লাগোয়া এলাকা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভারতে জাল নোট সরবরাহ চলতে থাকে। আবার মোটা টাকার লোভে এদেশের কেউ কেউ ওই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালালেও সেই নজর এড়িয়েই দেদার কারবার চালাচ্ছে চক্রের মাথারা। চলতি বছরের ২৬ জুলাই গুজরাটে জাল নোট কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে বৈষ্ণবনগর থানারই সুখপাড়া এলাকার এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাট এসটিএফ। সে রাজ্যে জাল নোট সংক্রান্ত একটি ঘটনার তদন্তে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হলে তার সঙ্গে তাহিরের নাম উঠে আসে।

বাংলাদেশ-যোগ

- সোমবার ভোরে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক তরুণকে আটক করে
- তাকে পাকড়াও করে দেহ তল্লাশি করতেই প্রায় ৫০ হাজার টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়
- সবক'টি পাঁচশো টাকার নোট ছিল
- গত ২৬ জুলাই গুজরাটে জাল নোট কারবারে যুক্ত থাকার অভিযোগে মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছিল গুজরাট এসটিএফ

ধৃত মাদক পাচারকারীদের নিয়ে পুলিশ। সোমবার।

আড়াই কোটির মাদক বাজেয়াপ্ত

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২৫ অগাস্ট : পৃথক অভিযানে আড়াই কোটিরও বেশি মূল্যের ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। ঘটনায় এক মহিলা সহ ৬ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে কালিয়াচক থানা। ধৃতদের নাম ওয়াহিদুর রহমান (২৪), ইনজামুল হক (২০), রিন্টু শেখ (৪৫), ফুলন সরকার (৩৭), জেনারুল ইসলাম (৪২) ও হাবিবুর রহমান (২৯)। ফুলনের বাড়ি শিলিগুড়ির ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ওয়াহিদুর, ইনজামুল ও রিন্টু কালিয়াচকের শাহবাজপুরের সাধারিটোলার বাসিন্দা। জেনারুল ও হাবিবুরের বাড়ি বৈষ্ণবনগরের গোপালপুরে। সোমবার তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিনই ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়। আদালত ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার ভোরে প্রথম অভিযানটি চালায় ছারকাটোলা এলাকায়। সেখানে হানা দিয়ে একটি টোটো আটক করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় তাতে বসে থাকা দুই মাদক পাচারকারী ওয়াহিদুর ও ইনজামুলকে। তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ১৮টি প্যাকেটে থাকা ১ কেজি ৭২০ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

একই সঙ্গে পুলিশ এদিন অভিযান চালায় সুজাপুর হাতিমারি ময়দান এলাকায়। সেখান থেকে রিন্টু ও ফুলনকে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁদের কাছ থেকে ১০০ গ্রাম মাদক (এমডিএমএ) উদ্ধার হয়েছে। অন্যদিকে, ভোরে শাহাবাজপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে জেনারুল ও হাবিবুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের থেকে ৫১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন যেখানে

- কালিয়াচকে পুলিশের পৃথক অভিযানে বাজেয়াপ্ত ২ কেজি ৩৩৫ গ্রাম মাদক
- মাদক পাচারের অভিযোগে এক মহিলা সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- ব্রাউন সুগার, এমডিএমএ কালিয়াচকে কোথা থেকে ঢুকছে, এতে আর কারা যুক্ত, প্রশ্ন উঠছে

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, মাদক পাচারের অভিযোগে এক মহিলা সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে ব্রাউন সুগার, এমডিএমএ কালিয়াচকে কোথা থেকে ঢুকছে, এতে আর কারা যুক্ত? মাদক কারবারের মূল পান্ডা কারা? খোঁজ পেতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নিখোঁজ ব্যবসায়ী অপহৃত বলে অভিযোগ স্ত্রীর

আজাদ

মানিকচক, ২৫ অগাস্ট : গত শনিবার থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ মানিকচকের এনায়েতপুরের জমি ব্যবসায়ী শেখ আদিল। শনিবার সন্ধ্যায় একটি ফোন পেয়ে তিনি বাড়ি থেকে বেরোন। তারপর ৪৮ ঘণ্টা পেরোলেও বাড়ি ফেরেননি তিনি। মোবাইল বাড়িতে ফেলে যাওয়ায় আদিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না তাঁর পরিবার। রবিবার মানিকচক থানায় নিখোঁজের অভিযোগ জানান শেখ আদিলের স্ত্রী।

সোমবার ওই জমি ব্যবসায়ীর নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে উঠে আসছে অপহরণের অভিযোগ। অভিযোগের তির সহযোগী এক ব্যবসায়ী প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। আদিলের স্ত্রী নাফসারা বিবির দাবি, ব্যবসায়িক লেনদেন নিয়ে বচসার জেরে তাঁর স্বামীকে অপহরণ করেছেন ব্যবসায়ী প্রতিবেশী আবু কায়সার সিদ্দিক ও তাঁর ছেলে।

নাফসারা বলেন, 'ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার স্বামী ২২ লক্ষ টাকা পেতেন কায়সারের কাছে। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার ঝামেলা হলে সালিশি সভা বসে গ্রামে। কিন্তু আমার স্বামীর প্রাপ্য টাকা ফেরত দেননি তিনি। টাকা ফেরত না দেওয়ার উদ্দেশেই হয়তো ওঁকে অপহরণ করা হয়েছে।' স্বামীকে প্রাণে মেরে ফেলার আশঙ্কায় অস্থির হয়ে আছেন নাফসারা।

ব্যবসায়ী শেখ আদিল।

অভিযুক্ত আবু কায়সার সিদ্দিকের বক্তব্য, 'আদিলের স্ত্রী আমার নামে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ তুলছেন। জমি সংক্রান্ত সমস্যা আমরা থানায় বসে মীমাংসা করেছি। আদিল আত্মগোপন করে থেকে আমাদের পরিবারকে মিথ্যে বদনাম করার চেষ্টা করছেন। পুলিশ ওঁর স্ত্রীর মোবাইল চেক করলেই সমস্ত রহস্য ভেদ হয়ে যাবে।'

ছয় দফা দাবি

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : জেলার প্রতিটি ব্লকে সারনা ভবন নির্মাণ, করম আখড়া তথা আদিবাসীদের ধর্মীয় স্থানগুলি সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য সরকারি আর্থিক সাহায্য সহ ৬ দফা দাবিতে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল রাজি পাড়হা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত আদিবাসী সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার জেলা কমিটি। এদিন সংগঠনের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রতিটি করমপুজো কমিটিকে সরকারি আর্থিক অনুদান ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার আবেদন করেছেন।

চারদিন উধাও

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : গোপালগঞ্জ বালুপাড়ার বাসিন্দা রণবীর হালদার ৪ দিন ধরে নিখোঁজ রয়েছেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মোটরসাইকেল নিয়ে বেরিয়ে তিনি বাড়ি ফেরেননি। তাঁর অসুস্থ বাবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শ্বশুর ও ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে ওই তরুণের স্ত্রী পাপড়ি সূত্রধর খোঁজ করেও স্বামীর কোনও হদিশ পাননি। পরে তিনি কুমারগঞ্জ থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রেম ভাঙায় ধর্না কিশোরীর

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : চার বছরের প্রেম। আচমকা সম্পর্ক ছেদ করেছে প্রেমিক। বিয়ে নয়, প্রেম চালিয়ে যাবার দাবিতেই কিশোরের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসল প্রেমিকা। ওই কিশোরীকে এড়াতে, ভিনজেলায় পড়াশোনা করতে যাওয়া প্রেমিক, বাড়ি ফিরে এসেছে। এই খবর পেয়ে সোমবার ভোরবেলা থেকে ওই বাড়ির সামনে ধর্নায় বসে এক কিশোরী। শুধু তাই নয়, দীর্ঘক্ষণ ওই কিশোরের পরিবারের পক্ষ থেকে কেউ ধর্নায় বসা নাবালিকার সঙ্গে যোগাযোগ না করায়, ক্ষোভে বাম হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি বালুরঘাটের অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রামে ঘটেছে। পরে পরিবারের মধ্যস্থতায় বাড়ি ফেরে কিশোরী।

চার বছর ধরে অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশাপাশি দুই গ্রামের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে একসঙ্গে টিউশন পড়ার সুবাদেই ওই কিশোর-কিশোরীর মধ্যে সম্পর্ক হয়। কিন্তু সম্প্রতি ওই কিশোরের পক্ষ থেকে নাকি সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই কিশোর শিলিগুড়িতে পড়াশোনার জন্য চলে যায়। পুলিশ পৌঁছানোর আগেই ওই কিশোরীর বাবা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যস্থতায় ওই কিশোরী বাড়ি ফিরে যায়। প্রেমিকের বাবা বলেন, 'আমার ছেলের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব ছিল তা আমরা জানি। কিন্তু ছেলে এখন পড়াশোনায় মন দিতে চাইছে। মেয়েটি গত দু'মাস ধরে নানাভাবে অত্যাচার করে চলেছে।'

কিশোরীর বাবা বলেন, 'কী হয়েছে, জানি না। ভোরবেলা মেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে আমরা বাড়ি নিয়ে এসেছি।'

নির্দেশ না থাকলেও 'শ্রমশ্রী'র নথিপূরণ

কুশিদা পঞ্চায়েতে অভিযোগ প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাতার ঘোষণা হলেও এখনও স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিওর (এসওপি) দেয়নি প্রশাসন। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরে কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রামপুর গ্রামে প্রকল্পের আবেদনের ফর্ম ফিলআপ চলছে বলে অভিযোগ। যদিও এব্যাপারে কিছুই জানে না হরিশ্চন্দ্রপুর প্রশাসন। ফর্ম পূরণের জন্য টাকাও দাবি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

যদিও ক্ষোভের মুখে পড়ে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয় গ্রাম পঞ্চায়েত। তাতে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে কাজ বন্ধ করার জন্য প্রশ্ন তুলে, পুনরায় চালু করার দাবিতে সোমবার বিক্ষোভ দেখান পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশ। এলাকার বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ জানান, বিষয়টি জানা ছিল না। যাঁরা এধরনের কাজ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হবে।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের বিডিও সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'এখনও শ্রমশ্রী প্রকল্পে কী প্রক্রিয়ায় ফর্ম ফিলআপ হবে, তার গাইডলাইন আমরা পাইনি। ফলে ফর্ম ফিলআপের প্রশ্নই নেই। অভিযোগটি সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি। শ্রমশ্রী প্রকল্পে নথিপূরণের কাজ চালু করার দাবিতে যাঁরা বিক্ষোভ করেছেন, তাঁরা বিষয়টি না জেনেই করেছেন।'

কুশিদায় বিক্ষোভ শ্রমিক এবং তাঁদের পরিবারের। সোমবার।

যদিও কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শামিমা পারভিনের স্বামী মহম্মদ আজহারউদ্দিন পঞ্চায়েতের কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের জন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। অনেক মানুষ না বুঝে তথ্যও দিচ্ছেন। ফর্ম ফিলআপের জন্য ২০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

এই নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় আচমকা ফর্ম ফিলআপ বন্ধ করে দেন পঞ্চায়েতের কর্মীরা। এতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার সাধারণ মানুষ। তাঁদের দাবি, পুনরায় ফর্ম ফিলআপ শুরু করতে হবে। পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী আজহারউদ্দিন অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'আসলে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে ফর্ম ফিলআপে অনেকের নাম বাদ পড়ায় সেই তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পের জন্য আগাম তথ্য নিচ্ছিলাম যাতে নির্দেশিকা জারি হলে প্রথমেই আমাদের পঞ্চায়েত কাজটা করতে পারে। টাকা নেওয়ার অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

বিক্ষোভে শামিল এক শ্রমিক ইন্তাজ আলির বক্তব্য, 'ভিনরাজ্যে কাজ করতে ভয় লাগছিল বলে ফিরে এসেছি। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করেছেন শুনেছিলাম। তার জন্য ফর্ম ফিলআপ হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেন বন্ধ হল, সেই উত্তর কেউ দিচ্ছে না।'

বগডোর কাদা খেলা

করণদিঘি, ২৫ অগাস্ট : স্পেনে আয়োজিত লা টমাটিনা উৎসবের সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে বগডোর কাদা খেলার। রাজবংশী সমাজে জন্মাষ্টমীর ৭ দিন পরে একে অপরকে কাদা ছোড়াছুড়ি করা হয়। বছরের পর বছর ধরে এই নিয়ম চলে আসছে করণদিঘির রসাখোয়ার ঢাটিপাড়ায়। যদিও এই কাদা খেলায় সব বয়সের মানুষ নয়, শুধু শিশু, কিশোর ও তরুণরা অংশ নিতে পারে। সোমবার দধিকাদো উৎসব উপলক্ষ্যে হাঁড়ি ভাঙা, নারকেল খেলার আয়োজন করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকে চলা এই রীতিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি। উৎসব কমিটির সম্পাদক সুভাষ সিংহ বলেন, 'দধিকাদো খেলায় কাদামাটির সঙ্গে দই মিশিয়ে দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের এটি অনেক পুরোনো একটি খেলা। কাদা খেলার পুকুরে কাদামাটির সঙ্গে দই মিশিয়ে দেন পুরোহিতরা। তারপর এলাকার শিশু, কিশোর ও তরুণরা কাদা খেলা শুরু করে।' তিনি আরও জানান, এই কাদা খেলার মাটি রেখে দেওয়া হয় স্থানীয় দুর্গা মন্দিরে। দেবী প্রতিমা গড়ার সময় এই কাদামাটি মিশিয়ে দেওয়া হয় প্রতিমা তৈরির এঁটেল মাটিতে।

স্মারকলিপি

হিলি, ২৫ অগাস্ট : ১০০ দিনের কাজ, এসআইআর-এর নামে বৈধ ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন বন্ধ, সারের কালোবাজারি বন্ধ সহ ১১ দফা দাবিতে সোমবার হিলির বিডিওকে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে সারা ভারত কৃষকসভা। এদিন হিলির বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন কৃষকসভার কর্মী-সমর্থকরা। আন্দোলনকারীদের দাবি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন।

দেহ উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : চারদিন আগে কুমারগঞ্জের আঙিনা গ্রামের বাসিন্দা তথা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী শ্যামসুন্দর বসাকের মৃতদেহ বোল্লা হরিহরপুর কাস্টগরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয়। পরিবার খুনের অভিযোগ দায়ের করলে বিধায়ক সহ গ্রামবাসীরা পতিরাম থানায় গিয়ে অভিযোগ জমা দেন। পুলিশ এক মহিলাকে আটক করে জেরার পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়।

তদন্তে শ্রম দপ্তর

বৈষ্ণবনগর, ২৫ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে বৈষ্ণবনগরে লেবার ইনস্পেকটরের ওপর হামলার ঘটনায় নড়েচড়ে বসল রাজ্যের শ্রম দপ্তর। ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করে সোমবার মালদায় তদন্তে আসেন শ্রম দপ্তরের দুই উচ্চপদস্থ আধিকারিক।

অ্যাডিশনাল লেবার কমিশনার (নর্থ বেঙ্গল) শ্যামল দত্ত এবং মালদা জেলা ডেপুটি লেবার কমিশনার বিতন দে এদিন পৃথকভাবে দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা হামলার শিকার লেবার ইনস্পেকটর মোহাম্মদ আলির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। পাশাপাশি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সহকর্মীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন।

এদিন ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা হয়। যেটি আগামী সপ্তাহেই কলকাতার শ্রম দপ্তরের সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ করা হবে। গত শুক্রবার পরিযায়ী শ্রমিকদের গোপন সরকারি নথি না দেওয়ায় কালিয়াচক-৩ ব্লকের লেবার ইনস্পেকটর মোহাম্মদ আলিকে অফিসের মধ্যেই বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত হিসাবে নাম জড়ায় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিরুপমা ঘোষ মণ্ডলের স্বামী তৃণমূল নেতা তরুণ ঘোষ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের।

ভালোবাসার টানে ভারতে ঢুকে গ্রেপ্তার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এলেন এক গৃহবধূ। তবে শেষপর্যন্ত ধরা পড়লেন প্রেমিক সহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার সাপাহার থানার বাসিন্দা শিল্পী খাতুনের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয় মালদার কালিয়াচকের এক বিবাহিত ব্যক্তি ইব্রাহিম মিয়াঁর। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। রবিবার গভীর রাতে দালালের মাধ্যমে কুচলিবাড়ির অমর ক্যাম্প সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শিল্পী। তাঁকে ঢুকিয়েই ভারতীয় দালাল চম্পট দেয়। এরপর পথ হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করেন। প্রথমে শিল্পী নিজেকে মালদার বাসিন্দা বলে দাবি করেন এবং জানান তাঁর স্বামী তাঁকে নিতে এসেছেন। স্থানীয়রা খোঁজখবর চালিয়ে ইব্রাহিমকেও আটক করে পুলিশে খবর দেন।

পরে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শিল্পীর কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শিল্পীর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ এবং ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার মামলা রুজু করা হয়েছে।

শিল্পীর অভিযোগ, 'আমাদের সম্পর্কের কথা জানার পর আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তিন সন্তানকে কেড়ে নেয়। একা হয়ে পড়ার পর মা আমাকে জোর করে এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাইনি। তখন ইব্রাহিম আমাকে আশ্বাস দেয় ভারতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে একবার অবৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়ে ইব্রাহিম আমাকে ভারতে নিয়ে আসে। কয়েক মাস পর আবার বাংলাদেশে ফিরে যাই। এরপর থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম ভারতে আসার। অবশেষে দালালদের সাহায্যে এসেছি। দুই দেশের দালালরা মিলিয়ে ৪২ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দালাল রাতে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে মাঝপথে ছেড়ে পালিয়ে যায়।'

পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে ধৃত তরুণ-তরুণীকে। সোমবার।

অন্যদিকে ইব্রাহিমের দাবি, 'আমাদের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমার প্রথম স্ত্রীও জানে এবং সে-ও রাজি ছিল। তাই শিল্পীকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

এই ঘটনায় প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত

কোচবিহার

পুলিশ সুপার সনাতন গড়াই বলেন, 'ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং চারদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। শুধু প্রেমের সম্পর্কের টানেই কি এই ঘটনা, নাকি এর আড়ালে অন্য কোনও উদ্দেশ্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ঘটনার পর সীমান্ত সুরক্ষা ও দালালচক্রের সক্রিয়তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ ভাদ্র ১৪৩২

সখ্য বনাম সম্মান

মর্যাদা, সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার সর্বনাশ থেকে আপাতত কিছুটা নিজেকে রক্ষা করল বাংলাদেশ। হাসিনা পরবর্তী শাসকের ওপর জামায়াতেপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বটে। কিন্তু পাকিস্তানের অসম্মান সহ্য করা ঢাকার বর্তমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাই নতুন জমানায় পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠতায় ধাক্কা লাগার খেসারত সহ্য করার ঝুঁকি থাকলেও উচিত জবাব দিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের কার্যত মুখের ওপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে বলতে হল, ঠিক বলছেন না আপনি। ৫৪ বছরের তিক্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদের সামনে সুযোগ এসেছিল পাকিস্তানের সাবেক পূর্ব প্রান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির। এতে অতীত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিতে পাকিস্তানের কলঙ্কজনক অধ্যায় লঘু করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাক শাসকদের। এতে জামায়াতে বা রাজাকার বাহিনীর ন্যক্কারজনক ভূমিকার কালিমাকে আড়াল করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

মুজিব-কন্যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পর পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্যপূরণের সুযোগটা কিন্তু এনে দিয়েছিল ঢাকার বর্তমান শাসকরা। স্বাধীনতা পরবর্তী স্থায়ী মিত্রশক্তি ভারতের সঙ্গে সংঘাত উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর উপমহাদেশে অন্য শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে মরিয়া উদ্যোগ নিচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ তৈরি করেছিল বাংলাদেশই। পাক শাসকরা সম্ভবত মনে করেছিল, জামায়াতের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় ইউনূস সরকারকে কবজায় আনা সহজ হবে।

ঢাকার মাটিতে দ্বিপাক্ষিক সরকারি কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে পাক বিদেশমন্ত্রী তাই ওইরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনার অকথ্য অত্যাচার ও গণহত্যার প্রসঙ্গকে তাই তিনি ‘ক্লোজড চ্যাপ্টার’ বলতে সাহস দেখিয়েছিলেন। সেই নারকীয় ঘটনাবলির জন্য ইসলামাবাদ যে ক্ষমা চাওয়ার পথে হাঁটবে না, ইসাকের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অতীতের কার্যকলাপের জন্য দুঃখপ্রকাশের পথে না গিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা ও স্বাভিমানকে আঘাত করেছে পাক বিদেশমন্ত্রীর ওই মন্তব্য। ঢাকার শাসককুল বুঝতে পেরেছিল, প্রতিবাদ না করে ওই বক্তব্য হজম করলে দুটি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাদের। প্রথমত, এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশের জনসাধারণের ভূমিকা ও এখনও ফল্গুধারার মতো বইতে থাকা আবেগ অসম্মানিত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে গোটা বাংলাদেশে।

পাক বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে হাসিনা জমানার পর এযাবৎকালের মধ্যে আওয়ামী লিগের সর্ববৃহৎ মিছিল সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। তবে শুধু আওয়ামী লিগপন্থীরা নন, সামাজিক মাধ্যমে পাক বিদেশমন্ত্রীর কথায় যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে পদ্মাপারে, তার অভিঘাত কম নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সেই ঝড় সামাল দেওয়া সম্ভব হত না বিদেশ উপদেষ্টা সরাসরি পাক বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান না করলে।

এতে ঢাকার শাসকরা জনরোষ থেকে নিজেদের তো রক্ষা করলেনই। তবে ধাক্কা খেলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবমাননা করার বিপদকে আপাতত দূরে সরালেন। পাক বিদেশমন্ত্রী কিন্তু ইসলামে হৃদয় পরিষ্কার রাখার বার্তার দোহাই দিয়ে কার্যত বাংলাদেশের প্রতিবাদকে নস্যাৎ করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার করুন, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এই একসঙ্গে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের মরিয়া চেষ্টা আরও বাড়বে। ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা ইসলামাবাদের ওপর বড় ধাক্কা হবে নিঃসন্দেহে। তবে দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় অতি সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। জামায়াতে ইসলামির চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা তাই এখন ঢাকার শাসকের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু’মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

–শ্রীমা

বিল পাশ না হলেও লাভ মোদির

৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করা মন্ত্রীদের অপসারিত করা যাবে। প্রস্তাবে হইচই হলেও শাসক শিবিরই ফ্রন্টফুটে।

রাতুল ঘোষ

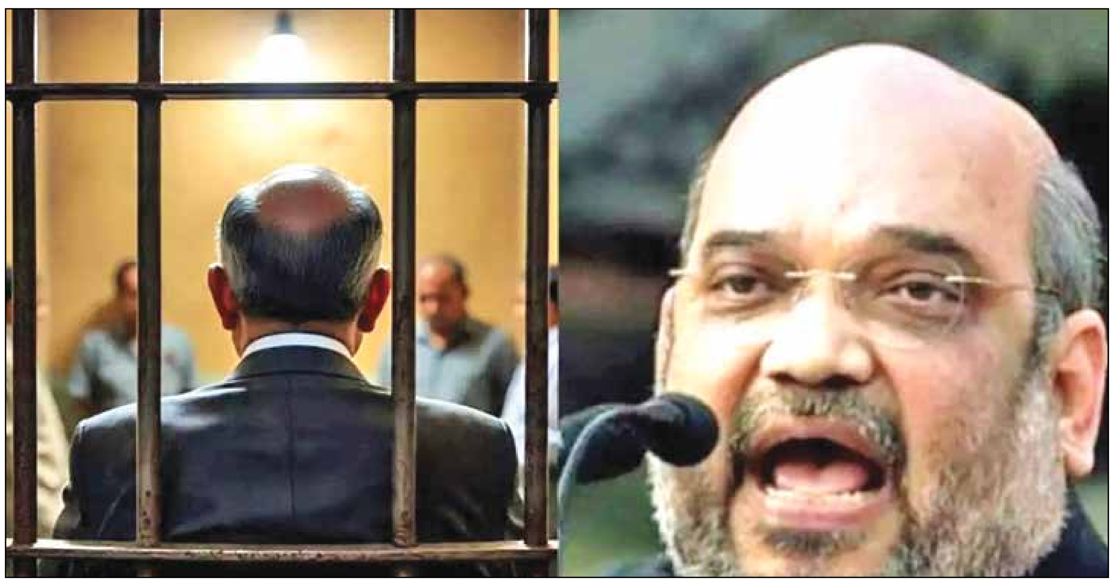

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকশন ১৮৮৭ সালে এক চিঠিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বিশপ ক্রেইটনকে লিখেছিলেন, ‘Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’। একদম সত্যি কথা। দুর্নীতি বা ‘করাপশন’ হল স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ৪০ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একথা অকপটে কবুল করে বলেছিলেন, ‘আমি যদি কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ১ টাকা খরচ করি, তা থেকে মাত্র ১৫ পয়সা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছে পৌঁছায়। ভারতীয় সংবিধানে ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রস্তাব গত সপ্তাহে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পেশ করামাত্র সংসদে ‘ইন্ডিয়া’ ব্লকের বিরোধী সদস্যরা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেন। এই বিলে বলা হয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রীরা জামিন না পেয়ে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁদের অপসারিত করা যাবে। এই আইনের ঊর্ধ্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নন।

এই মুহূর্তে ভারতের প্রধান বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন রয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে। বাকি সবক’টি রাজ্যে বিজেপি বা এনডিএ-র মন্ত্রীসভা কায়েম রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই বিলকে ‘ড্রাকোনিয়ন’ আখ্যা দিয়ে প্রধান আপত্তি তুলেছে সাতটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন এই বিরোধী দলগুলি। এখন প্রশ্ন হল, সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় কি এই বিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে? সেই সম্ভাবনা কম। কারণ সংসদের দুই কক্ষেই এনডিএ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই। কিন্তু এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। মোদির এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর এই আক্রমণ আগামীদিনে আরও তীব্র হবে। এর জুতসই জবাব বিরোধী দলের নেতারা দিতে পারবেন তো? বা দিলেও সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা যাবে কি? ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে চলেছে।

যেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলারা দুর্নীতির অভিযোগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হাজতবাস করলেই তাঁদের সাসপেনশন অবধারিত, সেখানে রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? এই প্রশ্ন আগামীদিনে উঠতে বাধ্য। রাজনীতিকরা নিজেদের ‘সুবিধাভোগী’ শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে জনগণের গরিষ্ঠাংশের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিরন্তর দুর্নীতির ঘোলা জলে মাছ ধরে রেহাই পেয়ে যাবেন, এটাই বা কেমন নিয়ম? আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতিই ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।

তাই নীতিহীন রাজনীতির জাঁতাকলে গোটা দেশ আজ পিষ্ট। এই ঘোর বর্ষায় দেশের প্রধান শহরগুলোর রাস্তাঘাটের হাল দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন এই কথা লিখছি। এই রাস্তা ফি বছর জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাটমানি খেয়ে পকেট ভরিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন কেষ্টবিষ্টুরা। কারও কোনও দায়বদ্ধতা আছে?

আমার মনে আছে, ১৯৯৬ সালে লোকসভা ভোট কভার করতে গিয়ে দিল্লির অশোক রোডের অফিসে বিজেপির প্রবাদপ্রতিম নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন জৈন হাওয়ালা ডায়েরির এক কোণে লালকৃষ্ণ আদবানির নাম পাওয়া গিয়েছিল বলে বাম-কংগ্রেস-সমাজবাদীরা গোটা দেশে ‘গেল গেল’ রব তুলেছিল। আদবানি তখন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জানিয়ে দেন, ‘আমি যতক্ষণ কলঙ্কমুক্ত হয়ে না ফিরছি, ততদিন দেশের কোনও ভোটে দাঁড়াব না।’ সেদিন আদবানির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী কারণে এই ‘ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা’ করলেন? জবাবে বিজেপির লৌহপুরুষ বলেছিলেন, ‘আমরা পার্টির মাথা। আমরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারি, তবে দলের নীচু স্তরে কী বার্তা যাবে?’

অথচ এইসব নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করেননি লালুপ্রসাদ যাদব, মায়াবতী, জয়ললিতা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেনরা। এঁরা ক্ষমতাসীন অবস্থায় জেলে গিয়ে দীর্ঘদিন স্বপদে বহাল থেকেছেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে হাজতবাস করলেও লালু জেলের মধ্যে আস্ত একটা ক্যাবিনেট মিটিংই বসিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ক্লাস ফাইভ পাশ করা, ১০ সন্তানের জননী, স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে শিখণ্ডীর মতো কুর্সিতে বসিয়ে রাজ্য চালিয়েছেন। জেলে লালুর পায়ের তলায় বসে রাবড়ি মিটিং সারতেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মাসের পর মাস জেল খাটার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অতিশীর হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হন।

জানি বিরোধীরা আদা-জল খেয়ে আগামীদিনে মাঠে নামবেন, এই বিল যাতে আগামীদিনে কিছুতেই পাশ না হয়। তৃণমূল তো ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এই সংশোধনী বিল নিয়ে ডাকা সিলেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তারা কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো দুঁদে সাংসদ ও আইনজীবীরা এই মিটিংয়ে যদি যান তবে তাঁরা রাষ্ট্র ও সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিল এক নিদারুণ কুঠারাঘাত বলে সওয়াল করবেন। কিন্তু সংবিধানের আর্টিকল ৩৬৮ অনুযায়ী সংসদে সংশোধনী বিল আনার বিধান রয়েছে মন্ত্রীসভার। যদিও বর্তমান বিলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এই সংশোধনী বিল পেশ করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া কোনওভাবে এই বিল সংসদে পাশ হয়ে গেলেও তা পরবর্তীকালে অবধারিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে। সেক্ষেত্রে সেই মামলাও বছরের পর বছর চলবে। তখন কপিল সিবালরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে বলবেন, মাই লর্ড, এটা বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। হিটলার জমানার গেস্টাপো অভিযানের মতো। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় কুঠারাঘাত। বিচার হল না, চার্জশিট জমা পড়ল না, দুর্নীতির অভিযোগ আদালতে প্রমাণ হল না, অথচ একজন নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ককে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাও সেটা ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে? তাহলে কি সিবিআই এক্ষেত্রে জজ, জুরি অ্যান্ড এগজিকিউশনার হয়ে উঠবে?

এই বিতর্ক, চাপানউতোর আগামীদিনে চলতেই থাকবে। তবে এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর আপাত দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান আরও গোটা দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরেজা।

১৯২০

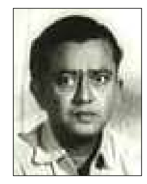

অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা একজন নেতার কলেজের ডিগ্রি কেন গোপন করা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি লুকিয়ে রেখে এই ‘নো ডেটা অ্যাভেলেবল’ সরকার আসলে কী আড়াল করতে চাইছে? সেটা জানার দরকার।

- সাগরিকা ঘোষ

ভাইরাল/১

শিশুটি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে রেখেই ক্লাসে তালা পড়ে যায়। মেয়েটি ঘুম ভেঙে কাউকে না দেখে জানলা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। জানলায় তার মাথা আটকে যায়। সারারাত ওই অবস্থায় আটকে থাকে সে।

ভাইরাল/২

টাকার জন্য মানুষ সম্পর্ককে ভুলে যায়। মধ্যপ্রদেশের এক ডিএসপি সবে অবসর নিয়েছেন। অবসরকালীন যে টাকা পেয়েছেন তা স্ত্রী-ছেলেদের দিতে চাননি। প্রতিশোধ নিতে দুই ছেলে ও স্ত্রী মিলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি খবরে দেখলাম, স্কুল পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম পরে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে না। তার বদলে তাদের দেখা যায় বিভিন্ন পার্কে, খেলার মাঠে কিংবা ড্রেসিংরুমের শেডের আড়ালে মোবাইলে গেমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সচেতন মানুষের সক্রিয় সচেতনতার প্রয়োজন।

যেভাবে পড়ুয়ার মধ্যে মোবাইল আসক্তি বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শিশু থেকে বড়রা সবাই মোবাইলে আসক্ত। অনেকে মোবাইলে এতটাই মনোযোগী যে আশপাশে কী ঘটছে, সেটার কোনও খোঁজ নেই তাদের কাছে। এমনকি এই মোবাইলের কারণে অনেকে দুর্ঘটনারও শিকার হচ্ছে। তাই আমাদের সকলেরই মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন, যাতে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে।

দেবাশিস কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটির কাছে অনুরোধ

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো প্রায় দোরগোড়ায়। প্রতিবছরই প্রতিটি পুজো কমিটি নিজেদের সেরা পুজোমণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিয়ে থাকে। তবে পুজো কমিটিগুলি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে থিমনির্ভর পুজোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলত থিম পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বেশি থিমনির্ভর হওয়ায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, পুজোর জৌলুস কোথাও যেন হারাতে বসেছে। থিম ও সাবেকিয়ানা, দুইয়েরই মেলবন্ধন যাতে প্রকাশ পায় সেদিক লক্ষ রেখে উদ্যোক্তাদের পুজো আয়োজনে তৎপর হওয়া উচিত। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখলে মণ্ডপসজ্জায় দর্শনার্থীরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

ফলে অনেকে যেমন পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন, তেমন মনের আনন্দে পুজোয় মেতে উঠবেন। পুজো কমিটির কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪১০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বয়স হওয়া মানেই জীবন শেষ নয়

বয়স্কদের কেউ কেউ নিজের মতো করে বাঁচতে চাইলেও আমরা তাতে রাজি নই। সমালোচনা করি। সেটা কাম্য নয়।

পার্থ চৌধুরী

সময় বয়ে চলে। এই নিয়মে একসময় ছোটবেলা থেকে বড়বেলা আর তারপর বুড়োবেলা আসবেই। একে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শেষ বয়সকে একটা বাঁধাধরা বেড়াজালে আটকে রাখার বিষয়টা, মেনে নেওয়া কঠিন। বয়স হয়ে গিয়েছে তাই রঙিন জামাকাপড় পরা যাবে না, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যাবে না, ইচ্ছে করলে একটু নেচে ওঠা যাবে না। বয়স্কদের জন্য কে যে এসব নিয়মকানুন বানিয়েছে জানা নেই। অথচ আমরা যুগের পর যুগ ধরে এসব নিয়মকেই যে আবশ্যিক বলে মেনে নিয়েছি।

তবে এই সমস্যা যে গোটা দুনিয়ার তা কিন্তু নয়। হয়তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু বিদেশের ক্ষেত্রে? মোটেও নয়। ইউরোপের বছর সত্তরের মহিলা দারুণ রংচঙে পোশাকে দিব্যি রাস্তায় নামছেন, চুলের দারুণ স্টাইলে সবাইকে মাতাচ্ছেন। সেখানকার বছর আশির এক মানুষ ইচ্ছে হলে অসমবয়সি কোনও মহিলার সঙ্গে একটু নেচে নিচ্ছেন। কেউ তাঁকে দুয়ো দিচ্ছে না, বরং উৎসাহিতই করছে। জীবন কী এরা আসলে বুঝেছেন। সেইমতো বয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তা দেখে আমাদের দেশের প্রতিভাবান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তার মতো কেউ মর্জিমতো পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিচ্ছেন। ভাবছেন প্রশংসা কুড়োবেন। কিন্তু কোথায় কী! বরং ট্রোল-বন্যায় ভাসছেন। এসব দেখে খুব খারাপ লাগে। কেউ নিজের মতো বাঁচতে চাইলে তাকে তা অবশ্যই দেওয়া উচিত। বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বাদ, এই ‘নিয়ম’ কোনওভাবেই আরোপ করা উচিত নয়।

সময়ের সঙ্গে।। ‘বেলাশেষে’ ছবির একটি দৃশ্য।

নিজের মর্জিমতো বাঁচা আসলে জীবনকে উপভোগ করা। সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলার অর্থ, নিজেকে একঘরে করে ফেলা। বলা ভালো যে একরকম ‘একা’ হয়ে যাওয়া। আসলে বয়স্করা তো একাই। ছেলেমেয়েদের কাছে বাড়ির বয়স্ক বাবা-মায়েরা আজ ব্রাত্য। তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। ফলে ঘরে ঘরে ডিপ্রেশন, ডিমেনশিয়ার প্রকোপ। স্ট্রেসের প্রাবল্যে সুগার, প্রেশারও ক্রমবর্ধমান। আমাদের চারপাশের সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের বদলাতে পারছি না। দিনকয়েক আগে দেখলাম ফেসবুকে এক অভাগা দম্পতির করুণ আর্তি। ছেলে কেরিয়ারের টানে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার কোথাও যাওয়ার নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সন্ধানে সবার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে অনেককে সাহায্যের হাত বাড়াতে দেখে ভালো লাগল।

আবার গোড়ার কথায় ফিরি। আমাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। শুধু নিজেদের বয়স্ক বাবা-মা’ই নন, আশপাশ, দূরের সমস্ত বয়স্কর ক্ষেত্রে আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়াটা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ যাঁরা কম বয়সি, তাঁরাও কিন্তু একদিন বয়সজালে বন্দি হবেন। তখন তাঁরাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমবয়সিদের কাছ থেকে একই রকম সহানুভূতি আশা করবেন। এভাবে চক্রটি চলতে থাকুক। বিদেশের সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আরও বেশি করে জীবনের আনন্দে ভেসে যান। আমাদের নীনা আরও বেশি করে তাঁর মনমতো পোশাক পরুন। তাঁদের নিয়ে সমালোচনা না করে আমরা বরং তাঁদের প্রশংসায় মেতে উঠি।

জীবন এভাবেই বয়ে চলুক। সবাই ভালো থাকুক।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সাম্প্রতিক বা এখনকার ৩। মলিনতা, অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বস্তু ৫। ছড়ায় চাম চিকড়ির আগের কথা ৬। গানে যাকে হাঁড়ি চাল দিতে বলা হচ্ছে ৭। যে ঘেরা জায়গায় পানের চাষ হয় ৯। যেখানে আকাশ এসে মাটিতে মিশেছে ১২। শাসকের অধীনে ছোট শাসক ১৩। যার কিছুই নেই, নিঃস্ব বা দরিদ্র।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু, যা দিয়ে তৈরি দুর্গা আছেন ঝাড়গ্রামে ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। গাছের শুকনো ডাল ৫। মুসলিমদের পরব ৭। গায়ের জোর ৮। জনমানসশূন্য জায়গা ৯। দান করার ইচ্ছে ১০। গভীর অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ১১। যাদের চাঁদে হাত দেওয়া নিয়ে প্রবাদ আছে।

সমাধান ■ ৪২২৬

পাশাপাশি : ১। মলিদা ৪। মলম ৫। হাব ৭। মাকড়া ৮। মছলন্দ ৯। কুরুবক ১১। পরখ ১৩। টেমি ১৪। কিন্নর ১৫। চামর।

উপর-নীচ : ১। মহিমা ২। দামড়া ৩। দমদম ৬। বরিন্দ ৯। কুচুটে ১০। কটকিনা ১১। পরচা ১২। খচ্চর।

বিন্দুবিসর্গ

এসএসসিতে

১ সেপ্টেম্বর এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। অনুমোদন চেয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় চিঠি দিলেন তিনি।

মহিলা মিছিল

বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিল করল মহিলা পরিচালিত দুর্গোৎসব কমিটি। নেতৃত্ব দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রতিবাদ করা হয়।

নজরে দাম

দুর্গাপুজোর আগে গড়িয়াহাট, হাজরা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দিল রাজ্য সরকারের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। খাবারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখল তারা।

নির্দেশ নবান্নের

শ্রমশ্রী প্রকল্পের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে জেলা স্তরের আধিকারিকদের নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ নবান্নের। সকল পরিযায়ী শ্রমিক যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকে জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও সিওপিডির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট থেকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হল না। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্রমহল।

ছোট থেকে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয় করে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন তিনি। নয়ের দশকে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর 'হীরকজয়ন্তী' সিনেমা তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। ওই সময়ে জয় এবং অঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে চুমকি চৌধুরীর জুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পর্দার আড়ালেও দুজনে প্রেমের রসায়নে জড়িয়েছিলেন বলে গুঞ্জন। তবে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। পরিচালক সুখেন দাসেরও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। হীরকজয়ন্তী ছাড়াও মিলনতিথি, জীবনমরণ, চপার সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তৃণমূল কাউন্সিলার তথা অভিনেত্রী অনন্যা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্ত্রী। দু'জনের বিয়ের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন অনন্যা। তিনি বলেন, 'এক পুজোয় বাবাকে হারিয়েছি, এবছর জয় চলে গেল। ১৫ অগাস্ট থেকে ও হাসপাতালে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসপাতালে গিয়েছি। কোনও মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষ, প্রথম প্রেম থেকে যায়। আজ আমি থাকব ওর সঙ্গে। বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে। আমার কাছ থেকে এই বিদায়টুকু বোধহয় ওর প্রাপ্য।' তাঁর শেষযাত্রায় অবশ্য ছিলেন অনন্যা। একটা সময় অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন জয়। তবে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, সেবারও জিততে পারেননি। ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বিজেপি থেকে দূরে সরে যান। তারপর থেকেই একপ্রকার প্রচারের আড়ালে ছিলেন জয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শোক প্রকাশ করে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শতাব্দী রায় বলেন, 'ও নিজের জীবনটাকে অগোছালো করে রেখেছিল। নেশায় ডুবে থাকত। নিজের ওপর অত্যাচার করেছে বলে আমার মনে হয়। ভুল পথে চালিত করেছে জীবনটাকে।'

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ

রাজ্যের কাছে তথ্য তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, যেসব পুজো কমিটি খরচের হিসেব দেয়নি তাদের নিয়ে রাজ্যের অবস্থান কী? ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'যারা হিসেব দিচ্ছে না, প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।'

দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এদিন এই মামলাতেই বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, অনুদানের টাকা কোথায় কত খরচ করা হয়েছে, তা নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছিল। কারা এখনও সেই সার্টিফিকেট দেয়নি অথচ অনুদান পাচ্ছে। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- কারা হিসেব দিচ্ছে না হলফনামা দিয়ে জানান
- যারা হিসেব দিচ্ছে না তাদের অনুদান বন্ধ করা নিয়ে বিবেচনা করা হোক
- নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা জানাক রাজ্য
- পুজোর পর এই মামলার গুরুত্ব কোথায় আগেই বিবেচিত হোক

মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামীম আহমেদ বলেন, 'জনগণের টাকা এভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০২০ সালে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। বহু পুজো কমিটি সেই হিসেব দেয়নি।' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, টাকা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর পুজোর আগে এই ধরনের মামলা হয়। অনুদান দেওয়ার বিষয়ে আদালত আপত্তি করেনি। পুজোর ছুটির পর মামলাটির শুনানি হোক।

তবে আদালতের বক্তব্য, 'পুজোর পরে এই মামলার আর গুরুত্ব কোথায়? নির্দেশ অমান্যকারী কমিটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে।' রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে পুজো কমিটিগুলি হিসেব দিয়েছে কি না এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই বিষয়ে বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসকে একযোগে বিঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের কিছু আইনজীবী কোর্টে দৌঁড়েছেন পুজোর আর্থিক ক্ষতি চাওয়ার জন্য। ওঁরা চায় না গরিব মানুষের হাতে টাকা যাক।'

চলতি কা নাম মেট্রো...

বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো চালু হল সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

কংগ্রেসকেও জোটে চায় আইএসএফ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে একাই লড়েছিল আইএসএফ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই দূরত্ব সরিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চিঠি পৌঁছোল আইএসএফ-এর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, সময়ের দাবি মেনে দ্রুত জোট হোক। কংগ্রেসের সঙ্গেও দূরত্ব মেটাতে চাইছেন তাঁরা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করে আইএসএফ। নাম না করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি নৌশাদ। জোট ভাঙা নিয়ে সিপিএমকে দোষারোপ করেছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি জট কেটেছে। হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে বামেদের সমর্থনে প্রার্থী দিয়েছিল আইএসএফ। এখন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধী একটি জোট গড়ে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। আলিমুদ্দিনকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর জোট হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্ত মোর্চা। এবারও একই ধরনের একটি জোট করার কথা বলছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর আর্জিতে সাড়া পাওয়া যায়নি।

নৌশাদ বলেন, 'আমরা চাই অ-বিজেপি এবং অ-তৃণমূলি একটি জোট গড়ে উঠুক। তাতে কংগ্রেস থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকেও সংযুক্ত করা হোক।' সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে নানা মত উঠে এসেছে। শরিকরা একপ্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে চলায় নারাজ। এই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-এর সঙ্গে বামেদের রসায়ন কী হয়, সেটাই দেখার।

ট্রাফিক জ্যামে আটকে...

সোমবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

বিচারের সিদ্ধান্তে চর্চায় চন্দ্রনাথ

জীবনকৃষ্ণের পরে আরেক আশঙ্কা নবান্নে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কি ইডির হাতে আটক হওয়ার আশঙ্কা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার? সোমবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলের অন্দরে এই আশঙ্কাই ঘোরাফেরা করেছে। কারামন্ত্রীর আগাম জামিন নিয়ে তৎপরতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নবান্নের খবর। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকা মন্ত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকদের সর্বশেষ রিপোর্টও তলব করা হয়েছে রাজ্যে শীর্ষ প্রশাসনিকমহল থেকে। রাজ্য সরকার বটেই, তৃণমূলেরও আশঙ্কা, বিধানসভা ভোট আসছে বলেই সিবিআই ও ইডি তৎপরতা বাড়াচ্ছে রাজ্যে।

ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই ধরনের পদক্ষেপ আটকাতে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের অন্দরেও চাপা তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছে। সিবিআই ও ইডির হাতে রাজ্যে শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে যেসব মামলা তদন্তাধীন আছে, সেগুলি আবার খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। নবান্নের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত তা গ্রহণ করেনি। অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার

বাড়ছে চিন্তা

- নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল
- রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত গ্রহণ করেনি
- অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি
- ইডি'র বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়
- ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে
- তার আগে আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন তিনি

প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি। তারপরই ইডির বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়। ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ফলে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রী আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন বলেই আশঙ্কা নবান্নের অন্দরে। সেই কারণেই তাঁর আত্মসমর্পণ ও আগাম জামিন পাওয়া নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সরকারি মহলে। মন্ত্রীর সচিবালয়ও এব্যাপারে নবান্নর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

এর আগে ইডি কারামন্ত্রীকে তলব করলেও তিনি এড়িয়ে যান। রাজভবনের অনুমোদনের পর কারামন্ত্রীকে ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য সমন জারি করেছে ইডি। নবান্ন প্রশাসনের আশঙ্কা, আগাম জামিন তার আগে না পেলে সম্ভবত ওইদিন বা তারপরে যে কোনও দিন ইডি'র হাতে আটক হতে পারেন কারামন্ত্রী। ইডি সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের নজরে কারামন্ত্রী। একাধিকবার তাঁর বোলপুরের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। সেইসময় কারামন্ত্রীর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। যার সঠিক হিসাব দিতে পারেননি মন্ত্রী। এছাড়া ইডির দাবি, কারামন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকার অস্বচ্ছ লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। ইডির অনুমান, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা মন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

ঘরে ঢুকে গুলি করে খুন তরুণীকে

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের 'পরিণতি' কৃষ্ণনগরে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রেমে প্রত্যাখ্যান। তারপরই প্রেমিকাকে গুলি করে খুন। সোমবার দুপুরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হল কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকা। আচমকা কলেজছাত্রী ওই তরুণীর বাড়িতে ঢুকে এদিন এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে প্রেমিক। মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের ওই ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে পরিচয় ছিল অভিযুক্ত দেবরাজ সিংয়ের। বছর ২৪-২৫-এর দেবরাজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পড়াশোনার জন্য কাঁচরাপাড়ায় দীর্ঘদিন ছিলেন ঈশিতা। সেখানেই পরিচয় হয় দু'জনের। পরিবার জানিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ঈশিতা। এরপর থেকেই দেবরাজ তাঁকে বারবার ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। জোর করে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাও করেছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার নিজের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে স্নান সেরে ঈশিতা যখন ঘরে ঢুকছিলেন, ঠিক তখনই একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করেন দেবরাজ। গুলির

শব্দে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। ঠিক সেইসময় ঈশিতার মা ছোট ভাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকছিলেন। মা দেবরাজকে আটকাতে গেলে তাঁকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। বছর ১৮-র ঈশিতার বাড়িতে সেইসময় তাঁর ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাবা দুলাল মল্লিক কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সেই সুযোগেই দেবরাজ বাড়িতে ঢোকেন বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার কে অমরনাথ জানিয়েছেন, ঈশিতার শরীরে দু'টি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণনগরের ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, সম্পর্কে অবনতি হওয়ার জেরেই প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল। দেবরাজের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ঈশিতার পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের। দেবরাজের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

পরিযায়ীর মৃত্যুতে সাহায্য

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মৃত্যু হল বাংলার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় দু'মাস আগে মহারাষ্ট্রে কর্মরত গোলাম মণ্ডলকে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় ওই রাজ্যের পুলিশ। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে সম্প্রতি অসুস্থ শরীরে গোলাম উপস্থিত হয়েছিলেন 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'-এর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রকাশ্যে এনেছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের হেনস্তার কথাও। তারপরও শেষরক্ষা হল না। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাড়িতে মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি অত্যাচারেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে হল গোলামকে। গণমঞ্চ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। গোলামের পুত্রসন্তানকে চাকরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

৪ দিনের পুলিশি হেনস্তার শিকার হওয়ার পর বাংলায় ফিরেই ৭-৮ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গোলাম। তারপর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসা চলছিল। এদিন হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন গোলামের কন্যাসন্তান মর্জিনা খাতুনের অভিযোগ, '৭ মাস আগে মা-কে হারিয়েছি। এবার বাবাকেও হারালাম। মহারাষ্ট্র পুলিশের অত্যাচারে বাবার আজ এই পরিণতি হল। যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের যেন এরকম পরিণতি না হয় সেটাই নিশ্চিত করুক সরকার।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, এই বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সাংসদ দোলা সেন ও সামিরুল ইসলাম। গণমঞ্চ জানিয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। গণমঞ্চের প্রতিনিধি সুমন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বিজেপির দালালরা ক্যানিংয়ের সাবির মল্লিকের মতো হাবড়ার গরিব পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলকেও খুন করেছে।'

নতুন নির্বাচনি দপ্তরের খোঁজে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নজরদারিতে দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও বিশবাঁও জলে। কিন্তু তারই মধ্যে '২৬-এর মহারণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি কাজ সামলানোর জন্য আলাদা নির্বাচনি দপ্তরের সন্ধান শুরু করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে মোদি কাপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নকআউট ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হওয়ার কথা।

প্রাথমিকভাবে রাজারহাট-নিউটাউনের মতো এলাকায় সেই বাড়ির খোঁজ চলছে। যাতে বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা রাতবিরেতে নেমে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। বিহার নির্বাচন চুকলেই বাংলার ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তারপরই নিয়ম করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলাকে নিশানা করবেন। সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই নির্বাচনি কার্যালয়ের সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের থাকার জায়গা ও ব্যক্তিগত দপ্তর। এদিন সল্টলেকে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, সেখানে বিজেপির এই নতুন নির্বাচনি কার্যালয়ের বেশকিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, দ্রুত তা চূড়ান্ত করে ওই কার্যালয়ের পরিকাঠামোগত কাজকর্ম শুরু করতে চায় বিজেপি।

বৈঠক সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফের রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্ভবত ২০ সেপ্টেম্বর রানাঘাটে সভা করবেন তিনি। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ভর করছে বিহার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর সূচির ওপর। এর দু'দিন পরেই কলকাতায় দুটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। এর মধ্যে একটি মধ্য কলকাতায় বিজেপি নেতা সজল ঘোষের লেবুতলা পার্কের পুজো। তবে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সমবায় দপ্তরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে পারেন। ওই সফরেই সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা তাঁর।

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র রুখতে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভুয়ো এসসি ও এসটির মতো জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে জমি দখল সহ চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বসা হচ্ছে? সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে এদিন অভিযোগ জানিয়েছেন। বলেছেন, এসটি না হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের একাধিক মানুষ ভুয়ো নথিপত্র বানিয়ে নিয়ে ওই তালিকায় নাম তুলে সমস্ত সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, এই বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে শীঘ্রই।

এছাড়াও এসসি ও এসটি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের বেশি করে পৌঁছোনোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিন জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ভুয়ো জনজাতি শংসাপত্র ইস্যু হওয়ার বিষয়টির ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দিলেন মমতা। একই সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। বনাঞ্চলের অধিকার থেকে যাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বঞ্চিত না হন বা তাঁদের জমি যেন বেহাত না হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মতো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের জনসংযোগে মনোনিবেশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এদিন।

সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

শুধু প্রকল্পের প্রচার নয়, জনজাতি ও তপশিলি অংশের মানুষের সঙ্গে যাতে মন্ত্রীদের দূরত্ব তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এদিন এই বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এছাড়াও সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি স্কুলের প্রশ্নপত্রে অলচিকি হরফ না থাকায় যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, সরকারি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠবে?

এদিনের বৈঠকে 'সৌজন্য'-এর খাতিরে বিজেপির প্রতিনিধি সাংসদ খগেন মুর্মু ও প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা উপস্থিত হননি। অনুপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেনও। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুরুত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোকে যথেষ্ট 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল।

ইভটিজিংয়ে অভিযুক্ত তরুণকে শাস্তির নিদান

সালিশি সভায় আক্রান্ত পুলিশ

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : সালিশি সভা বন্ধ ও সেখান থেকে এক তরুণের উদ্ধারকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠল বিহার সংলগ্ন হরিশ্চন্দ্রপুরের ২ নম্বর ব্লকের একটি গ্রাম। গ্রামবাসীদের হাতে বেধড়ক মার খেলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিক। গণ্ডগোল থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। রেয়াত করা হয়নি মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকেও। যদিও পরবর্তীতে পাঁচ গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে এলাকায় পুলিশ চিরুনি তল্লাশি শুরু করায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার সূত্রপাত একটি মেয়েকে এলাকারই এক তরুণের ইভটিজিংকে কেন্দ্র করে। ওই ঘটনাতেই গ্রামে সালিশি সভা বসিয়েছিলেন মাতব্বররা।

হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার বাংলা-বিহার সংযোগকারী নবনির্মিত ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি গ্রামে এক তরুণীকে প্রকাশ্যে ইভটিজিং করে এলাকারই এক তরুণ। এমন অভিযোগেই গ্রামে বিচার সভা বসান। সেখানে উপস্থিত ছিল মেয়েটিও। সভা থেকে তরুণকে শাস্তির কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। এমন সময়ই সেখানে পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে ওই তরুণকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। সালিশি সভা এবং এমন শাস্তির বিধান যে বেআইনি, সেটাও পুলিশ স্পষ্ট করে দেয়। অভিযোগ, এ সময়ই জাতীয় সড়কের ওপর আটকে দেওয়া হয় পুলিশকে। গ্রামের কিছু লোক বাঁশ, লাঠি নিয়ে পুলিশ আধিকারিকদের উপর চড়াও হয়। ব্যাপক মারধর করা হয় তাঁদের। ঘটনায় আহত হন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দুই সাব-ইন্সপেক্টর শংকর রজক ও নিত্যানন্দ সাহা। তাঁদের বাঁচাতে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকারের ওপর হামলা চালানো হয়। আক্রান্ত হন আরও কয়েকজন পুলিশকর্মী এবং সিভিক ভলান্টিয়ার। এর মধ্যে মহিলা সিভিক ভলান্টিয়াররাও রয়েছেন। হামলার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। এরপরই ওই তরুণকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। গুরুতর আহত পুলিশ আধিকারিক এবং কর্মীদেরকে হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশকে মারধর করার একটি ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয় (যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আইসি বলেন, 'আমরা খবর পেয়েছিলাম এলাকার গ্রামের মেয়েকে ইভটিজিং করেছে এলাকারই আরেক তরুণ। এই নিয়ে গ্রামে একটি বিচার সভা বসানো হয়েছে। তা বন্ধ করতে অভিযুক্ত তরুণকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম। হঠাৎই কিছু গ্রামবাসী আমাদের উপর লাঠি, বাঁশ নিয়ে চড়াও হয়।'

ঘটনা প্রসঙ্গে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, 'একটি ইভটিজিংয়ের ঘটনায় গ্রামবাসীদের হাতে আটক এক অভিযুক্ত তরুণকে উদ্ধার করতে পুলিশকর্মীরা গিয়েছিলেন। সেখানে পুলিশকর্মীদেরকে আক্রমণ করে এলাকার কিছু মানুষ। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।'

কী অভিযোগ

- ইভটিজিংয়ের ঘটনায় সালিশি সভায় অভিযুক্ত তরুণকে শাস্তির নিদান মাতব্বরদের
- সালিশি বন্ধ ও তরুণকে উদ্ধার করতে যাওয়া পুলিশের ওপর হামলা গ্রামবাসীর
- হামলায় আহত হরিশ্চন্দ্রপুরের আইসি সহ একাধিক পুলিশকর্মী

মালদায় বসছে শক্তিশালী রাডার

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গে বড়সড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে এবার দুই জেলায় বসানো হচ্ছে শক্তিশালী ওয়েদার ফোরকাস্ট রাডার। মালদা ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫০ কিমি এবং ৩০০ কিমি দূরত্ব কভারেজের ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি রাডার বসাতে চলেছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর পরিদর্শনে এসে দেশের মৌসম বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর দেন। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারেও আরও একটি রাডার বসবে। অন্যদিকে, সিকিম এবং গুয়াহাটিতেও শক্তিশালী রাডার বসানো হচ্ছে। রাডারগুলি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস দেবে। এছাড়া এখন বজ্রপাতের পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। তাই রাডার বসানোর সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে লাইটেনিং ফোরকাস্ট যন্ত্র বসানো হবে। যা আগেই বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

উড়ে যায় বসন্ত, ফেরে ভালোবাসা

ক্রোয়েশিয়ার আকাশে কান পাতলে আজও শোনা যায় এক প্রেমের গল্প। গত ১৯ বছর ধরে, এক পরিযায়ী সারস পাখি প্রেমকে সার্থক করে চলেছে। প্রতি বসন্তে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৩,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ক্রোয়েশিয়ায় ফেরে ক্লেপেটান। তার প্রেমিকা, ডানাহীন মালেনার কাছে। মালেনার পাখা ভেঙেছিল। তাই সে উড়তে পারে না। ক্লেপেটান যখন থাকে না, তখন এক স্থানীয় ব্যক্তি মালেনার দেখাশোনা করে। তাদের এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সাক্ষী ৬৯টি ছানা! আর এই প্রেমের সাক্ষী সারা গ্রাম। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম দূরত্বের প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত।

স্পেনে গরম থেকে বাঁচতে 'শীতল রাস্তা'

স্পেনের কয়েকটি শহরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে নতুন এক পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এর নাম 'শীতল রাস্তা'। গাছের সারি, ছাউনি বা শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই হাঁটার রাস্তাগুলো, যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। এতে দুপুরেও হাঁটা আরামদায়ক হয়। আরও শীতল করার জন্য রাস্তার পাশে ছোট ছোট ফোয়ারা বসানো হয়েছে, যা ঠান্ডা জলের সূক্ষ্ম কুয়াশা তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষজন হাঁটাচলায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এই রাস্তাগুলো পার্ক, বাজার, আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে যুক্ত করে। এর ফলে মানুষজন গাড়ি না চালিয়ে হেঁটে যেতে উৎসাহিত হয়।

সূর্যকে নামাতে আয়না

নরওয়ের কিছু শহরে শীতকালে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছায় না, কারণ পাহাড়ের কারণে সূর্যের আলো আটকে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়ের উপর বসানো হয়েছে বিশাল বিশাল আয়না। এই আয়নাগুলোকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে তারা সূর্যের গতিবিধি ট্র্যাক করে আর শহরের স্কোয়ার ও অন্যান্য জায়গায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। ফলে শীতের মাসগুলোতেও এখানকার বাসিন্দারা সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারেন। এই আলো শুধু রাস্তাঘাট আলোকিত করে না, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দেখায়, কীভাবে ভূগোলজনিত সীমাবদ্ধতাকে প্রযুক্তি দিয়ে দূর করা যায়।

জিরাফের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট

কেনিয়ার জিরাফ ম্যানরে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এখানকার বাসিন্দাদের, রথসচাইল্ড জিরাফগুলো, রোজ সকালে নিজেদের ইচ্ছামতো ম্যানরের চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। যখন অতিথিরা নিজেদের ব্রেকফাস্ট উপভোগ করেন, এই শান্ত প্রাণীগুলো তাদের লম্বা গলা জানলা আর দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যদি কোনও খাবার পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাটি যেন বন্যপ্রাণী আর আতিথেয়তার মধ্যে থাকা দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। জিরাফগুলো এখানে মানুষের উপস্থিতিতে বেশ অভ্যস্ত। এরা নিজেদের লম্বা জিভ দিয়ে খুব আলতো করে অতিথিদের হাত থেকে খাবার খেয়ে নেয়। এখানে থাকাটা শুধু একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা নয়, এটি বিপন্ন প্রজাতির জিরাফ সংরক্ষণেও সাহায্য করে।

পদ্মাপাড়ে বসল বিএসএফ চৌকি

বহরমপুর, ২৫ অগাস্ট : সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) মুর্শিদাবাদ জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করছে। নজরদারি বৃদ্ধিতে সাগরপাড়া গ্রামে পদ্মা নদীর পাড়ে বর্ডার আউটপোস্ট বসল। এর ফলে দুষ্কৃতী ও অনুপ্রবেশকারীরা এবার ওই এলাকার সীমান্তে সহজেই ধরা পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন সীমান্ত থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে পদ্মার পাড়কে সীমান্ত ধরেই সীমান্ত রক্ষীবাহিনী টহলদারি চালাত। অনধিকৃত জমিতে চাষের কাজে বা মাছ ধরতে যেতে হলে কৃষক ও মৎস্যজীবীরা বাহিনীর অনুমতি নিতেন। এখন ফাঁড়ি বসায় তাঁরা সহজেই যাতায়াত করতে পারবেন। এখন থেকে কৃষক ও মৎস্যজীবীরা সহজে নো ম্যানস ল্যান্ডে যাওয়া-আসা করতে পারবেন বলে বিএসএফের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

সাগরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মজিবর রহমান বললেন, 'বিএসএফের নজরদারি বাড়লে এলাকাবাসী উপকৃত হবেন। বাংলাদেশের মধ্যে থাকা কিছু ভারতীয় জমিতে চাষ করা ফসল তুলে আনতে কৃষকদের কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না। তাঁরা এখন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। যাতায়াতের কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না।'

সাগরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা কুরবান শেখের আশা, 'এখন আমরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত। আশা করি ওপারের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব বন্ধ হবে।'

যাবজ্জীবন সাজা

ডোমকল, ২৫ অগাস্ট : বছর পাঁচ আগের রোমহর্ষক এক হত্যাকাণ্ডে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করল মুর্শিদাবাদ জেলার তৃতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। দোষীদের নাম আজাবুল শেখ, সাজিবুল শেখ ও রেজাউল করিম মণ্ডল। ওই মামলার সরকারি আইনজীবীরা জানান, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ আদালতে দাখিল করা হয়েছিল। তা খতিয়ে দেখেই বিচারক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার এক উচ্চ আধিকারিক বলেন, 'তদন্তকারী আধিকারিকরা ভালো কাজ করায় বিচারপ্রার্থীরা খুব দ্রুত ন্যায়বিচার পেলেন।'

২০২০ সালের জুলাই মাসে ডোমকলের বাসিন্দা হায়দার আলির বাড়ির গ্রিল ভেঙে ওই তিন দুষ্কৃতী ভিতরে ঢুকে শাবল ও হাঁসুয়া দিয়ে মাথায় আঘাত করে। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন মা-ও। কলকাতা মেডিকেল কলেজে হায়দারের মৃত্যু হয়। তবে তাঁর মা প্রাণে বেঁচে যান।

১২ ফুটের প্রাচীর টপকে চম্পট

৫০টি সিসিটিভি থাকলেও প্রশ্নে হোমের নিরাপত্তা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : এ যেন বজ্র আঁটুনি, ফসকা গেরো দশা। চারদিকে প্রায় ১২ ফুট উচ্চতার প্রাচীর, তার উপরে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। হোম চত্বরজুড়ে প্রায় ৫০টি সিসিটিভির নজরদারি। এছাড়াও প্রাচীরের ধার ঘেঁষে সেন্সর অ্যালার্ম বসানো রয়েছে। রয়েছে পুলিশ পাহারাও। বারবার হোম থেকে আবাসিক পালানোর ঘটনায় এভাবেই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। তবু এত নিরাপত্তা এড়িয়ে সরকারি শুভায়ন হোমের তিন আবাসিক কর্পূরের মতো যেন উবে গেল। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায়, রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই কিশোররা গাছ বেয়ে উঠে প্রাচীর টপকে পালাচ্ছে। সে সময় সেন্সর অ্যালার্ম বাজেনি। নিরাপত্তারক্ষীরাও নাকি টের পাননি। পাশাপাশি হোম থেকে ৩ কিশোর পালাবার খবর পুলিশের কাছে আসে পরের দিন দুপুর ১২টার সময়। হোম কর্তৃপক্ষ বা নিরাপত্তারক্ষীরা কেন এত পরে বিষয়টি পুলিশকে জানাল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শুভায়ন হোম থেকে শিশু-কিশোরদের পালানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। বছর কয়েক আগেও এই হোম থেকে কিশোর পালানোর ঘটনা ঘটেছিল। তবে সেসময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পালিয়ে যাওয়া কিশোরদের পুলিশ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাকড়াও করে। শুধু একবারই কয়েকজন কিশোর বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু সেবারও একসঙ্গে কুড়িজনকে ধরেছিল বিজিবি। এবার কিশোর আবাসিকরা পালালেও, কেন সময়মতো পুলিশকে জানানো হয়নি, এর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। সোমবার থেকেই হোমের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছেন প্রশাসনের কর্তারা। তবে এই ঘটনা যে ফের একবার হোমের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, তা মানছেন কর্তারা।

রবিবার রাতে সরকারি শুভায়ন হোম থেকে একসঙ্গে তিন কিশোর পালিয়ে যায়। সরকারি শুভায়ন হোম চত্বরে থাকা দুঃস্থ ও অনাথ শিশু-কিশোরদের মধ্যে থেকে ওই তিন কিশোর পালাবার ছক কষে। আবাসনেই পাহারায় থাকেন পুলিশ ও সিভিক কর্মীরা। তাঁদের চোখে ধুলো দিয়েই ওই কিশোররা গাছ বেয়ে উঠে প্রায় ১২ ফুট উঁচু প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। যদিও হোমের বেড়া টপকে পালানো ততটা সহজ ছিল না ওই কিশোরদের পক্ষে। মনে করা হচ্ছে, হোম থেকে বেরিয়ে পালাতে গিয়ে আরও কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে ওই কিশোরদের।

জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায় বলেন, 'তিন কিশোর রাতেই পালিয়েছে। এত নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে তারা পালাল, কী কী ত্রুটি রয়েছে, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

গলদ কোথায়

- সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায়, রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ ওই কিশোররা গাছ বেয়ে উঠে প্রাচীর টপকে পালাচ্ছে
- সেই সময় সেন্সর অ্যালার্ম বাজেনি
- নিরাপত্তারক্ষীরাও নাকি টের পাননি
- হোম থেকে ৩ কিশোরের পালানোর খবর পুলিশের কাছে আসে পরের দিন দুপুর ১২টার সময়

কাদা মেখে

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও গ্রেপ্তার নিয়ে কিছু বলছি না। প্রধানমন্ত্রী জেনে গিয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপিকে দিয়ে কিছু হবে না। বিজেপির বকলমে যে সংগঠন আছে সিবিআই ও ইডি'র মতো, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জীবনকৃষ্ণকে ধরেছে ভালো, তবে শুধু কান টানলে হবে না, মাথাও টানতে হবে। পার্থ, মানিক, ভাইপো, কালীঘাটের কাকুদের বড় এজেন্ট ছিলেন জীবনকৃষ্ণ।'

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ইডি, সিবিআই-কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে দরকার নেই, সেখানে অতিসক্রিয়তা, যেখানে দরকার সেখানে নিষ্ক্রিয়তা।' অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় জীবনকৃষ্ণের বক্তব্যে অনেক অসংগতি পাওয়া যায়। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। মোবাইলের পাসওয়ার্ড ইডি-কে দিতে চাননি। বরং দাবি করেছেন, তিনি পালাননি। মোবাইলও ফেলেননি। দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে পকেট থেকে মোবাইল ছিটকে নর্দমায় পড়ে।

শেষপর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতা এনে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার পর ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। আদালতে ইডি জানায়, জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী ও বাবার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা রয়েছে। চাকরির নাম করে ৪৬ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। বিধায়কের আইনজীবী অবশ্য জানান, তদন্তে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে জামিনের আবেদন জানানো হয়নি।

সোমবার কাকভোর থেকে ইডি'র ওই অভিযানে শুধু জীবনকৃষ্ণের বাড়ি নয়, তাঁর পিসি তথা সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলার মায়া সাহার বাড়ি, রঘুনাথগঞ্জে বিধায়কের শ্বশুরবাড়ি, পুরুলিয়ার নিমটাঁড়ে মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়ি ও রাজারহাট সহ একাধিক জায়গায় হানা দেন তদন্তকারীরা।

তিন কিশোর

প্রথম পাতার পর

হোম সূত্রে জানা গিয়েছে, একই ঘরে থাকার সুবাদে তিনজনের বনিবনা দারুণ ছিল। ওই রাতেই তারা একসঙ্গে উঁচু প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। যা নিয়ে সরকারি হোমের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হোমের ভিতরে সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তারক্ষী ও বিশাল প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও কীভাবে রাতের অন্ধকারে তারা পালাল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পরিকাঠামো সত্ত্বেও

প্রথম পাতার পর

এই গ্রামগুলিতে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস-এ এর সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি এমনও রোগী রয়েছেন যাঁর শরীরে একইসঙ্গে লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। সরকারি চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, রাজগঞ্জ একটা উদাহরণ মাত্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই রোগগুলিতে মানুষ নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে বর্ষায় এই তিনটি রোগের সঙ্গে ডেঙ্গি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে রোগীর উপসর্গ দেখে এই রোগগুলি সন্দেহ করছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিভিন্ন জেলায় দু'-একটি করে ডেঙ্গির নমুনা পরীক্ষা করে পজিটিভ রিপোর্ট এলেও সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে না, এমনকি উপরমহলের নির্দেশ মেনে সরকারি পোর্টালেও আপলোড করা হচ্ছে না।

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, কালাজ্বর থেকে শুরু করে স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ সহ অন্যান্য ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি জেলায় আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি রয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় ২০২০ সালের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই এই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবেই দুজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, দুজন টেকনলজিস্ট এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকার কথা। বিভিন্ন ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়মিত রাজ্য এবং কেন্দ্রের তরফে আর্থিক বরাদ্দও আসছে। এক-একটি রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিটও অনেক ক্ষেত্রেই মজুত থাকে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবেও কিট কিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনও রেসপিরেটরি প্যানেল টেস্টও হচ্ছে না। বরং ওই ল্যাবের কর্মীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগে মানুষ সংক্রামিত হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে তা ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকারের বক্তব্য, 'যত দ্রুত নমুনা পরীক্ষা হবে, তত দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকানো যাবে।'

শ্রীঘরে ছোট বৌ

প্রথম পাতার পর

করে দিয়েছেন ও ধীরে ধীরে তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করছেন। এই সন্দেহকে কেন্দ্র করেই দুই সতিনের মধ্যে অশান্তি চলছিল।

আবদুল রশিদ আনসারি বলেন, 'গত ১৫ দিন ধরে আমার দ্বিতীয় স্ত্রী অসুস্থ। চিকিৎসক দেখিয়েছি। কিন্তু ওর সন্দেহ, আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ঝাড়ফুঁক-তুকতাক করে তাকে অসুস্থ করে ধীরে ধীরে মেরে ফেলবে। এমনকি আমাকে ও আমার সন্তানদেরও বড় বৌ নিজের বশে রেখেছে বলে তার সন্দেহ।'

আবদুল জানান, রবিবার সন্ধ্যায় তিনি নিজে ছিলেন দোকানে। বাড়িতে সবজি কাটছিলেন প্রথম স্ত্রী হাবিবা। দ্বিতীয় স্ত্রী আঞ্জুয়ারা মাছ কাটছিলেন। হঠাৎই মাছ কাটার অস্ত্র নিয়ে হাবিবার উপর হামলা করেন আঞ্জুয়ারা। খবর পেয়ে গুরুতর জখম হাবিবাকে উদ্ধার করে ভাটোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। ঘটনার পর দ্বিতীয় স্ত্রী আঞ্জুয়ারার বিরুদ্ধে ভাটোল ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আবদুল। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

গিলছে রিং বাঁধ

প্রথম পাতার পর

যা দেখে ভূতনির বাসিন্দারা রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কেশরপুরে চলা ভাঙনের কাজ বন্ধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। এই বিষয়ে অর্জুন মণ্ডল বলেন, 'একেবারে নিম্নমানের কাজ করা হচ্ছে। বস্তায় খুব কম পরিমাণে মাটি ভরা হচ্ছে। তারপর সেগুলি নদীতে ফেলা হচ্ছে। প্রশাসন এখনই এই কাজ বন্ধ করুক। এখানে কাজের নামে শুধু লুঠ করা হচ্ছে। আর প্রতিবাদ করলেই হুমকি দেওয়া হচ্ছে।'

এদিকে, মালদা জেলার রতুয়া-১, মানিকচক, কালিয়াচক-৩, ইংরেজবাজার, হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক সহ অন্যান্য এলাকায় রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের চরম গাফিলতি, দুর্নীতি ও অপদার্থতার কারণে নদীভাঙন ও বন্যা পরিস্থিতি প্রতিবছর তৈরি হচ্ছে বলে এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামফ্রন্টের নেতারা অভিযোগ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে শতরূপ ঘোষের কটাক্ষ, 'মালদা জেলার হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি, জমিজমা হারিয়ে সর্বস্বান্ত। আর ভাঙন রোধের নামে বস্তায় মাটি ভরে নদীতে ফেলা হচ্ছে। তাও অর্ধেক বস্তা। খিচুড়িতে জল মিশিয়ে বানভাসিদের খেতে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা কোটি কোটি টাকা নয়ছয় করছেন।' সিপিএম নেতা জামির মোল্লা ঘোষণা করেন, '১৭ সেপ্টেম্বর মালদা ও মুর্শিদাবাদের বানভাসিরা একসঙ্গে ফরাক্কায় সেচ দপ্তরের জেনারেল ম্যানেজারের অফিস ঘেরাও করবেন। তাতেও কাজ না হলে পুজোর পর দুই জেলার বানভাসিদের নিয়ে দিল্লি অভিযান হবে।'

রুহুল মোমিন অভিযোগ করে বলেন, 'শুখা মরশুমে কাজের জন্য বহুবার দাবি করা হলেও তা না করায় আমাদের প্রতিবছর ভুগতে হচ্ছে। নেতারা কাটমানি খাচ্ছেন।' অপর এক বানভাসি নজরুল হকের অভিযোগ, 'মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ দপ্তরের অধীনে থাকা নদীবাঁধ, স্লুইস গেটগুলির নিয়মিত পর্যবেক্ষণ, মেরামতি হয় না। গঙ্গা, ফুলহর, মহানন্দার পলি উত্তোলনে ড্রেজিং পদ্ধতি চালু না করলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না।'

কানসাট সহ ৮ পণ্যের জিআই দাবি

মালদা, ২৫ অগাস্ট : মালদা জেলার আটটি পণ্যের জিআই (জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন) স্বীকৃতির দাবি উঠেছে। দ্রুত যাতে সেই স্বীকৃতি মেলে তা নিয়ে সোমবার জেলা প্রশাসনের তরফে বৈঠক করা হয়। সেখানে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মাষকলাই, সোনামুগ ডাল, রসকদম, কানসাট, আশিনা, ল্যাংড়া আম, আমসত্ত্ব ও নবাবগঞ্জের বেগুনের জিআই স্বীকৃতির দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা বলছেন, 'জিআই ট্যাগ নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের বৈঠক হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যে জেলার আটটি পণ্যের জিআই স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছি। দ্রুত যাতে স্বীকৃতি মেলে, সেই ব্যাপারে এদিন জেলা প্রশাসনের বৈঠক হয়েছে।' নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, এদিনের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

গঙ্গাচরের মাষকলাই ও সোনামুগ ডাল বিখ্যাত। মালদার ভূতনি এলাকায় মূলত এর চাষ হয়। পাশাপাশি মানিকচক ও রতুয়ার গঙ্গাতীরবর্তী অংশেও এই দুই রকম ডাল উৎপন্ন হয়। যদিও আজও জিআই স্বীকৃতি মেলেনি। একই অবস্থা মালদার জনপ্রিয় মিষ্টি রসকদম ও কানসাটেরও। তালিকায় রয়েছে আশিনা, ল্যাংড়া আম, আমসত্ত্ব, নবাবগঞ্জের বেগুন। পণ্যগুলির জিআই স্বীকৃতি নিয়ে সোমবার মালদা জেলা প্রশাসনের তরফে একটি বৈঠক করা হয়। পণ্যগুলি কীভাবে দ্রুত স্বীকৃতি পেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

আরও ৩ জয়রাইড

প্রথম পাতার পর

শতবর্ষ পুরোনো হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিনে রাউন্ড ট্রিপের ব্যবস্থা থাকছে। প্রতি শনিবার দার্জিলিং থেকে রওনা হবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াংয়ে যাওয়ার পথে একাধিক পর্যটনস্থলে দাঁড়াবে সেটা। এরপর রাতটি 'ল্যান্ড অফ ওয়াইট অর্কিড'-এ নিজের পছন্দসই জায়গায় কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। থাকছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার হাতছানি। হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা মোমোর প্লেট সামনে রেখে কফি কাপ হাতে শহর শিলিগুড়িকে পাখির চোখে দেখার সুযোগ। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে ওই ট্রেন কার্সিয়াং থেকে পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছুটবে। এই জয়রাইডে ওয়ানওয়ে এবং রাউন্ড ট্রিপ, দু'ধরনের টিকিট পাওয়া যাবে। তৃতীয়টি 'কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল'। কার্সিয়াং থেকে মহানদী হয়ে ফের কার্সিয়াংয়ে ফিরবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটা ১৫ মিনিটে মহানদীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফিরে আসবে সকাল ১০টার মধ্যে। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ আরাম দেবে প্রাণকে। রোদ ঝলমলে আবহাওয়ায় পাহাড় দেখে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

খরচ কত? সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ হবে, আশ্বাস ডিএইচআর কর্তাদের। 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল' জয়রাইডে সিঙ্গল ট্রিপের ভাড়া জিএসটি সহ রিজার্ভেশন ৫০০ টাকা। রাউন্ড ট্রিপে ৭৫০ টাকা। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং স্টিম স্পেশালের ভাড়া রাখা হয়েছে ১৫০০ টাকা। মাঝের স্টেশন অর্থাৎ, ঘুম পর্যন্ত ভাড়া ৭৫০, সোনাদা পর্যন্ত ১০০০ এবং টুং পর্যন্ত ১২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। টাকার অঙ্কগুলো রাউন্ড ট্রিপের জন্য। কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল ট্রেনে রিজার্ভেশনের খরচ পড়বে জিএসটি সহ সিঙ্গল ট্রিপে ৩৫০ আর রাউন্ড ট্রিপের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা।

এনজেপি থেকে দার্জিলিং অবধি টয়ট্রেনের ভাড়া কমানোর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে এখনই যে রেল এব্যাপারে কিছু ভাবছে না, তা ডিএইচআর কর্তার কথায় স্পষ্ট। সংস্থার ডিরেক্টরের কথায়, 'টিকিটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই ভাড়ায় টয়ট্রেনে চাপতে সমস্যা নেই। তাই কমানোর কোনও ভাবনা এখন নেই।'

সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর বাস্তব কথা

প্রথম পাতার পর

তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না, দায়িত্ববোধ। কাজে ফাঁকি দিইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারেনি। পেশা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়া। কখনও কখনও নাম গোপন রাখতে হয়। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য।'

মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক। তাঁর কথায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল- স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনও অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগসুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন অনেকে। আমি ওপথে হাঁটিনি।

বিভুরঞ্জনের উপলব্ধি, আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধারদেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হত না!

বর্ষীয়ান এই সাংবাদিকের আক্ষেপ, শেখ হাসিনার শাসনকালে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে তিনিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও ফল পাননি। অথচ অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। তিনি দু'বার আবেদন করেও সফল হননি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখে কতজন কপাল বদলালেও বিভুরঞ্জন তাঁর লেখা দুটি বইয়ের জন্য দু'টাকা রয়্যালটিও পাননি।

তবে হ্যাঁ, একবার তিনি শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওই সফরের হাতখরচের জন্য টাকা আমি পেলেও সেটা কোট-প্যান্ট, জুতো কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং আরও দেনা হয়। হাসিনা-পরবর্তীকালে অবস্থা কি বদলেছে? বিভুরঞ্জনের আক্ষেপ, সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেস বিভাগ মনখোলা নয়। মিডিয়ায় যাঁরা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সবাই আতঙ্কে থাকেন। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর!

দীর্ঘদিন বহু পত্রিকায় দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার পর বিভুরঞ্জনের মন ভারী করে দেওয়া এই চিঠিতে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন, এখন কোনও কোনও পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করে ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না। এক সময় কত খ্যাতিমান লোক আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনও কোনও পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।

এই লেখার অনেকটা অগ্রজ এই সাংবাদিকের লেখা থেকে হুবহু তুলে দেওয়া। গত চার দশকের বেশি নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, এ যেন এপারের বৃত্তান্ত ওপারের বয়ানে লেখা। সাহসী সাংবাদিকতার দিন গিয়েছে। মাথা তুলে কাজ করার দিন অনেক কাল ইতিহাস হয়েছে। অভাব, অনটনের জীবন মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে চতুর্থ স্তম্ভের। শানিত কলম তুলে রেখে অনেকেই এখন জো হুজুর। বাঁচতে হবে তো!

বিভুরঞ্জনের পোস্টমর্টেমে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর ভিতরের রক্তক্ষরণ কোন ময়নাতদন্তে ধরা পড়বে?

ছোট তারা

কালিয়াগঞ্জ শহরের রায় কলোনির আর্য্য সাহা ৯ বছর বয়সেই দুরন্ত গতিতে বল করে জেলায় ক্রিকেট মহলে সুনাম অর্জন করেছে। ভালো বোলার হতে চায়।

সোমবার বালুরঘাটে করম পূর্ব মিলন মহোৎসবে আদিবাসী নৃত্য। ছবি : মাজিদুর সরদার

করম পূর্ব মিলন মহোৎসব

আদিবাসী সংস্কৃতির রং ছড়াল বালুরঘাটে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : জেলার প্রায় ২৫০টি করমপুজো কমিটির সদস্য একত্রিত হয়ে করম পূর্ব মিলন মহোৎসব আয়োজন করল বালুরঘাটে। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ ও রাজি পারহা সারনা প্রার্থনা সভা ভারত জেলা কমিটির তরফে সোমবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয় শহরে। স্বতন্ত্র আঙ্গিকের লাল-সাদা টুপি পরে হাতে একই রংয়ের পতাকা নিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। এরপরে রবীন্দ্র ভবনে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শতাধিক মানুষ একজোট হয়ে মহোৎসবে মেতে ওঠেন। যেখানে আদিবাসী নাচ ও গানের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী উৎসব চলে। পাশাপাশি, আদিবাসীদের নিজস্ব সারনা ধর্ম নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান থেকেই সারনা ধর্ম কোড অবিলম্বে চালুর দাবিও উঠেছে এদিন।

ভাদ্র মাসের একাদশী তিথিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ মেতে উঠবেন করমপুজোয়। তার আগে এই মিলন মহোৎসবে বালুরঘাটের আকাশ যেন রঙিন হয়ে উঠল আদিবাসী সংস্কৃতির ঢাকঢোল, নৃত্যগীত এবং উল্লাসে। সোমবার দুপুরে বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়েছেন বাঙালিরাও। জেলার নানা প্রান্ত থেকে প্রায় ২৫০টি করমপুজো কমিটির প্রতিনিধিরা এদিনের মহোৎসবে হাজির হয়েছিলেন। এক জায়গায় এতগুলি করমপুজো কমিটির সমবেত হওয়া এই জেলায় প্রথম। ফলে উৎসবের আমেজ ছিল চোখে পড়ার মতো। দুপুর গড়াতেই রবীন্দ্র ভবনের চত্বরে জড়ো হতে থাকেন হাজার হাজার মানুষ। ধামসা, মাদলের তালে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাচের ছন্দে মেতে ওঠেন আদিবাসী তরুণ-তরুণীরা। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি ললিতা টিগ্গা, জেলা পরিষদের সদস্য তথা আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জেলা সম্পাদক অশোককৃষ্ণ কুজুর। এদিনের মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে 'করমপুজো কেবল আচার নয়, এটা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উৎসব' এই বার্তাই দেওয়া হয়। দিনভর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আদিবাসী শিল্পীদের মাধ্যমে পল্লিজীবনের নানা উপাদান উঠে এসেছে এদিন।

> সারাবছর অপেক্ষা করি এই দিনটার জন্য। সবাই একসঙ্গে হলে অন্যরকম আনন্দ পাই। এবার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষের ভিড়ে পূর্ণ অডিটোরিয়াম দেখে মুগ্ধ হয়েছি।
>
> **শিউলি ওরাওঁ**
> *আদিবাসী শিল্পী*

উৎসবে যোগ দেওয়া তরুণী শিউলি ওরাওঁয়ের কথায়, 'সারাবছর অপেক্ষা করি এই দিনটার জন্য। সবাই একসঙ্গে হলে অন্যরকম আনন্দ পাই। এবার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষদের ভিড়ে পূর্ণ অডিটোরিয়াম দেখে মুগ্ধ হয়েছি।' করমপুজোর তাৎপর্য নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে থেকে অশোককৃষ্ণ কুজুর বলেন, 'মাঝে আদিবাসীদের আর্থিক দুর্বলতার কারণে করমপুজো কমে এসেছিল। আবার ক্রমশ তা উঠে আসছে। মানুষ বুঝছে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা না জানালে মানুষ টিকবে না। করমপুজো আমাদের মনে করিয়ে দেয়, গাছই আমাদের জীবন, জলই আমাদের শক্তি। তাই পুজোর আগে মিলন উৎসব আয়োজনের মধ্যে দিয়ে ভ্রাতৃত্ববোধ ও একতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

মালদা মেডিকেল কাণ্ডে ময়দানে বিজেপি

আতঙ্কে চিকিৎসক পড়ুয়া

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২৫ অগাস্ট : নিরাপত্তার অভাবে মেডিকেলে যেতে পারছেন না মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়া। একথা জানিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও পোস্ট করেছেন ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস নামে ওই চিকিৎসক পড়ুয়া। আর এই পোস্টকে সামনে রেখেই ময়দানে নেমেছে বিজেপি। সেই ভিডিওবার্তাকে রিপোস্ট করে সরব হয়েছেন বিজেপির শীর্ষ স্তরের নেতা-নেত্রীরা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এফআইআর দায়ের করার দাবি জানিয়ে মেডিকেল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। আবার বিজেপির এই পদক্ষেপকে সাম্প্রদায়িক রং লাগানোর চেষ্টা বলে দাবি করেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসক পড়ুয়ারা।

এদিকে, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওবার্তা পোস্ট করে ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস বলেন, 'গত ২১ অগাস্ট আমি সার্জিক্যাল বিভাগে কর্মরত ছিলাম। সেই সময় আমার সঙ্গে দায়িত্বে ছিলেন মহম্মদ মিজানুর রহমান। বিভাগে ভিড় থাকা সত্ত্বেও মিজানুর রোগী দেখছিলেন না। সেই কারণে আমি ওঁকে রোগী দেখার জন্য অনুরোধ করি। একথা বলায় উনি আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। উনি আমাদের সিনিয়ার দাদাকে ফোন করেন। আমিও সিনিয়ার দাদাকে ফোন করে বিষয়টি জানাই। সেই সময় মিজানুর আমার কাছ থেকে এমনভাবে মোবাইল কেড়ে নেন, তাতে আমার মাথায় লাগে। সেই সময় আমার চুলও ছিঁড়ে যায়। বাইরে গিয়ে আমি আমার সিনিয়ার দাদাদের বিষয়টি

মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বিজেপি নেতৃত্ব।

জানাই। উনি বিষয়টির মধ্যে ঢুকতে না চাওয়ায় আমি বিষয়টি আমার আরেক সহকর্মীকে জানাই। ওই সহকর্মী মিজানুরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাও করেন। কিন্তু মিজানুর তাতে রাজি হননি। তারপর মিজানুরকে ডাক্তারদের ঘরে নিয়ে গিয়ে কথা বলা হয়।'

ভিডিওবার্তায় ময়ূরাক্ষী আরও বলেন, 'মিজানুরের পরিবারের লোকজন আমার সহকর্মীকে ফোন করে হুমকি দেন। আমাদের কাছে সেই রেকর্ডিংও আছে। আতঙ্কে আমি মেডিকেলের সুপারের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা জানাই। মেডিকেল সুপারের হস্তক্ষেপে বিষয়টি সেখানেই মিটে যায়। পরদিন অধ্যক্ষের অফিস থেকে আমাকে ফোন করে ডাকা হয়। সেখানে ৩০-৪০ জন ছিল। আমরা নিজেদের বক্তব্য অধ্যক্ষকে জানাই। কিন্তু ওরা বিষয়টি মানতে না চেয়ে, আমাদের চারজনকে আটকে রাখেন। আমি সেখান থেকে বেরোতে চাইলে, আমাকে বেরোতে দেওয়া হয়নি। আমাদের প্রায় ১২ ঘণ্টা আটকে রেখে হেনস্তা করা হয়। মিজানুরের বাড়ি থেকে লোকজন এসে আমার সহকর্মীকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন। আমাদের এমন হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে, যে আমরা কলেজে আর যাইনি। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।'

সোমবার দুপুরে মেডিকেল সুপার ও প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা

> আমাদের এমন হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে যে, আমরা কলেজে আর যাইনি। আমি এই ঘটনার বিচার চাই।
>
> **ময়ূরাক্ষী বিশ্বাস**
> *চিকিৎসক পড়ুয়া, মালদা মেডিকেল*

করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় বলেন, 'গত ২১ তারিখ মালদা মেডিকেলে কর্তব্যরত অবস্থায় এক মহিলা চিকিৎসক পড়ুয়াকে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা করা হয়। আরজি কর, কসবার পর মালদা মেডিকেল কর্তৃপক্ষকেও আমরা একইরকমভাবে দেখতে পাচ্ছি। ৭২ ঘণ্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এ নিয়ে এখনও এফআইআর পর্যন্ত হয়নি। ওই চিকিৎসক পড়ুয়া সুরক্ষার অভাবে মেডিকেলে যোগদান করতে পারছেন না। আমরা মেডিকেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে এই ঘটনার উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে বলেছি। ওই মহিলা চিকিৎসককে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিয়ে যোগদান করানোর কথাও জানিয়েছি।'

জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'মালদা মেডিকেলের ঘটনায় আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি। এধরনের ঘটনা কাম্য নয়। বিজেপি যদি হাসপাতালের পরিষেবা বন্ধ করার চেষ্টা করে রাজনীতি করে, তবে মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।'

বিক্ষোভকারী আন্দোলনরত পড়ুয়াদের তরফে সৌম্যদীপ কাঞ্জি বলেন, 'এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি নোংরা সাম্প্রদায়িক খেলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আমরা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই, এই নোংরা রাজনীতিকে আমরা প্রতিহত করব।'

মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ করব। ওই মহিলা চিকিৎসক ই-মেল মারফত ছুটির আবেদন জানিয়েছেন। বিভাগীয় প্রধানের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।'

ভুয়োর দৌরাত্ম্যে বঞ্চিত প্রকৃতরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভুয়ো শিল্পীদের নাম শিল্পী ভাতা প্রাপকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রকৃত বাউল ও লোকশিল্পীরা ন্যায্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এমনই অভিযোগ উঠল বঙ্গীয় বাউল ও লোকশিল্পী সংঘের রাজ্য সম্মেলনে। সোমবার রায়গঞ্জের বিধান মঞ্চে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পরীক্ষিৎ বালা, কার্যনির্বাহী সভাপতি তরণী সেন মহান্ত সহ একাধিক শিল্পী ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্রতি মাসে শিল্পীরা বর্তমানে ১,০০০ টাকা করে শিল্পী ভাতা পান। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পরীক্ষিৎ বালা বলেন, 'আজকের দিনে এই সামান্য টাকায় সংসার চালানো সম্ভব নয়। অন্তত পাঁচ হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার দাবি আমরা সরকারের কাছে জানাব।' অনেক ভুয়ো শিল্পী তালিকায় ঢুকে ভাতা পাচ্ছেন বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, 'কারা প্রকৃত শিল্পী আর কারা ভুয়ো, সেটা দেখা সরকারের কাজ। শিল্পী নন অথচ ভাতা পাচ্ছেন, এমনটা কোনওভাবেই হওয়া উচিত নয়।'

সংগঠন নেতৃত্বের অভিযোগ, ভাতা প্রাপকের তালিকা তৈরির সময় কোনও বাছাই কমিটি ছিল না। ফলে বহু ভুয়ো নাম ঢুকে পড়েছে। পরীক্ষিৎ বালা নিজেও স্বীকার করেন, তাঁর নিজের কোনও কার্ড নেই, ভাতাও পান না।

প্রকৃত পেশাদার শিল্পী না হয়েও যে অনেকে শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন তা স্বীকার করেছেন অনেক ভাতা প্রাপকই। এমনকি বহু ভাতা প্রাপক সঠিকভাবে বলতেও পারেন না, কেন তাঁরা শিল্পী ভাতা পাচ্ছেন। যেমন বারোদুয়ারি গ্রামের নিরানন্দ বর্মন বললেন, 'মাঝেমধ্যে কীর্তন করি। ভাতা পাচ্ছি অনেকদিন ধরে।' ছটপড়ুয়ার সুরেন বর্মনের কথায়, 'অভিনয় করি বলে ভাতা পাই।' আবার দক্ষিণ বিষ্ণুপুর গ্রামের সুরবালা বর্মন ও সুমিত্রা বর্মন জানান, তাঁরা কৃষিকাজের পাশাপাশি অবসরে কীর্তন করেন। ভাতার পাশাপাশি 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্প থেকেও তাঁরা অনুদান পান। খোকসা গ্রামের হারাধন বর্মন আবার মাঝেমধ্যে কীর্তনের আসরে খোল বাজিয়েই ভাতা প্রাপক শিল্পী হয়ে গিয়েছেন। প্রকৃত পেশাদার শিল্পীদের অভিযোগ, এভাবে ভুয়ো শিল্পীদের জন্য তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন। রায়গঞ্জের নটপাড়ার

> **অভিযোগ**
>
> - বহু ভুয়ো শিল্পীর নাম রয়েছে শিল্পীভাতা প্রাপকের তালিকায়
> - ভুয়ো শিল্পীদের জন্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক প্রকৃত লোকশিল্পী
> - ভাতা পান না খোদ বঙ্গীয় বাউল ও লোকশিল্পী সংঘের রাজ্য সভাপতি তথা প্রখ্যাত বাউল পরীক্ষিৎ বালা

বাদ্যকার অজয় নট্ট ও মাখন নট্টর ক্ষোভ, আমরা প্রকৃত শিল্পী হওয়া সত্ত্বেও ভাতা পাই না। অথচ ভিন্ন উপায়ে কার্ড করে অনেকেই ভাতা পাচ্ছেন।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শ্যামসুন্দর পাল জানান, বর্তমানে রাজ্যে মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার জন শিল্পী ভাতা পান। উত্তর দিনাজপুর জেলার ৯টি ব্লকে ভাতা প্রাপকের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার।

উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক শুভম চক্রবর্তী বলেন, 'এই জেলায় বেশ কিছু অভিযোগের পর অনেকের ভাতা বাতিল করা হয়েছে। নতুন কোনও অভিযোগ এলে অবশ্যই তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

রায়গঞ্জের বীরনগর জিএসএফপি স্কুলে এভাবেই ক্লাস চলে। -সংবাদচিত্র

মিড-ডে মিলের শেডে পঠনপাঠন

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলি পরিকাঠামো, ছাত্রসংকট ও বিভিন্ন কারণে ধুঁকছে। রায়গঞ্জ শহরেরও একই ছবি। রায়গঞ্জ শহরের ২৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে হাতেগোনা কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখ্যক পড়ুয়া রয়েছে।

তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বীরনগর জিএসএফপি স্কুল। কিন্তু এই স্কুলে নেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণিকক্ষ। বাধ্য হয়ে মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গায় ক্লাস নিতে হচ্ছে শিক্ষকদের। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের, তবে সমাধানের কোনও উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য একাধিকবার আবেদন জানালেও তা হয়নি। যদিও প্রশাসন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

স্কুলে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৪০০ জন পড়ুয়া আছে। শ্রেণিকক্ষ আছে ৪টি। তার মধ্যে একটি শ্রেণিকক্ষ টিনের। বর্ষাকালে জল জমে যায়। তাই বাধ্য হয়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের অল্টারনেটিভভাবে মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গায় ক্লাস করান শিক্ষক-শিক্ষিকারা। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যেদিন মিড-ডে মিলের ঘরে ক্লাস নেওয়া হয় সেদিন ওই ক্লাসের পড়ুয়া

> **সমস্যা যেখানে**
>
> - স্কুলে প্রি-প্রাইমারি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৪০০ জন পড়ুয়া আছে, শ্রেণিকক্ষ আছে ৪টি, তার মধ্যে একটি শ্রেণিকক্ষ টিনের
> - তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গায় ক্লাস করান শিক্ষক-শিক্ষিকারা
> - যেদিন মিড-ডে মিলের ঘরে ক্লাস নেওয়া হয় সেদিন ওই ক্লাসের পড়ুয়ারা কম উপস্থিত হয়

কম উপস্থিত হয়। অনেক সময় অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় শিক্ষকদের।

স্কুলের পড়ুয়া অর্পণ দাস, স্নেহাশিস সাহা, দীপশিখা রায় সহ অনেকেই জানায়, মিড-ডে মিলের জায়গায় ক্লাস করতে তাদের ভালো লাগে না। তাই যেদিন ওখানে ক্লাস থাকে তারা সেদিন স্কুলে আসে না।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দুলাল সাহা চৌধুরীর কথায়, স্কুলে শ্রেণিকক্ষের অভাব তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে ১১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার বসার জায়গা পর্যন্ত নেই। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এই সমস্যা চলছে। তবে সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক ও শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছে।

স্কুলের সহকারী শিক্ষক নিমাই সিংহ রায়ের কথায়, 'এমন সমস্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিবেশকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। শিক্ষণ এবং শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করছে। বৃষ্টি, ঝড়, রোদের মধ্যে মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা খুব কষ্ট করে ক্লাস করে।'

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য, 'আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের জন্য জানিয়েছি। সমস্যা মিটে যাবে।'

শিশু সুরক্ষায় কর্মশালা

রায়গঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : শিশু সুরক্ষার বার্তা সর্বত্র পৌঁছে দিতে জেলা প্রশাসন সোমবার রায়গঞ্জে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। কর্ণজোড়ায় জেলা পরিষদের রবীন্দ্র সভাকক্ষে আয়োজিত ওই কর্মশালায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েরা, স্পেশাল এডুকেটর সহ সমাজের নানা স্তরের বাসিন্দারা শামিল হন। পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস, জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক অসিতরঞ্জন দাস, মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা শিশুদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি সবার সামনে তুলে ধরেন। নেশামুক্ত পরিবেশে শিশুদের লালনপালন করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহ রোধ, শিশু পাচার প্রতিরোধ ও শিশুর অধিকার সুরক্ষায় সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজের আহ্বান জানানো হয়।

বুনিয়াদপুরে কর্মীসভা

বুনিয়াদপুর, ২৫ অগাস্ট : সোমবার বুনিয়াদপুরে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কর্মীসভা হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে বুনিয়াদপুর সুকান্ত ভবনে সভার আয়োজন করা হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শতাধিক কর্মী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ২০ সেপ্টেম্বর কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে ঐতিহাসিক শহিদ দিবস পালনের প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও দুই শহিদের জীবনী, কোচবিহার নিয়ে আলোচনা ও রাজবংশী ভাষায় ২০০টি স্কুল প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বংশীবদন বর্মন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিপ্লব বর্মন, জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ বর্মন প্রমুখ।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে সূত্রধরপাড়ায় খানাখন্দে ভর্তি রাস্তা। ছবি : চয়ন হোড়

রাস্তা নিয়ে তর্জা গঙ্গারামপুরে

জয়ন্ত সরকার

গঙ্গারামপুর, ২৫ অগাস্ট : আপাতদৃষ্টিতে পাকা রাস্তা। কিন্তু সেই পাকা রাস্তায় গর্তে ভরা। বর্ষার সময় তাই রাস্তার ওই গর্তগুলিতে জল জমে থাকছে। এতে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

গঙ্গারামপুর শহরের কালীতলা থেকে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূত্রধরপাড়া, লক্ষ্মীতলা হয়ে সুকদেবপুর যাওয়ার রাস্তাটির এমন অবস্থা।

ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক রাজীব দাস বলেন, 'আমাদের এই রাস্তাটির খুব খারাপ অবস্থা। রাস্তার অনেক জায়গা ভেঙে রয়েছে। রাস্তার পাশে ড্রেন না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতে জল জমে থাকে। প্রশাসন রাস্তাটির ব্যাপারে নজর দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

রাস্তাটি দিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ড, বেলবাড়ি-২, সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেক মানুষ যাতায়াত করেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটি।

ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মানিক রায়ের বক্তব্য, 'এলাকাটি পুরসভার হলেও রাস্তাটি জেলা পরিষদের অধীনে। তাই পুরসভা সেখানে কাজ করতে পারছে না। জেলা পরিষদের গাফিলতির জন্য রাস্তার এমন অবস্থা। এই রাস্তাটি কুশমণ্ডি পর্যন্ত গিয়েছে। তবে রাস্তাটি মেরামতের জন্য জেলা পরিষদের কাছে আমরা আবেদন করেছি।'

পালটা পুরসভার গাফিলতিতে রাস্তার এমন বেহাল দশা বলে অভিযোগ জেলা পরিষদের সদস্যের। জেলা পরিষদ সদস্য মৃণাল সরকারের কথায়, '২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে জেলা পরিষদের তরফে রাস্তাটি সুকদেবপুর পর্যন্ত সংস্কার করা হয়েছিল। যে সমস্যাটি হচ্ছে, তা হল, পুরসভার জল নিকাশি ব্যবস্থা খুব খারাপ। রাস্তার দুই ধারের বাড়িগুলো উঁচু হওয়ায় রাস্তার ওপরে জল জমে থাকে। পুরসভা নর্দমার ব্যবস্থা করে দিলে এমন সমস্যা আর হবে না।'

গঙ্গারামপুর নাগরিক কমিটির সম্পাদক স্বাধীন মল্লিকের বক্তব্য, 'দুর্গাপুজো আসছে। অনেক মানুষ এই রাস্তা দিয়ে শহরে ঠাকুর দেখতে আসেন। কিন্তু রাস্তার এমন পরিস্থিতি পুজোর আগে ঠিক করলে ভালো হয়। রাস্তার পাশে নর্দমা করে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।'

পুজোর ক'দিন বন্ধ মাংসের হাট

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : হাট এবং সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে হাটের গুরুত্বও অনেক। রায়গঞ্জ শহরের কাছেই রূপাহার। প্রতি বুধবার এখানে হাট বসে। সাধারণত এই হাটকে সকলেই খাসির মাংসের হাট হিসেবে চেনেন ও জানেন। তবে প্রতি বছর পুজো এলেই, রায়গঞ্জের এই ঐতিহ্যবাহী হাটের ভিন্ন ছবি দেখা যায়। হাটের মাঝখানে গড়ে ওঠে পুজোমণ্ডপ। হাট ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও আনন্দে মেতে ওঠেন সেসময়।

দীর্ঘ ৬৩ বছর ধরে এই হাটে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছেন হাটের ব্যবসায়ীরা। পুজোর মূল দায়িত্বে থাকেন হাটের মাংস ব্যবসায়ীরা। পুজো কমিটির সম্পাদক পদে দীর্ঘ ৩১ বছর ধরে রয়েছেন হাটের মাংস বিক্রেতা উজ্জ্বল রায়। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাঁর বাবা পুজোর মূল দায়িত্বে ছিলেন। পুজোর কদিন মাংস বিক্রি বন্ধ রাখেন বিক্রেতারা।

৬৩ বছর আগে মহাদেবপুর, সারাই, রূপাহার, জয়নগর এলাকায় কোনও পুজো হত না। এলাকার মহিলাদের অষ্টমীপুজোর অঞ্জলি দিতে যেতে হত দেবীনগর এলাকায়। শিশুরা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হত। ফলে রূপাহার হাটখোলায় প্রথম দুর্গাপুজো করেন এলাকার পুলদাকান্ত রায়, ভোলা রায়, জানকীনাথ শীল-এর মতো বাসিন্দারা। মহিলা ও শিশুদের কথা চিন্তা করে স্থানীয় কয়েকজন হাট ব্যবসায়ীকে নিয়ে পুজোর সূচনা করেন। এঁদের মধ্যে হাটের মাংস ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। উজ্জ্বল বললেন, 'হাটের সব ব্যবসায়ী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা পুজোতে সাহায্য করেন।' অষ্টমীতে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য প্রচুর ভিড় হয়। ফলে চলতি বছর মহিলা স্বেচ্ছাসেবক থাকবে বলে জানান তিনি। তবে শুধুমাত্র পুজো নয়, পুজোর পাশাপাশি বস্ত্র বিতরণ, প্রবীণ ব্যক্তিদের সংবর্ধনা, সাংস্কৃতিক

এল এল পুজো এল

অনুষ্ঠান ও বাউলগানের আয়োজন করেন উদ্যোক্তারা।

প্রায় ২৫টি খাসির মাংসের দোকান বসে প্রতি বুধবার। রায়গঞ্জের পাশাপাশি ইটাহার, হেমতাবাদ ও কালিয়াগঞ্জ থেকে ক্রেতারা মাংস কিনতে আসেন। উজ্জ্বল জানান, হাটের ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের দেওয়া চাঁদায় এই পুজো হয়। তবে এবছর ১ লাখ ১০ হাজার টাকা অনুদান পাওয়ায় কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছেন তাঁরা। বাজেট প্রায় ৭ লাখ টাকা।

> প্রতিবার পুজো এলে এলাকার পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যায়। হাটটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।
>
> **উত্তম দেব পাল**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম দেব পালের কথায়, 'প্রতিবার পুজো এলে এলাকার পরিবেশ পরিবর্তন হয়ে যায়। হাটটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়।' তবে তাঁর দাবি, 'পুজোর দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন সবাই মাংস বিক্রেতা নন। সব ধরনের ব্যবসায়ীরা আছেন।' স্মৃতিচারণ করে উজ্জ্বল জানালেন, তাঁর বাবা পুলদাকান্ত সহ গ্রামের মানুষ পুজো শুরু করেছিলেন। তাঁরা সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। এলাকায় সবথেকে পুরোনো পুজো বলে জানালেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সুপ্রিয় কুণ্ডু।

হাট আজও টিকে আছে খাসির মাংসের জন্য। সম্প্রতি জাতীয় সড়ক চওড়া করার জন্য রাস্তার দু'পাশ দখলমুক্ত করা হয়েছে। ফলে হাটের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তবুও হাল ছাড়েননি পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা। মাংস বিক্রেতা নিরঞ্জন রায়, অসিত বৈশ্য, নিতাই রায়, মিঠুন রায়, মিঠুন বৈশ্য সহ অনেকে এই হাটে দীর্ঘদিন ধরে মাংস বিক্রি করেন। পুজো এলেই সব দায়িত্ব সামলাতে হয় তাঁদের।

রাগার নীতিবোধে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া প্রকাশের পর থেকে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে রাহুলকে পালটা নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদের নৈতিকতা নিয়ে।

১২ বছর আগে তৎকালীন ইউপিএ সরকার দোষী সাব্যস্ত জনপ্রতিনিধিদের বাঁচাতে একটি অধ্যাদেশ এনেছিল। যাতে অযোগ্য ঘোষিত সাংসদ, বিধায়কদের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসতে ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

পশুখাদ্য দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতেই মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই অধ্যাদেশটি এনেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধি 'ননসেন্স' বলে প্রকাশ্যে অধ্যাদেশটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যার জেরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিল মনমোহন সিং সরকার।

সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে আরজেডির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে রাহুল গান্ধির কংগ্রেস। এমন একটা সময়ে রাহুলের সেই অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অমিত শা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতে মনমোহন সিং সরকারের আনা ওই অধ্যাদেশ কেন রাহুল গান্ধি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? সেদিন যদি নীতিগত কারণে তিনি তা করেছিলেন, তাহলে সেই নীতি আজ কোথায় গেল? পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'নিজের দলের সরকারের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন রাহুল। অথচ তিনিই এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাহলে সেইদিন প্রতিবাদ করেছিলেন কেন? মনমোহন সিং তো চিরদিনের মতো ইতিহাসের কাছে দোষী হয়ে গেলেন।'

দিনকয়েক আগে সংসদের বাদল অধিবেশনে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে মোদি সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, যদি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেলের শাস্তি দেয় আদালত এবং কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য তিনি কারাবন্দি থাকেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩১ তম দিনে পদ হারাবেন। কেন্দ্রের এই খসড়া বিলের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। শা'র যুক্তি, শুধু বিরোধীরা নয়, শাসক শিবিরের ওপরও প্রস্তাবিত শর্তাবলি সমানভাবে কার্যকর হবে। দলমত নির্বিশেষে দোষী সাব্যস্ত এবং ৩০ দিন জেলে কাটানো সব প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে পদ খোয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে শা জানান, মোদি নিজেই প্রস্তাবিত আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী পদকে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'সংবিধানপ্রণেতারা কখনও কল্পনা করেননি যে ভবিষ্যতে নেতারা এত নির্লজ্জ হয়ে উঠবেন। জেলে গিয়েও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়বেন না।' জবাব দিতে দেরি করেননি কেজরিওয়ালও। সোমবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং তিনি যদি পরবর্তীকালে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে যাঁরা তাঁকে ফাঁসিয়েছেন তাঁদের কত দিনের জেল হবে?'

> পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।
>
> **অমিত শা**

ধনকরকে নিয়ে গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি জগদীপ ধনকরকে। তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে গুঞ্জন চলছিল। সোমবার সেই জল্পনা খারিজ করে অমিত শা বলেন, 'জগদীপ ধনকর তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য-সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি সাংবিধানিক পদে ছিলেন এবং সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। এই বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা উচিত নয়।'

দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয় : লখনউ নিজের সন্তানকে বরণ করল বীরের মর্যাদায়। সিটি মন্টেসরি স্কুলের প্রাক্তনী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শহরে পা রাখতেই পুষ্পবৃষ্টি করল স্কুল পড়ুয়ারা। শিশু পড়ুয়াদের অনেককেই দেখা গেল মহাকাশচারীর পোশাকে বেলুন ওড়াতে। শিশুদের কাছে পেয়ে শুভাংশু বললেন, '২০৪০-এ চাঁদে যেতে তোমরা তৈরি তো?' কান-ফাটানো চিৎকারে শিশুরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ...।'

জেপিসি নিয়ে চিড় 'ইন্ডিয়া' জোটে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে শাসক শিবিরকে বেগ দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। একাধিক বিতর্কে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। কিন্তু অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বিরোধী ঐক্যে ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট। যার কেন্দ্রে রয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন।

গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা লোকসভায় ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী সহ তিনটি বিতর্কিত বিল পেশ করেন। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধ বা দুর্নীতির অভিযোগে টানা ৩০ দিন আইনি হেপাজতে থাকেন সেক্ষেত্রে তাঁকে পদ খোয়াতে হবে। বিলটি উপস্থাপনের সময় বিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার ছবি দেখা গেলেও এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্রপট পালটে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং আম আদমি পার্টি (আপ) সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা জেপিসিতে কোনও সদস্য পাঠাবে না। তৃণমূলের বক্তব্য, জেপিসি আসলে 'ভাঁওতা', যে কমিটির মাধ্যমে সরকার কেবলমাত্র একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। সূত্রের খবর, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও একই পথে হাঁটতে পারে।

অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস। তাদের মতে, জেপিসিতে থেকে শক্তিশালী বিরোধিতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং সরকারপক্ষের অযৌক্তিক পদক্ষেপগুলি জনসমক্ষে আনার জন্য এই মঞ্চ কাজে লাগানো যেতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, বিতর্কিত এই বিলগুলি নিয়ে জনমত তৈরির জন্য জেপিসিতে অংশগ্রহণ করাই কৌশলগতভাবে লাভজনক। তাদের সঙ্গে একমত বাম দলগুলি। ডিএমকে, এনসিপি, আরজেডি এবং জেএমএম-কে এই ইস্যুতে পাশে পাওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেপিসি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব বিরোধী জোটের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'আমরা জানি যে জেপিসির নেতৃত্ব থাকবে এনডিএ-র হাতে, কিন্তু বিরোধী কণ্ঠকে একবারে অদৃশ্য করে দেওয়া উচিত নয়। সংসদে আলোচনা না করে বিল পাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই জেপিসিতে আমাদের অবস্থান জানানো জরুরি।'

রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, কংগ্রেস যদি জেপিসিতে একা যায় এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দলগুলি যেমন বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস সেখানে যুক্ত হয়, তাহলে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তখন সরকার পক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা জেপিসিতে এই নিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থান 'বিরোধী মত' হিসেবে গণ্য হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বস্তি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার আদালত জানিয়েছে, মোদির স্নাতক শংসাপত্র প্রকাশ করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য নয়। আর আদালতেরও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) নির্দেশও খারিজ করেছে উচ্চ আদালত।

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন অনুমতি দিয়েছিল ১৯৭৮ সালের বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব ছাত্রছাত্রীর নথি খতিয়ে দেখার। বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ওই বছর বিএ পাশ করেছিলেন। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রথম শুনানির দিনেই তা স্থগিত হয়ে যায়।

আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, তথ্য আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের চেয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তারা ছাত্রছাত্রীদের তথ্য 'ফিডিউশিয়ারি ক্যাপাসিটি' অর্থাৎ দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা করে। তাই 'কেবলমাত্র কৌতূহল' মেটানোর জন্য সেই তথ্য দেওয়া যায় না। তবে আদালত চাইলে তারা প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির নথি দেখাতে রাজি।

অন্যদিকে আরটিআই আবেদনকারী নীরজ শর্মার আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জনস্বার্থের বিষয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করত। তাই এই তথ্য গোপন করার কোনও যুক্তি নেই।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শচীন দত্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে সায় দিয়ে সিআইসি-র নির্দেশ বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। আজকের রায়ের পর সেই ডিগ্রি বিতর্ক আর চলে কি না, সেটাই দেখার।

মশকরার জন্য ক্ষমা চাইতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সমাজমাধ্যমে 'রসিকতা' আর 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ'—এই দুইয়ের সীমারেখা টেনে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কৌতুকশিল্পী সময় রায়না সহ পাঁচ জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসি জীবনের অংশ, কিন্তু যখন অন্যের দুর্বলতা নিয়ে আমরা হাসি-মশকরা করি, তখন সেটা আর নির্মল বিনোদন থাকে না। তখন সেটা হয়ে যায় আঘাত। ইনফ্লুয়েন্সারদের সতর্ক করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আপনারা বিনোদনের আড়ালে বাণিজ্য করছেন। এরকম একটা মঞ্চ থেকে গোটা সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এও জানিয়েছে, 'নিজেদের চ্যানেল বা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে আপাতত ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় দেওয়া হবে অভিযুক্তদের।'

অতিবৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে গঙ্গা নদী। সোমবার প্রয়াগরাজে।

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : হাসপাতালে ঢোকার মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল জামিল আনসারির। ভাবছিলেন, শেষপর্যন্ত চিকিৎসা জুটবে তো! ফরিদাবাদের এই বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। কিন্তু সেই ভোগান্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে চিকিৎসা সংকট। কানাঘুষো তিনি শুনেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড থাকলেও সরকারি বা বেসরকারি—কোনও হাসপাতালেই চিকিৎসা মিলছে না।

সাত বছর আগে শুরু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বছরে প্রতি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা কভারেজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এপর্যন্ত ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এর আওতায়। কিন্তু গোটা দেশে সরকারের কাছে হাসপাতালগুলির বকেয়া বিলের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১.২১ লক্ষ কোটি টাকায়। ফলে মণিপুর, রাজস্থান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বেসরকারি হাসপাতাল রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া আর চাঁদে গিয়ে কফি খাওয়া তো একই ব্যাপার! সুতরাং জামিলের দুর্ভাবনার কারণটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সবচেয়ে করুণ দশা হরিয়ানায়। এখানে জাতীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 'চিরায়ু যোজনা', দুটোই থমকে গিয়েছে অর্থাভাবে। ৭ অগাস্ট থেকে ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে, বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হয়ে যাওয়ায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একদিকে বকেয়া তো বাড়ছেই। তার ওপর সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক চিকিৎসা-প্যাকেজের হার অনেক কম এবং কাটছাঁট হচ্ছে বিলের টাকাতেও। ফলে সরকারি প্রকল্পের হ্যাপা সামলাতে গিয়েও গণেশ ওলটানোর জোগাড় বেসরকারি পরিষেবার।

দিল্লির কাছে পানিপথে ২৪ অগাস্ট চিকিৎসকদের সংগঠন আইএমএ আন্দোলনে নেমে আয়ুষ্মান প্রকল্পের চুক্তিপত্র পুড়িয়ে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি টানাপোড়েনে রোগীরাই পড়েছেন সবচেয়ে বিপাকে। কারও ক্যানসারের কেমোথেরাপি শুরু হলেও অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে নগদ টাকায় চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। কারখানার শ্রমিক ধর্মবীরের কটাক্ষ মেশানো আক্ষেপ, 'সরকারি কার্ড আছে, কিন্তু কাজে লাগে না। তাই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' সরকারের দাবি, 'হাসপাতালগুলি বাড়তি বিল দিচ্ছে, তাই খতিয়ে দেখতে সময় লাগছে।' তবে ডাক্তাররা বলছেন, 'বাজেট না বাড়ালে আর স্বচ্ছতা না এলে প্রকল্প ভেঙে পড়বে।'

দেশজুড়ে চিকিৎসার চালচিত্রটা প্রায় একই। মণিপুরে ৮০ কোটি বকেয়া, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০০ কোটি, রাজস্থানে ২০০ কোটি টাকা আটকে আছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাবি করেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত সাধারণ মানুষকে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে!

বকেয়া লক্ষ কোটি টাকা

একনজরে

- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা
- শুধু হরিয়ানাতেই ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে। বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা
- হাসপাতালগুলির অভিযোগ, বিল মেটাতে দেরি ও অযৌক্তিক কাটছাঁট হচ্ছে। সরকারের পালটা অভিযোগ, হাসপাতালগুলি অতিরিক্ত বিল করছে
- ধারের ভারে ধুঁকছে মণিপুর, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর সহ প্রায় সব রাজ্যই

শুল্কের ধামাকা সামলাতে আজ বৈঠকে পিএমও

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে ২৫ শতাংশ হারে জরিমানা যোগ করেছে ট্রাম্প সরকার। এর জেরে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের পণ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। বুধবার থেকে শুল্কের নয়া হার কার্যকর হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও) এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। আমেরিকার চড়া শুল্কের মোকাবিলায় ভারতের কৌশল নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, পিএমও-র মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করবেন। তার আগে সরকারের তরফে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এবং রপ্তানিকারকদের সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। রপ্তানিকারীরা কেন্দ্রকে জরুরি ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প এবং ক্ষেত্র বিশেষে কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৬ অগাস্টের বৈঠকে সেইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রপ্তানি ক্ষেত্র এবং দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত রাখার চেষ্টা চলছে। এজন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর সরকারের তরফে বড় ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ নিয়ে আলোচনা

তবে আমেরিকার চাপে ভারত যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার নীতি থেকে সরে আসবে না, সে ব্যাপারে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। রবিবার মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার বলেন, 'অন্যায় এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। আমাদের লক্ষ্য হল ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভারতের জ্বালানি নীতি দেশবাসীর কথা ভেবে ঠিক হয়। কোনও বিদেশি চাপ এই নীতিতে বদল আনতে পারবে না।' যে দেশ ভারতকে কম দামে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে, তাদের কাছ থেকেই তা কেনার কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত।

এদিকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তাঁর বক্তব্য, 'রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রাকে কঠিন করে তুলতে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে। এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী আর্থিক নীতির প্রয়োগ।'

আমিষ নিষিদ্ধ রাজস্থানে

জয়পুর, ২৫ অগাস্ট : ২৮ অগাস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর, বছরে এই দুই দিন মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ হল রাজস্থানে। ২৮ অগাস্ট 'পর্যুষন উৎসব' এবং ৬ সেপ্টেম্বর 'অনন্ত চতুর্দশী' পালন করা হয় এই রাজ্যে।

সোমবার মাংস বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজস্থান সরকার। ওই দুই দিন কষাইখানা, মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে। এর আগে ডিম বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ধর্মীয় সংগঠনগুলির দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ১৫ এবং ২০ অগাস্ট মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বলে এর নিন্দা করেছিল বিরোধীরা।

সন্ত্রাসীদের ছাড়ব না : প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সিঁদুর অভিযানের তিন মাস পর ফের সন্ত্রাসীদের সাবধান করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, সন্ত্রাসীরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাঁর সরকার একজনকেও ছেড়ে দেবে না। পহলগামের ঘটনার পর ভারত জঙ্গিদের ওপর কীভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, বিশ্ব তা দেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু'দিনের সফরে সোমবার আহমেদাবাদে এসে পৌঁছোন। মোদি তাঁর ভাষণে ভগবান কৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধির কথা উল্লেখ করে জানান, তাঁদের দেখানো পথেই ভারত ক্ষমতাশালী হয়েছে।

মোদি বলেন, 'গুজরাটের এই ভূমি মোহনের। এই মোহনের একজন হলেন সুদর্শনচক্রধারী দ্বারকাধীশ মোহন। অন্যজন হলেন চরকাধারী মোহন। তিনি সবরমতীর পূজনীয় বাপু মহাত্মা গান্ধি। দু'জনের দেখানো পথ অনুসরণ করে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুদর্শনচক্রধারী মোহন আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি সুদর্শনচক্রকে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যা শত্রুকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। এখন ভারতের সিদ্ধান্ত দেখছে গোটা বিশ্ব।' পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার দু'সপ্তাহ পর ৭ মে ভারত সিঁদুর অভিযান করে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এদিন আহমেদাবাদে মোদির রোড শো-এ বিপুল জনসমাগম হয়।

মৃত ৮ পুণ্যার্থী

লখনউ, ২৫ অগাস্ট : তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাক্টরে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারলে দুই শিশু সহ আটজন প্রাণ হারিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৩। ট্র্যাক্টরে ৬১ জন ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর ও আলিগড় সীমানার আরনিয়া বাইপাসে। ট্রাকের চালক পলাতক।

পাকিস্তানকে বন্যার সতর্কতা দিল্লির

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি ২৫ অগাস্ট : ভারত দায়িত্বশীল। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেই অর্থে না থাকলেও মানবিকতা থেকে সরে আসেনি ভারত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের ইরাবতী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তানকে সতর্ক করল ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন। রবিবার সতর্কবার্তাটি দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়েছে, জম্মুতে মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে ইরাবতী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের অবস্থান নদীর নিম্ন অববাহিকায়। অচিরেই দেশটি প্লাবিত হতে পারে। জিও নিউজ এই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পড়শি দেশকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারতের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরেই পাকিস্তানজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা চলবে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত। বহু নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

মে মাসে সিঁদুর অভিযানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ করল ভারত। পহলগাম কাণ্ডের পর ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্কে দাঁড়ি চলছে। স্থগিত সিন্ধু জলচুক্তি। কিন্তু তারপরেও ভারত মানবিকতা থেকে পিছু হটেনি।

হাসপাতালে হামলা হত ১৫

জেরুজালেম, ২৫ অগাস্ট : ফের বিমানহানা চালানো হল হাসপাতালে। সোমবার গাজার দক্ষিণে নাসের হাসপাতালে বিমানহানায় তিন সাংবাদিক সহ অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে রয়টার্সের চিত্র সাংবাদিক হাতেম খালেদ আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমটিতে চুক্তিতে কাজ করতেন। এর আগে অন্য এক হাসপাতাল চত্বরের গেটের কাছে ইজরায়েলি হানায় নিহত হন পাঁচ সাংবাদিক। তাঁরা ছিলেন আল জাজিরার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্যালেস্তাইনের গাজা শহর হাতের মুঠোয় আনতে কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নাসের হাসপাতালে বিমান আক্রমণ হানে আইডিএফ। তীব্র নিন্দা করেছে আন্তর্জাতিক মহল। নিরীহ মানুষকে হত্যা যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিযোগ তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

গ্রেপ্তার নিকি'র শ্বশুর, ভাশুর

নয়ডা বধূহত্যা মামলা

গ্রেটার নয়ডা, ২৫ অগাস্ট : স্বামী, শাশুড়ির পর এবার শ্বশুর এবং ভাশুর। গ্রেটার নয়ডায় বউকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। বৃহস্পতিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় গ্রেটার নয়ডার সিরসার বাসিন্দা নিকি ভাটির। ভয়াবহ ঘটনার ২টি ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিপিন ভাটি এবং শাশুড়ি দয়াবতী নিকিকে মারধর করছে। অপর ভিডিওতে নিকিকে জ্বলন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গিয়েছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার বিপিন ভাটিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় দয়াবতী। সোমবার নিকির শ্বশুর সত্যবীর এবং ভাশুর রোহিত ভাটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনেই গত কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাদের খোঁজে নয়ডার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিরসার টোল প্লাজা এলাকা থেকে রোহিতকে ধরা হয়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সিরসারই অন্য একটি জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয় সত্যবীর। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ২২ অগাস্ট স্থানীয় কাসনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল নিকির পরিবার। বধূহত্যার ঘটনায় সেখানে ধৃতদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। কিন্তু ওই রাত থেকেই বিপিন সহ ৪ অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়।

সোমবার বিপিন ও দয়াবতীকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২০১৬-তে বিপিন ও রোহিত দু'ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নিকি এবং তাঁর দিদি কাঞ্চনের। বিয়েতে স্করপিও, এনফিল্ড বাইক, কয়েক লক্ষ টাকা নগদ এবং বেশ কিছু গয়না দিয়েছিলেন নিকি, কাঞ্চনের বাবা ভিখারি সিং পায়লা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ভাটি পরিবার। দু-বোনের ওপর নিয়মিত অত্যাচার চলত। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বৃহস্পতিবার। নাবালক ছেলের সামনে পুড়িয়ে মারা হয় নিকিকে। সেই ঘটনার ভিডিও নিজের মোবাইল ফোনে তুলে রেখেছিলেন কাঞ্চন, যা পরে ভাইরাল হয়েছে।

ঐক্য ও মানসিক শক্তির উপর জোর খালিদের

বাগান ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল।

মঙ্গলবার ভোররাতে তাজিকিস্তান উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। তার আগে এদিন কোচ হিসাবে প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হল খালিদ। টানা ১০ দিন শিবির করলেও তিনি হাতে মোহনবাগান ফুটবলারদের পাননি। তাছাড়া সেমিফাইনালিস্ট দুই দল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামশেদপুর এফসি এবং ফাইনালের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলারদেরও পেয়েছেন দেরিতে। কাফা নেশনস কাপের জন্য তাজিকিস্তানে উড়ে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে খালিদের মন্তব্য, ‘এই মুহূর্তে আসন্ন ম্যাচগুলিতেই আমাদের একমাত্র ফোকাস। এটা বলতে গেলে প্রথম ধাপ। খুবই অল্প সময় ছিল প্রস্তুতির জন্য। তবে কাজ শুরু হলে, সামনের দিকে তাকানোর অর্থাৎ পরবর্তী ধাপ নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।’ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা শেষ দুই ম্যাচে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বাদ দিলেও খালিদের দলে ফিরে এসেছেন এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। অবশ্য তাজিকিস্তানে তিনি পাচ্ছেন না বিশাল কেইথকে। ২৯ তারিখ প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশের মুখোমুখি হবে ভারত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, ‘আমরা তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগনিস্তান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেক দলই শক্তিশালী এবং সম্প্রতি খুবই ভালো খেলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের খেলা এবং মানসিক শক্তির উপর জোর দিতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা এবং একজোট হয়ে খেলা। উন্নতি হচ্ছে তবে সময় লাগবে। সিনিয়ারদের সঙ্গে জুনিয়ারদের তৈরি করে একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই আমার মূল লক্ষ্য।’

কাফা নেশনস কাপে এই প্রথমবার খেলছে ভারত। তাজিকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলার পর ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ভারতের বাকি দুই ম্যাচ ইরান ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। গ্রুপের সেরা দল উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ফাইনাল খেলবে। সেখানে দ্বিতীয় দল খেলবে তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচ। যাওয়ার আগে খালিদের মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকার পাশাপাশি ফুটবলারদের পেশাদারিত্বের কথাও শোনা গিয়েছে এদিন। তাঁর বক্তব্য, ‘ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। মাঠে ঢোকার পর তাদের মাথায় আর অন্য কিছু থাকে না। এটুকু বলতে পারি, প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছে। যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই একটা দল হিসাবে খেলব। এবং নতুনদের সুযোগ দেওয়া হবে তারকা হয়ে ওঠার জন্য।’ মোহনবাগান ফুটবলারদের না পাওয়াকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি, ‘ওরা আসেনি। কী করা যাবে? যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই আমি খুশি। আমার কাছে কোনও অজুহাত বা অভিযোগের জায়গা নেই।’

২৩ জনের স্কোয়াড

গোলকিপার : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দার সিং, ঋতিক তিওয়ারি

ডিফেন্ডার : রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, চিঙ্গলেসানা সিং, মিনথাংমাওয়ইয়া রালতে, মুহম্মদ উবেইস

মিডফিল্ডার : নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, বরিস সিং থাংজাম, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নাওরেম মহেশ সিং

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়ার), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও বিক্রমপ্রতাপ সিং

কাফা নেশনস কাপের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর খালিদ জামিল।

গম্ভীরের ভরসার মর্যাদারক্ষায় প্রস্তুত হর্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : তিনি নাকি গৌতম গম্ভীরের পছন্দের খেলোয়াড়।

ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বারবার ভারতীয় দলে ঢুকে পড়ার সেটাই নাকি মূল কারণ। হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে অতীতে বিতর্ক হয়েছে। এশিয়া কাপের দলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেস বোলারের নাম দেখে অবাক অনেকেই। পারফরমেন্স ছাপিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অগ্রাধিকার পেয়েছে- দল ঘোষণার পর থেকে সমালোচনার ঝড় হর্ষিতকে ঘিরে।

> ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।
>
> **হর্ষিত রানা**

হর্ষিত যদিও বিতর্ক, সমালোচনা সরিয়ে হেডকোচ গম্ভীরের ভরসার মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেও দিচ্ছেন, এশীয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। মুখিয়ে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধতেও। হর্ষিত বলেছেন, ‘ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।’

জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পেস ব্রিগেডে হর্ষিত। প্রথম এগারোয় বুমরাহ-অর্শদীপ জুটি অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য বুমরাহকে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনায় সুযোগ থাকবে হর্ষিতের সামনে। সঙ্গে খোঁচা, গম্ভীরের হাত মাথায় রয়েছে, তাই ঠিক প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে যাবে।

হর্ষিতের চোখ যদিও বুমরাহর সঙ্গে এশিয়া কাপে জুটি বাঁধায়। বলছিলেন,

বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধার অপেক্ষায়

‘জসসিভাইয়ের উপস্থিতি বাকিদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলে, বলে বোঝানো মুশকিল। ওর সঙ্গে খেলাটা সবসময় স্পেশাল। পরিস্থিতি সহজ করে দেয়। পাশে জসসিভাই থাকা মানে আমাদের চাপ কম।’

অবশ্য জাতীয় দলে খেলা বাকিদের মতো তাঁর কাছেও অনুপ্রেরণা। ফলাফল কী হবে না ভেবে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। ২টি টেস্ট, ৫টি ওডিআই খেললেও এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র টি২০ ম্যাচ খেলেছেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত জানুয়ারিতে যে ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে জয়ের অন্যতম কারিগর হয়ে ওঠেন।

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে হতাশ কোচও

টেস্টের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় অধৈর্য অর্শদীপ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ২০২২ সালে সাদা বলের ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক অভিষেক।

দ্রুত টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম বোলিং অস্ত্র হয়ে ওঠেন। ৬৩টি ম্যাচে ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও অর্শদীপ সিংয়ের (৯৯টি) দখলে। যদিও সাদা বলে ধারাবাহিক সাফল্যেও খোলেনি টেস্টের দরজা। অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ। নীতীশকুমার রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা চোখের সামনে দিয়ে টেস্ট খেলছে, অথচ তিনি ব্রাত্য।

গত ইংল্যান্ড সফরে ডাক পাওয়ার পর আশায় ছিলেন টেস্ট অভিষেক নিয়ে। কিন্তু পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজেও স্বপ্নপূরণ হয়নি। যা অর্শদীপের ছটফটানি আরও বাড়িয়েছে। এমনই দাবি অর্শদীপের রাজ্য দল পাঞ্জাবের বোলিং কোচ গগনদীপ সিংয়ের। বলেছেন, ‘কয়েক মাস আগে কথা হয়েছিল, তখন ও ইংল্যান্ডে। সুযোগ না পাওয়ায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ওকে শুধু বলি, তোমার সময়ও আসবে। অপেক্ষা করো। তবে আমার ধারণা, ইংল্যান্ডে অর্শদীপকে খেলানো উচিত ছিল। অর্শদীপ সুইং বোলার। লম্বাও। ইংলিশ কন্ডিশনের জন্য সব কিছু যথাযথ। জানি না, কেন টিম কম্বিনেশনে সুযোগ পেল না ও। হয়তো অর্শদীপের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই কোচ, অধিনায়কের।’

গগনদীপ সিংয়ের মতে, টেস্ট অভিষেক না হলেও বাকি দুই ফরম্যাটে গত কয়েক বছরে জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আরও ধারালো, নিখুঁত। বেশ কয়েক মাস অর্শদীপকে সামনে থেকে বোলিং করতে দেখেননি। তবে টিভিতে ম্যাচ দেখে যতটুকু বুঝেছেন, লাইন-লেংথ, ইয়র্কার, বাউন্সার নিয়ে পরিশ্রমের ঝলক অর্শদীপের বোলিংয়ে।

ভারতের হয়ে ৬৩টি টি২০ এবং ৯টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের ফজল হক ফারুকির সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেটশিকারি ছিলেন অর্শদীপ (১৭টি)। আন্তর্জাতিক অভিষেকের ঠিক আগের মরশুমেই ছাত্র হিসেবে অর্শদীপকে পেয়েছিলেন গগনদীপ। শুরুতে জোর দেন লাইন লেংথ, স্পট বোলিং এবং রিস্ট পজিশনে। খুব দ্রুত যার সুফল পেয়েছিলেন।

গগনদীপ বলেছেন, ‘প্রথম যখন দেখি, তখন ও খুব বেশি স্লোয়ার ডেলিভারি করত। বলটাকেও যথাসম্ভব বাইরে রাখার প্রবণতা ছিল। কিন্তু লাল বলের ফরম্যাটে যে স্ট্র্যাটেজি কার্যকর নয়। শুরুতেই তাই জোর দিই লাইন লেংথে। কাজ করি ওর রিস্ট পজিশন নিয়ে। লক্ষ্য ছিল সিম পজিশন ঠিক করে সহজাত সুইং যত বেশি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে যার সাফল্য পেয়েছে অর্শদীপ।’

বিরাটদের ‘কোচ’ হতে আগ্রহী এবি

ডারবান, ২৫ অগাস্ট : ২০২৬ আইপিএলে কি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সকে? তা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতেই? সম্ভাবনা এদিন উসকে দিলেন তিনিই। ২০০৮ থেকে ২০১০, তিন বছর ডেয়ার ডেভিলসে কাটিয়েছেন। ২০১১ সালে আরসিবি-তে যোগ দেন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে ২০২১-এ যে গাঁটছড়ায় ইতি পড়ে। নতুন দায়িত্বে ফের আরসিবি-তে ফিরতে চান এবি।

এক সাক্ষাৎকারে এবি জানান, আগামী দিনে নতুন ভূমিকায় আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তবে পুরো মরশুমের জন্য পেশাদার কোনও দায়িত্ব নেওয়া

চোখ ২০২৬ আইপিএল

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর পুরোদস্তুর পেশাদার কেরিয়ারের পথে হাঁটতে চান না। সেক্ষেত্রে আইপিএলের মতো টি২০ লিগে ঠিকঠাক। আইপিএলে মানে এবির হৃদয়জুড়ে একটাই নাম আরসিবি। সম্ভব হলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে (কোচ বা মেন্টর) ফিরতে চান পুরোনো দলে। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে ফ্র্যাঞ্চাইজির ওপর। আরসিবি চাইলে তিনি প্রস্তুত, জানিয়ে দিলেন এবি। ১১ বছর আরসিবি-র জার্সিতে ১৫৭টি ম্যাচে ২টি শতরান ও ৩৭টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ৪,৫২২ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৩৩। ব্যাটিং গড় ৪১.১০। সবমিলিয়ে ১৮৪টি আইপিএল ম্যাচে সংগ্রহ ৫,১৬২ রান। ২০২২ সালে ক্রিস গেইলের সঙ্গে আরসিবি-র ‘হল অফ ফেম’-এ জায়গা পান এবি।

হার ভারতের

কুয়ালালামপুর, ২৫ অগাস্ট : ইরাকের কাছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে হারল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৩৬ মিনিটে দুলফিকার ইউনিসের গোলে এগিয়ে যায় ইরাক। তিন মিনিটের মধ্যে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সানান। ৭২ মিনিটে ইরাকের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মুস্তাফা নাওয়াফ। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার সাহিল হরিজন।

এমবাপে-ভিনিতে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ অগাস্ট : টানা দুই ম্যাচে জয়। জাভি অলন্সোর হাত ধরে লা লিগায় দাপট চলছে রিয়াল মাদ্রিদের।

প্রতিপক্ষ রিয়াল ওভিয়েদো দীর্ঘদিন পরে প্রোমোশন পেয়ে লা লিগায় এসেছে। দলের একমাত্র বড় মুখ বর্ষীয়ান স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোরলা। এমন একটা দলকে ৩-০ ফলে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। অপর গোলটি ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের মতো তারকাদের রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেই খেলতে নেমেছিল রিয়াল। আর্জেন্টাইন ফুটবলার ফ্রাঙ্কো মাস্তানটুওনোকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন রিয়াল কোচ অলন্সো। ৩৩ মিনিটেই এমবাপের গোলে লিড নেয় রিয়াল। ৮৩ মিনিটে ফের গোল করেন ফরাসি তারকা। সংযোজিত সময়ে রিয়ালের তৃতীয় গোলটি আসে ভিনির পা থেকে। ম্যাচের পর কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, ‘ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। আমি খুব খুশি। প্রথমার্ধে দারুণ ছন্দে ছিলাম আমরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ওভিয়েদো বেশ ভালো খেলেছে। ছন্দ ধরে রাখা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।’

আপাতত ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের তৃতীয় স্থানে উঠে এল রিয়াল।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপের।

১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতলেন সাইখোম মীরাবাই চানু।

প্রত্যাবর্তনে সোনা জয় মীরাবাইয়ের

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে চোটে ভুগছিলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটল। ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে নেমে আহমেদাবাদে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মীরাবাই ১৯৩ কেজি ওজন তোলেন। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা মালয়েশিয়ার আইরিন হেনরি ১৬১ কেজি ওজন তুলে তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মীরাবাই ছয়টির মধ্যে মাত্র তিনটিতে সফলভাবে লিফট করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ন্যাচে প্রথম প্রয়াসে তিনি ৮৪ কেজি তুলতে পারেননি। ডান হাঁটু নিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

সূর্যদের হারাব হুমকি হ্যারিসের

দুবাই, ২৫ অগাস্ট : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। যেখানে মূল আকর্ষণ ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান মহারণ।

কী হবে সেই ম্যাচে? ফের পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া? এশিয়া কাপের লক্ষ্যে আপাতত দুবাইয়ে শিবির চলছে পাকিস্তানের। সেখানেই আজ টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের জোরে বোলার হ্যারিস রউফ। এশিয়া কাপের আসরে ১৪ সেপ্টেম্বরের পরেও আরও একবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। যদি দুইবার দুই প্রতিবেশীর মহারণ দেখতে পায় ক্রিকেটমহল, তাহলে দুইবারই সূর্যদের হারিয়ে দেবে পাকিস্তান, এমন মন্তব্য করেছেন হ্যারিস। তাঁর কথায়, ‘ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে দুইবার খেলা হবে। আর সেই দুইবারই ওদের হারিয়ে দেব।’

হ্যারিসের এমন হুমকি পাক সমর্থকদের আগামীর অক্সিজেন দিলেও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান একেবারেই পাকিস্তানের পক্ষে নেই। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ, ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ-সব প্রতিযোগিতার আসরেই পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। হ্যারিসের আগাম হুমকির পর এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

আবেগঘন পোস্ট চেতেশ্বরের স্ত্রীর

‘তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি’

রাজকোট, ২৫ অগাস্ট : অবসরের পর একদিন পার।

প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরুর ভাবনায় চেতেশ্বর পূজারা। যদিও চাইলেই সহজে ভুলে থাকা মুশকিল। গত দুই দশকের অভ্যাস। দৈনন্দিন রুটিনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ক্রিকেট। প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন ক্রিকেটের পূজারা। বছরের পর বছর সাধনার ফল, শতাধিক টেস্টের কীর্তি। স্বামীকে নিয়ে আবেগঘন বার্তায় তারই ছোঁয়া চেতেশ্বর পূজারার স্ত্রী পূজার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টে পূজা লিখেছেন, ‘তোমার প্রথম ভালোবাসা, আবেগ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছো। পুরো কেরিয়ারে যেভাবে মাথা উঁচু করে খেলছ, আমি গর্বিত। ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বুঝতাম না। তোমার চোখ দিয়ে দেখেছি, বুঝেছি। লম্বা সফরে তোমার থেকে প্রতিপদে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছি। ভীষণভাবে মিস করব তোমার হয়ে গলা ফাটানো, সিরিজের আগে তোমাকে নিয়ে উদ্বেগে কাটানো মুহূর্তগুলি। মিস করব তোমার সাফল্যকে ঘিরে উৎসব, ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার দিনগুলিকে।’

> দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। পূজারার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পাশাপাশি বরাবর পাশে থেকেছে গোটা পরিবার। বাবা অরবিন্দ পূজারার ধ্যানজ্ঞান ছিল ছেলেকে টেস্ট ক্রিকেটার বানানো। নিজের অ্যাকাডেমিতে ‘পুজি’-কে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন। লড়াই, ধৈর্য ধরে ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার অভ্যাসের নেপথ্যে বাবার সেই শিক্ষা।

দেশের হয়ে খেলা শিখিয়েছিল দায়বদ্ধতা, যে কোনও পরিস্থিতিতে ময়দান না ছাড়ার মন্ত্র। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে পূজারার যে মানসিকতা ক্রিকেটপ্রেমীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। গোটা শরীরজুড়ে অজি পেসারদের বলের আঘাতের পরও ক্রিজ ছাড়েননি।

গোটা কেরিয়ারে চেতেশ্বর পূজারা যে মাথা উঁচু করে খেলেছেন, তাতে গর্বিত তাঁর স্ত্রী পূজা।

পূজারার কথায়, দেশের প্রতি দায়িত্বের সামনে সবসময় কম পড়ে যায় ব্যথা-যন্ত্রণা।

এক সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, ‘দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না। নিজের দক্ষতা, সেরাটা দিতে হবে। তবে এক-দুটো আঘাত ঠিক আছে। কিন্তু বারবার যখন একই জায়গা লাগে, সহ্য করা সহজ নয়। যা কাটিয়ে উঠতে মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সবসময়। উনিই শক্তি জোগান।’

এদিকে, চেতেশ্বর পূজারার হঠাৎ অবসরে অনেকেই অবাক। কয়েকদিন আগেও রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কাউন্টি খেলার দরজাও খোলা রেখেছিলেন। সেখানে অবসর। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দলীপ ট্রফিতেও খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল দলে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে পদক্ষেপের পরই দেওয়াল-লিখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অবসরের সিদ্ধান্ত তারপরই।

মাঠ থেকে অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। চেয়েছিলেন আরও একটা সুযোগ। কিন্তু সময়ের ‘দেওয়াল লিখন’ পড়তে ভুল করেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা।

২০২৩ সালে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন। বড় রান পাননি। তারপর থেকেই পূজারা জাতীয় দলের বাইরে। শেষপর্যন্ত তিনি গতকাল ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে পূজারা বন্দনা চলছে। সঙ্গে ঘুরছে অমোঘ প্রশ্ন, পূজারার কি আরও আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল?

> পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

সোমবার রাতের দিকে সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের মতে, আরও আগে মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার। সৌরভের কথায়, ‘পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।’

এদিকে, শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে থাকা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশ দীপ শনিবার কলকাতায় আসছেন। সেদিন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ প্রিয় ধৃষিত (সুন্টি) : তোমার ১০তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল। বড়দের আশীর্বাদ নিও। ইতি - বাবা, মামমাম, দাদান, দাদাই, দোদোনমা, মামাই এবং মণিমা, গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

এশিয়া কাপেই হয়তো নয়া স্পনসর সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং বিল ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে আচমকা ডামাডোল তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সির মূল স্পনসর এমনই এক অনলাইন গেমিং কোম্পানি। কেন্দ্রের নয়া সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আর থাকতে পারবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়

দৌড়ে টয়োটা, ফিনটেক

প্রশ্ন উঠেছে, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের আসরেই কি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসর দেখা যাবে?

স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। কিন্তু তার মধ্যেই বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, তা চমকপ্রদ। টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হিসেবে টয়োটা, ফিনটেকের মতো কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। সর্বভারতীয় এক ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী টয়োটা কোম্পানি এগিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে আপাতত বোর্ডের কাছে প্রশ্ন, এশিয়া কাপের আগেই কি নয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে? রাত পর্যন্ত এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তবে সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

২০২৩ সাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর একটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি। সেই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই সরকারি নির্দেশে এই কোম্পানিকে সরতে হচ্ছে বলে তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ বোর্ডকে দিতে হবে না বলে খবর। পাশাপাশি নয়া স্পনসর হিসেবে আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বোর্ডের। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'আমাদের সরকারি নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। এর ফলে ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর নিশ্চিতভাবেই বদলাতে চলেছে। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের মতোই স্পনসর নিয়ে অচলাবস্থা কবে, কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে জল্পনায় ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। (ইনসেটে) প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে হেরে র‍্যাকেট ভাঙলেন রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ।

এশিয়ান রেকর্ড গড়ে সোনা জয় আদ্রিয়ানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : দিন দুয়েক আগেও অতিরিক্ত গরমের কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়েছে।

কিন্তু পরিবেশের সমস্যা ও শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয় অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের পুত্র আদ্রিয়ানের। শুধু সোনা জয় বললে ভুল হবে, নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়েই সোনা জিতেছেন এই বাঙালি প্রতিভাবান শুটার।

রবিবার কাজাখস্তানে জুনিয়ার পর্যায়ে ৫০ মিটার থ্রি পজিশনে দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিভাগে তিনি ৪৬৮.৩ স্কোর করেছেন, যা নতুন এশিয়ান রেকর্ড। উচ্ছ্বসিত আদ্রিয়ান কাজাখস্তান থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'এশিয়ান রেকর্ড গড়তে পেরে আনন্দিত। এটা আমার জীবনের সেরা ফাইনাল। বাছাই পর্বের দুইদিন আগে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যদিও এখানে এই সমস্যার মুখোমুখি

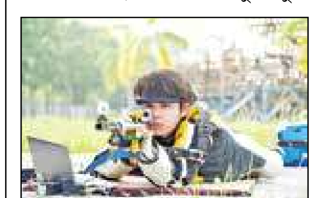

তাসখন্দে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছেন আদ্রিয়ান কর্মকার।

সবাইকে হতে হয়েছে। বাছাই পর্ব আউটডোরে হয়েছিল। প্রবল হাওয়ার কারণে ভালো ফল হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'বাছাই পর্বের পর বাবা আমাকে বলেছিল, ফাইনাল ইন্ডোরে হবে। ওখানে হাওয়ার সমস্যা থাকবে না। শুধু যেন বেসিক জিনিসগুলোর ওপরে ফোকাস করি।' আপাতত ২৮ অগাস্ট পরবর্তী ইভেন্টে নামবেন আদ্রিয়ান। সেদিকেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি।

এদিকে, সোমবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে চতুর্থ হয়েছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের। আরেক ভারতীয় শুটার এষা সিং ১৮ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

অভিষেকেই জয় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের

ফোনম পেন, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়েই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। জয়সূচক গোলটি করেন উগান্ডান তারকা ফাজিলা ইকাওয়াপুট।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে লাল-হলুদ। ৭০ মিনিটে রেস্টি নানজিরির পাস থেকে গোল করে যান ফাজিলা। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে এই উগান্ডান তারকাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন পেন ক্রাউন গোলরক্ষক চে ফারিয়া।

আপাতত প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ৩১ অগাস্ট হংকংয়ের কিচি এফসির বিরুদ্ধে।

যুবির আগে কেন মাহি, রহস্য ফাঁস

মুম্বই, ২৫ অগাস্ট : 'আপনি সত্যিই কি মাস্টার ব্লাস্টার? নাকি অন্য কেউ? ভেরিফিকেশনের জন্য আপনার ভয়েস নোট পাঠান দয়া করে।' ভক্তের জিজ্ঞাসা। জবাবে

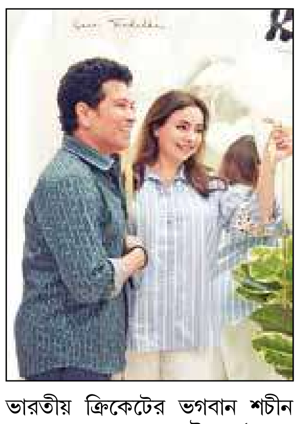

ভারতীয় ক্রিকেটের ভগবান শচীন তেন্ডুলকারের মজাদার উত্তর, 'এবার কি আধার কার্ডও পাঠিয়ে দেব?'

সমাজমাধ্যমে 'আস্ক মি এনিথিং' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে শচীন মুখোমুখি হয়েছিলেন ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের। আর প্রশ্নোত্তরের মাঝেই মাস্টার ব্লাস্টারের 'পরিচয়' নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন এক ভক্ত। ভয়েস নোটও পাঠাতে বলেন। যা নিয়ে শচীনের মজাদার উত্তর রীতিমতো ভাইরাল।

ভক্তদের সঙ্গে শচীনের অভিনব যোগসূত্রের সুবাদে উঠে আসে ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত-বর্তমানের নানা বিষয়। একজন প্রশ্ন করেন, ২০১১ বিশ্বকাপ ফাইনালে যুবরাজ সিংয়ের আগে কেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে নামানো হয়েছিল? শচীন জানান, দুইটি কারণে এই পদক্ষেপ। এক, ডান-বাঁ ব্যাটিং

এবার কি আধার কার্ড পাঠাব! ভক্তকে শচীন

কম্বিনেশন। দ্বিতীয় কারণ মুরলীধরন। মুরলী চেন্নাই সুপার কিংসে তিন বছর (২০০৮-২০১০) খেলেছে ধোনির নেতৃত্বে। ফলে নেটে মুরলীকে খেলার অভিজ্ঞতা ছিল ধোনির।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার পর ব্যাটন কাদের হাতে? প্রশ্নের জবাবে শুভমান ব্রিগেডের ওপর আস্থা রাখলেন শচীন। বলেছেন, 'আমাদের অবসরের পর বিরাট, রোহিত দায়িত্ব সামলেছে। দেশকে বারবার গর্বিত করেছে। বর্তমানে ভারতীয় দল নিরাপদ হাতে। গত ইংল্যান্ড সফরে ওরা দারুণ খেলেছে। বিরাট-রোহিতের পরম্পরা বয়ে নিয়ে যাওয়ার দৌড়েও অনেকে আছে।'

মর্মান্তিক মৃত্যু উঠতি ক্রিকেটারের

পুঞ্চ, ২৫ অগাস্ট : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উঠতি ক্রিকেটার ফরিদ হুসেন। ঘটনাটি ঘটে ২০ অগাস্ট। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পুঞ্চ জেলার ফরিদ নিজের স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারেন। আসলে গাড়ির দরজা হঠাৎই খুলে যাওয়ায় ফরিদ নিজের গাড়ির গতি কমাতে পারেননি, দিক পরিবর্তনেরও সময় পাননি। গাড়ির দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মাটিতে পড়ে যান ফরিদ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অনুপস্থিত জেমি

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার থেকে ফের অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শারীরিক অসুস্থতায় এদিন অনুশীলনে ছিলেন না অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেন। চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন শুভাশিস বসু ও কিয়ান নাসিরি। দ্রুত চোট সারিয়ে মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা অনুশীলনে যোগ দেবেন। নতুন যোগ দেওয়া মেহতাব সিংয়ের ফিটনেসের দিকে বাড়তি নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।

স্ট্রেট গেমে জিতে শুরু সাবালেঙ্কা-নোভাকদের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়ে ইউএস ওপেন শুরু করলেন গতবারের মেয়েদের সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ও ফাইনালিস্ট জেসিকা পেগুলা। গতবার পুরুষদের সিঙ্গলসের রানার্স টেলর ফ্রিৎজও জিতেছেন। নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়েছেন নোভাক জকোভিচও।

তারকাদের প্রত্যাশিত জয়ের মধ্যে অবাক করলেন রাশিয়ান ড্যানিল মেদভেদেভ। ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডনের ধারা বজায় রেখে তিনি ইউএস ওপেন থেকেও বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ডেই। তিনি ৩-৬, ৫-৭, ৭-৬ (৭/৫), ৬-০, ৪-৬ গেমে হারেন ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে। একই প্রতিপক্ষের কাছে উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডেও হার হজম করতে হয়েছিল

আবার প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন মেদভেদেভ

মেদভেদেভকে। মেজাজ হারিয়ে ম্যাচের মাঝেই চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। হারের পর কোর্টে বসেই নিজের চেয়ারে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেন র‍্যাকেট। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'যথেষ্ট জরিমানা হয়েছে আমার। এখানে মুখ খুলে সেটা আর বাড়াতে চাই না। তবে অন্যদের চেয়ে বেশি জরিমানা দিতে হয় আমায়।'

জকোভিচ ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়েছেন লিয়ারেন তিয়েনকে। ফ্রিৎজ ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে জয় পেয়েছেন ইমিলিও নাভার বিপক্ষে।

সাবালেঙ্কা ৭-৬, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন রেবেকা মাসারোভাকে। পেগুল স্ট্রেট সেটে ৬-০, ৬-৪ গেমে জয় পেয়েছেন মায়ার শেরিফের বিরুদ্ধে।

পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার বিনোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রায় দুই সপ্তাহ পর কলকাতা লিগে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ।

লিগের শেষ ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। এই মুহূর্তে লিগ তালিকায় ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে এখনই সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছে না তারা। কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'একটা লম্বা বিরতির পর খেলতে নামছে। তবে ছেলেরা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল। সুপার সিক্স নিয়ে কোনও চিন্তা করছি না। আপাতত শেষ দুইটি ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য আমাদের।'

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগ টেবিলে দশম স্থানে থাকলেও তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বিনো। সায়ন্তন দাস রায়ের দলের বিরুদ্ধে পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার হতে চলেছে তাঁদের। সোমবার অনুশীলনে পাসিং ফুটবলেই বেশি জোর দিতে দেখা গেল

সামনে আজ জর্জ টেলিগ্রাফ

ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ বিনোর স্পষ্ট নির্দেশ, ম্যাচে ভুল পাস করা যাবে না।

এই ম্যাচেও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, সৌভিক চক্রবর্তী, পিভি বিষ্ণুর মতো সিনিয়াররাই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। চোটের জন্য এই ম্যাচে জেসিন টিকে, নসিব রহমানকে পাবে না লাল-হলুদ শিবির। তবে আশার কথা, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন মনোতোষ মাঝি।

কলকাতায় এলেন ব্রাইট-সানডে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার বিকালে কলকাতায় পা রাখলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বাকি দুই বিদেশি তারকা ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফলোবি। এই দুই নাইজিরিয়ানের সঙ্গে অনেকদিন আগে চুক্তি হলেও ভিসা সমস্যায় ভারতে আসতে পারেননি তাঁরা। কলকাতায় ফিরতে পেরে উচ্ছ্বসিত ব্রাইট। তিনি বলেছেন, 'কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে ছিল। ডায়মন্ড হারবার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। দলকে আই লিগ জেতানোই লক্ষ্য।' এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা লিগে খেলতে নামছে ডায়মন্ড হারবার। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাব।

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'
-খবর এগারোর পাতায়

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস শর্বরী, চিকিথার

উইনিপেগ (কানাডা), ২৫ অগাস্ট : মেয়েদের বিশ্ব যুব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে নতুন নজির ভারতের। কানাডার উইনিপেগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন চিকিথা তানিপার্থি ও শর্বরী শেনরে। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে কম্পাউন্ডে সোনা জেতেন ২০ বছরের চিকিথা। ফাইনালে তিনি ১৪২-১৩৬ পয়েন্টে কোরিয়া রিপাবলিকের পার্ক ইয়েরিনকে। অনূর্ধ্ব-২১ বিভাগে চিকিথাই প্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন। সেমিফাইনালে চিকিথা ১৪২-১৩৩ পয়েন্টে স্পেনের পাওলা দিয়াজ মোরিল্লাসের বিরুদ্ধে জয় পান।

একই টুর্নামেন্টে রিকার্ভের সিঙ্গলসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হলেন ১৬ বছরের শর্বরী। তিনি ফাইনালে শুটঅফে ১০-৯ পয়েন্টে তৃতীয় বাছাই কোরিয়ার কিম ইয়োনকে হারিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে ফাইনাল ৫-৫ পয়েন্টে শেষ হয়। দীপিকা কুমারী ও কমলিকা বারির পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে বিশ্বসেরা হলেন শর্বরী। এর আগে তিনি রিকার্ভের দলগত ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন।

এআইএফএফ-এফএসডিএলের আলোচনা ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সুখবর ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সোমবারের যৌথ সভা অনেকটাই ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে এল।

গত সোমবার অ্যামিকাস কিউরির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই দুই পক্ষকে একসঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনায় বসে সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যাতে দেশের সর্বোচ্চ লিগ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়। ২৮ অগাস্ট আলোচনার ফল জানানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। আদালতের এই নির্দেশ মেনে এদিন বেঙ্গালুরুতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহমহাসচিব এম সত্যনারায়ণন ও সহ সভাপতি এনএ হ্যারিস ও এফএসডিএলের শীর্ষ কর্তারা আলোচনায় বসেন। পরে ফেডারেশনের তরফে একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, 'মহামান্য আদালতের নির্দেশমতো এআইএফএফ এবং এফএসডিএল ২০২৪-'২৫ ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য সোমবার আলোচনায় বসে। দুই পক্ষই ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনার মনোভাব দেখায় এবং ভারতবর্ষের ফুটবলের অগ্রগতির জন্য ঐকমত্যে পৌঁছানোর সদিচ্ছা পোষণ করে। ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে যৌথ প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।' কল্যাণ চৌবেকে ফোনে ধরা হলে আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর, আপাতত আইএসএল শুরু করার বিষয়ে দুই পক্ষই একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান এমআরএ, যা ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা মরশুমের শেষপর্যন্ত নবীকরণ করা হবে। পাশাপাশি চলবে নতুন এমআরএ-র কাজও। যাতে ফুটবল থমকে না যায় সেই ব্যাপারে দুই পক্ষের আপাতত এই ঐকমত্যে পৌঁছানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার আগে বুধবার ফের একবার আলোচনায় বসতে পারে দুই পক্ষ।

এদিকে, আই লিগের ক্লাবগুলিও এবার আইএসএলে ওঠানামা চেয়ে চিঠি দিল অ্যামিকাস কিউরিকে। আই লিগের ১০ ক্লাব চিঠি দিয়ে আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট যেন এফএসডিএলকে নির্দেশ দেয় আইএসএলে প্রমোশন-রেলিগেশন শুরু করার। যদিও ইতিমধ্যেই প্রমোশন চালু হয়ে গিয়েছে আইএসএলে। যা খবর তাতে অন্তত ১৬ দল না হওয়া পর্যন্ত অবনমনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে আই লিগ ক্লাবগুলির অ্যামিকাস কিউরিকে এই চিঠি দেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খেতাব জিতল তারালবাসাল

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কুড়ালডাঙা মাঠে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল তারালবাসাল। ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে জিতেছে জামাল দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৪২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৩২০০ টাকা।

জয়ন্তকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন টনটন

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : ধাদলপাড়ায় আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল টনটন একাদশ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয়ন্ত একাদশকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২ হাজার টাকা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অজয় অধিকারী - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55B 90386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এখন আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে এতদিন ধরে আমার দেখা সমস্ত স্বপ্ন আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি গর্বিত যে আমি আমার পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিতে পারবো। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

খেতাব জয়ের পর হায়দরাবাদ এফসি। ছবি : জয়ন্ত সরকার

সেরা হায়দরাবাদ এফসি

গঙ্গারামপুর, ২৫ অগাস্ট : ঠ্যাঙ্গাপাড়া ফুটবল ক্লাবের ভবেশ বিশ্বাস ও শ্যাম সোরেন ট্রফি অল বেঙ্গল ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল মালদার পাড়ায় পাড়ায় চলবে লড়াই হায়দরাবাদ এফসি। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে এএফএ কুপাদহ দলকে। জোড়া গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছেন বিদেশি অ্যালবার্ট। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের অমল বাস্কে। পুরস্কার হিসেবে পেয়েছেন ২ গ্রাম ওজনের সোনার বল। সেরা গোলকিপার কুপাদহর স্টিফেন মুর্মু। চ্যাম্পিয়নরা পেয়েছে ট্রফির সঙ্গে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার। রানার্সদের প্রাপ্তি ট্রফি সহ দেড় লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার।

চ্যাম্পিয়ন কুদলাপুর

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : মথুরাপুরে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুদলাপুর। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে দক্ষিণ জামাল দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩২০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২২০০ টাকা।

জয়ী মহাদেবপুর

বালুরঘাট, ২৫ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের মাঠে কামারপাড়া আদিবাসী সমাজ সংঘ ও পর্ষদ একাদশের ম্যাচ ড্র হয়েছে।

একই মাঠে মহাদেবপুর এসকেএস ২-০ গোলে শাহান আলি আদিবাসী সমাজ ফুটবল দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন কাজল মুর্মু ও সন্তোষ ওরাওঁ।

সেরা কাস্টগর

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : রাজাপাড়ায় আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কাস্টগর। ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৪-৩ গোলে রাজাপাড়া দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন অশোকগ্রাম

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কামদেবপুর মাঠে আমরা কজনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল অশোকগ্রাম। ফাইনালে তারা গোবিন্দপুর দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৮ হাজার টাকা।

ট্রফি জিতে উল্লাস অশোকগ্রাম দলের। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

চ্যাম্পিয়ন গোপালবাটি

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : গোপালবাটি মাঠে আমরা কজনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গোপালবাটি দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ত্রিমোহেনী দলকে হারিয়েছে।

চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোপালবাটি দল। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

সেরা কুড়ালডাঙা

পতিরাম, ২৫ অগাস্ট : গোপীহরে আদিবাসী যুবশক্তি সংঘের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন কুড়ালডাঙা। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে দারাল দলকে হারিয়েছে।